ইসলামের মৌলিক আকীদা

উপস্থাপনায়:
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া (দাওয়াতে ইসলামী)
Islamic Research Center

আধুনিক ও প্রাচীন সকল মুসলমানদের জন্য একটি চমৎকার কিতাব

(**Welcome to Islam** এর অনুবাদ)

ইসলামের মৌলিক আকীদা

(দ্বীন ইসলাম সম্পর্কিত ২৭টি প্রশ্নোত্তর)

উপস্থাপনায়

আল মদীনাতুল ইলমিয়া (দাওয়াতে ইসলামী)

(কিতাব সংশোধন বিভাগ)

প্রকাশনায়

মাকতাবাতুল মদীনা

www.dawateislami.net

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیۡکَ یَارَسُوۡلَ اللّٰہ   وَعَلٰی اٰلِکَ وَاَصۡحٰبِکَ یَا حَبِیۡبَ اللّٰہ

কিতাবের নাম : **ইসলামের মৌলিক আকীদা**

উপস্থাপনায় : আল মদীনাতুল ইলমিয়া (কিতাব সংশোধন বিভাগ)

প্রকাশনায় : মাকতাবাতুল মদীনা

সত্যায়নপত্র

তারিখ: ২ জুমাদাল উলা ১৪৩৭ হিঃ   সনদ: ২০১

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الۡمُرۡسَلِیۡنَ ط

(কিতাবটি সত্যায়ন করা হলো)

“ইসলামের মৌলিক আকীদা”

মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত এই কিতাবটি “কিতাব ও পুস্তিকা নিরীক্ষণ বিভাগ” এর পক্ষ থেকে দ্বিতীয়বার নিরীক্ষা করার চেষ্টা করা হয়েছে। বিভাগটি এর আকায়িদ, কুফরি বাক্য, চারিত্রিক বিষয়াদি, ফিকহী মাসায়িল ও আরবী এবারত ইত্যাদির ব্যাপারে যথাসম্ভব পর্যবেক্ষণ করেছে, অবশ্য কম্পোজিং বা প্রকাশনীর ভুলত্রুটির জবাবদিহিতার জন্য বিভাগটি দায়ী নয়।

পুস্তিকা ও কিতাব সংরক্ষণ বিভাগ (দাওয়াতে ইসলামী)

২২-০২-২০১৫

E.mail:ilmia@dawateislami.net

www.dawateislami.net

মাদানী অনুরোধ: অন্য কারো এই কিতাব ছাপানোর অনুমতি নেই

সনাক্তিকরণ

কিতাব পাঠের সময় প্রয়োজন অনুসারে আন্ডারলাইন করুন, সুবিধামত চিহ্ন ব্যবহার করে পৃষ্ঠা নম্বর নোট করে নিন, اِنْ شَآءَ الله জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পাবে।

নং	বিষয়	নং	বিষয়

www.dawateislami.net

সূচিপত্র

"কিতাব পাঠ করার ১৮টি নিয়্যত" ৬
আল মদীনাতুল ইলমিয়া ৮
ভূমিকা ১০
আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান ১৪
নবুয়তের প্রতি ঈমান ১৬
সকল আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام মানুষ ছিলেন ১৭
আল্লাহ পাকের কতিপয় সম্মানিত নবীর নাম ১৭
নবীদের সংখ্যা ১৯
ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান ১৯
জ্বীন ২১
আল্লাহ পাকের কিতাবের উপর ঈমান ২২
কুরআনে মাজীদ আল্লাহ পাকের আখেরী কালাম ২৩
মৃত্যু ও কবর ২৩
দাফনের পর কী হয়? ২৪
কিয়ামত ২৬
ইলম উঠে যাওয়া ২৭
যৌন বিকৃতি ২৭
ভন্ড নবী ২৮
সম্পদের আধিক্যতা ২৮
সময় খুব দ্রুত চলে যাবে ২৯
কিয়ামতের কিছু বড় আলামত ৩০
ইমাম মাহদী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর আবির্ভাব: ৩০
দাজ্জালের আবির্ভাব ৩১
ইয়াজুজ ও মাজুজের আবির্ভাব ৩৪

www.dawateislami.net

দাব্বাতুল আরদ এর আবির্ভাব ৩৫
সূর্য পশ্চিম দিকে উদিত হবে ৩৫
সুগন্ধিময় সুশীতল বাতাস প্রবাহিত হওয়া ৩৫
শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া ৩৬
ইসলামের ভিত্তি ৩৮
(১) ঈমান: ৩৮
(২) নামায ৪০
(৩) যাকাত ৪১
দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত (দাওয়াতে ইসলামী) এর ঠিকানা ৪২
দারুল ইফতা আহলে সুন্নাতের ফোন নম্বর ও মেইল এড্রেস ৪৩
(৪) রোযা ৪৫
(৫) হজ্ব ৪৬
হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ৪৭
ইসলাম ধর্ম সম্পর্কিত ২৭টি প্রশ্নোত্তর ৫১
ইসলাম, বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য: ৭৫
ইসলামে নারীর মর্যাদা ৮৬
ইসলাম ও সন্ত্রাসবাদ ১০১
বাস্তবতা স্বয়ং নিজে কথা বলে ১১০
ইসলামের বাণী সর্বজনীন ১১৪
শেষ কথা ১১৮
উৎস ও তথ্যসূত্র ১১৯

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

“কিতাব পাঠ করার ১৮টি নিয়্যত”

নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: ”نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ“ অর্থাৎ মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কবীর লিত তাবারানী, ৬/১৮৫, হাদিস: ৫৯৪২)

দুইটি মাদানী ফুল:

(১) ভালো নিয়্যত ব্যতীত কোন ভালো কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভালো নিয়্যত যতো বেশি হবে সাওয়াবের পরিমাণও ততো বেশি হবে।

(১) প্রত্যেকবার হামদ ও (২) সালাত ও (৩) তাআ'উয এবং (৪) তাসমিয়া দ্বারা আরম্ভ করবো (এই পৃষ্ঠার উপরে দেওয়া আরবী এবারতটি পড়ে নিলে এই চারটি নিয়্যতের উপর আমল হয়ে যাবে) (৫) আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য এই কিতাবটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অধ্যয়ন করবো (৬) যথাসম্ভব অযু সহকারে ও (৭) কিবলামুখী হয়ে অধ্যয়ন করবো (৮) কুরআনী আয়াত এবং (৯) হাদিসে মুবারকার যিয়ারত করবো (১০) যেখানে যেখানে “আল্লাহ” পাকের নাম আসবে সেখানে عَزَّوَجَلَّ আর (১১) যেখানে যেখানে “নবীয়ে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم” এর নাম মুবারক আসবে সেখানে “صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم” পড়বো (১২) (নিজের ব্যক্তিগত ডায়েরীতে) জরুরী বিষয় সম্বলিত পৃষ্ঠার নম্বর অবশ্যই লিখে নিবো (১৩) (নিজের ব্যক্তিগত খাতায়) প্রয়োজন সাপেক্ষে বিশেষ বিশেষ

www.dawateislami.net

স্থানে আন্ডারলাইন করবো (১৪) কিতাব পরিপূর্ণ পড়ার জন্য ইলমে দ্বীন অর্জনের নিয়্যতে কমপক্ষে চার পৃষ্ঠা পাঠ করে সাওয়াবের অংশীদার হবো (১৫) অপরকে এই কিতাবটি পড়ার জন্য উৎসাহ দিবো (১৬) এই হাদিসে পাক "تهادوا و تهابّوا" একে অপরকে উপহার দাও পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে। (মুয়াত্তা ইমাম মালেক, ২/৪০৭, হাদিস: ১৭৩১) এটার উপর আমল করার নিয়্যতে (একটি অথবা সামর্থ্য অনুযায়ী যতটি সম্ভব হয় এই কিতাবটি কিনে অপরজনকে উপহার দেব) (১৭) এই কিতাব পাঠ করার সাওয়াব সমস্ত উম্মতের জন্য ইছালে সাওয়াব করবো (১৮) লেখনী ইত্যাদির মধ্যে শরয়ী কোন ভুল-ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে প্রকাশকদের লিখিত আকারে জানাবো (প্রকাশক ও লেখক প্রমুখকে কিতাবের ভুলভ্রান্তির ব্যাপারে শুধুমাত্র মুখে বলাটা উপকারী হয় না)।

ভালো ভালো নিয়্যতের ব্যাপারে দিক-নির্দেশনার জন্য আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর সুন্নাতে ভরা বয়ান "নিয়্যতের ফল" এবং নিয়্যত সম্পর্কে তাঁর লিখিত পুস্তিকা "সাওয়াব বৃদ্ধি করার উপায়" মাকতাবাতুল মদীনার যেকোন শাখা থেকে হাদিয়ার বিনিময়ে সংগ্রহ করুন।

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

আল মদীনাতুল ইলমিয়া

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী, যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর অভিমত

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى اِحْسَانِهٖ وَ بِفَضْلِ رَسُوْلِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী দ্বীনি সংগঠন "দাওয়াতে ইসলামী" নেকীর দাওয়াত, সুন্নাত প্রচার ও প্রসারে ইলমে শরীয়তকে পুরো বিশ্বে পৌঁছিয়ে দেওয়ার দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ, এসব কাজ সুচারুপে পরিচালনার জন্য অসংখ্য বিভাগ গঠন করা হয়েছে যার মধ্যে একটি বিভাগ হলো "আল মদীনাতুল ইলমিয়া" যেটা দাওয়াতে ইসলামীর ওলামা ও মুফতিয়ানে কেরাম كَثَّرَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام দ্বারা গঠিত, যেটা একনিষ্ঠভাবে জ্ঞান, গবেষণা ও প্রচারমূলক কাজ হাতে নিয়েছে। এটার ছয়টি বিভাগ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

(১) আলা হযরত رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه এর কিতাবাদি সংগ্রহ বিভাগ।
(২) পাঠ্যপুস্তক বিভাগ।
(৩) কিতাব সংশোধনী বিভাগ।
(৪) কিতাব অনুবাদ বিভাগ।
(৫) কিতাব নিরীক্ষণ বিভাগ।
(৬) কিতাব সংকলন বিভাগ।

www.dawateislami.net

"আল মদীনাতুল ইলমিয়ার" প্রধান কাজ হলো আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত, আযীমুল বারাকাত, আযীমুল মারতাবাত, পারওয়ানায়ে শময়ে রিসালাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, হামিয়ে সুন্নাত, মাহিয়ে বিদআত, আলিমে শরীয়ত, পীরে তরিকত, বায়িছে খাইর ও বরকত, হযরত আল্লামা মাওলানা আলহাজ্ব আল হাফিয আল ক্বারী ইমাম আহমদ রযা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মূল্যবান লেখনীগুলো বর্তমান যুগের চাহিদা অনুযায়ী সহজ সাবলীলভাবে উপস্থাপন করা। সকল ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোন এই জ্ঞান, গবেষণা ও প্রচারমূলক মাদানী কাজের মধ্যে যথাসম্ভব সহযোগিতা করুন এবং মজলিসের পক্ষ থেকে প্রকাশিত কিতাবাদি স্বয়ং নিজেরাও অধ্যয়ন করুন এবং অন্যকেও এটার প্রতি উৎসাহ প্রদান করুন।

আল্লাহ পাক "দাওয়াতে ইসলামীর" সকল বিভাগ বিশেষ করে "আল মদীনাতুল ইলমিয়া" কে উত্তরোত্তর উন্নতি দান করুক এবং বেশি বেশি বরকত দান করুক। আর আমাদের প্রতিটি ভালো আমলকে একনিষ্ঠতা দ্বারা সজ্জিত করে উভয় জাহানের কল্যাণের মাধ্যম করে দিক। আমাদেরকে সবুজ গম্বুজের নিচে শাহাদাত, জান্নাতুল বাকীতে দাফন এবং জান্নাতুল ফেরদৌসে জায়গা নসিব করুক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

রমযানুল মুবারক ১৪২৫ হিঃ

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

ভূমিকা

এই পৃথিবীর বুকে বিভিন্ন মতাদর্শ ও ধর্মের অনুসারী রয়েছে যারা নিজেদের মতাদর্শ ও বিশ্বাস অনুসারে জীবন অতিবাহিত করে থাকে তবে খালিকে কায়িনাত আল্লাহ পাকের দরবারে কবুলকৃত ধর্ম হলো "ইসলাম" যেমন কুরআনে পাকে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ
(পারা: ৩, সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৯)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট ইসলামই (একমাত্র) ধর্ম।

অপর জায়গায় রয়েছে:

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ
(পারা: ৩, সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৮৫)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং যে ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম চাইবে তা তার পক্ষ থেকে কখনো গ্রহণ করা হবে না এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অর্ন্তভুক্ত।

পূর্ববর্তী সকল নবীগণ عَلَيْهِمُ السَّلَام ও এই দ্বীনের উপর ছিলেন যেমন প্রখ্যাত মুফাসসিরে কুরআন, সদরুল আফাযিল মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه কুরআনে পাকের আয়াত:

وَاشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ
(পারা: ৩, সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৫২)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা মুসলমান।

www.dawateislami.net

প্রসঙ্গে বলেন: আর এটাও প্রতীয়মান হয় যে, পূর্বেকার আম্বিয়াদেরও (عَلَيْهِمُ السَّلَام) ধর্ম ছিলো ইসলাম এবং তাঁরা ইহুদী-খ্রিষ্টান ছিলেন না।

এসব উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন আম্বিয়াগণ عَلَيْهِمُ السَّلَام মানুষকে এক আল্লাহর উপর ঈমান আনয়ন করার ও তাঁরই ইবাদত করার দাওয়াত দিয়েছেন। সবার শেষে আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় মাহবুব হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে প্রেরণ করলেন এবং তাঁর উপর পবিত্র কুরআনে করীম অবতীর্ণ করলেন আর তাঁকে উত্তম চরিত্রের উজ্জল দৃষ্টান্ত বানালেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত কুরআনে পাক ও তাঁর সুন্নাতই হলো দ্বীনের স্তম্ভ।

ইসলাম হলো একটি স্বভাবজাত ও সার্বজনীন ধর্ম এবং মানবজাতির জন্য পরিপূর্ণ পথপ্রদর্শক। আর এটার শিক্ষা ও বিধান খালিকে কায়িনাত আল্লাহ পাকের নাযিলকৃত সুতরাং এর উপর আমল করে উভয় জগতে সফলতা অর্জন করা সম্ভব। প্রত্যেকের উচিত ইসলামের শিক্ষা অর্জন করা এবং নিজেদের আকীদা, ইবাদত, কার্যাদি ও চরিত্র ইত্যাদির ক্ষেত্রে যদি কোন ঘাটতি পাওয়া যায় তবে ইসলামের আলো দ্বারা সেই ঘাটতি দূরীভূত করা এবং পরিপূর্ণভাবে ইসলাম মতে জীবন অতিবাহিত করার প্রচেষ্টায় থাকা।

এই কিতাবে ইসলামী আকীদা সমূহ খুব সহজে বর্ণনা করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং সংক্ষিপ্ত আকারে ইসলামের আরকানের উপরও দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। শেষের অধ্যায়সমূহে ইসলামের আহকাম ও শিক্ষার ব্যাপারে বিভিন্ন প্রশ্ন আরোপ করে সেগুলোর সাধারণ সহজলভ্য উত্তর দেওয়া হয়েছে। আর এক্ষেত্রে কুরআনী আয়াত ও হাদিসে নববীও উল্লেখ করা হয়েছে, প্রত্যেকের জন্য এটা অধ্যয়ন করা উপকারী। এর পূর্বে এই কিতাবটি মাকতাবাতুল মদীনা থেকে ইংরেজীতে Welcome to Islam নামে প্রকাশিত হয়ে গেছে এরপর উর্দু আর এখন উর্দু থেকে বাংলা, শায়খে

www.dawateislami.net

তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর প্রদত্ত "ইসলামের মৌলিক আকীদা" নামে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه "আল মদীনাতুল ইলমিয়া" মজলিস এই কিতাবটি নিম্নে উল্লেখিত বৈশিষ্ট দ্বারা সজ্জিত করে সর্বোত্তমভাবে উপস্থাপন করার সৌভাগ্য অর্জন করছে:

❁ "আল মদীনাতুল ইলমিয়া" এর ধরন অনুযায়ী এই কিতাবটিও সংকলনের অলংকার দ্বারা সজ্জিত করার নিমিত্তে হাদিসে মুবারকা ও রেওয়ায়েত দ্বারা সাজানো হয়েছে।

❁ যেই কিতাবাদি থেকে সংকলন করা হয়েছে শেষে সেগুলোর সূচি "তথ্যসূত্র" নামে সাজানো হয়েছে এবং সেই সূচিপত্রে লেখক ও সংকলকের নামের সাথে তাদের ইন্তেকালের তারিখ, প্রকাশকাল ও সালও উল্লেখ করা হয়েছে।

❁ জায়গায় জায়গায় কঠিন শব্দাবলির উপর এরাবও লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে।

❁ আয়াতের মধ্যে কুরআনী রসমুল খত (উসমানি লেখা) অব্যাহত রাখার জন্য একটি বিশেষ সফটওয়ার থেকে (Corel Draw এর মাধ্যমে) পেস্ট করা হয়েছে।

❁ কুরআন পাকের আয়াতের অনুবাদ কানযুল ঈমান থেকে নেওয়া হয়েছে।

❁ আয়াত ও অনুবাদের যাচাই "কানযুল ঈমান" (মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত) থেকে দুইবার করা হয়েছে।

www.dawateislami.net

❁ বিরাম চিহ্ন (Punctuation Marks) অর্থাৎ কমা, ফোল স্টপ, কলন, ইনভারটেট কমাস (Inverted Commas) ইত্যাদি প্রয়োজন সাপেক্ষে ব্যবহার করা হয়েছে।

❁ কিতাবের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার জন্য হেডিং (Headings), কুরআনী আয়াত, কিছু কিছু ইবারত, নাম্বারিং ও বর্ডার ইত্যাদি ডিজাইনিং সফটওয়ার Corel Draw এর মাধ্যমে করা হয়েছে।

❁ দুইবার পুরো কিতাবের প্রুফ রেডিং করা হয়েছে।

এই কাজের মধ্যে যেসব গুণাবলি দৃষ্টিগোচর হবে তা অবশ্যই আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ এবং তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কৃপা আর ওলামায়ে কেরাম كَثَّرَهُمُ اللهُ السَّلَام বিশেষ করে শায়খে ত্বরিকত আমীরে আহলে সুন্নাত দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর ফয়যানের সদকা। আর সতর্কতার পরও যেসব ভুলভ্রান্তি রয়ে গেছে সেগুলো আমাদের অজান্তে অবহেলা বলে মনে করবেন। সম্মানিত পাঠকবৃন্দ বিশেষ করে ওলামায়ে কেরামের كَثَّرَهُمُ اللهُ السَّلَام নিকট আমাদের আকুল আবেদন হলো যদি আপনাদের কাছে কোন ভুলত্রুটি ধরা পড়ে এবং নিজের মূল্যবান পরামর্শ দিতে চান তবে আমাদেরকে লিখিত আকারে জানিয়ে দিবেন। আল্লাহ পাক আমাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করার তাওফিক দান করুক এবং দাওয়াতে ইসলামীর "আল মদীনাতুল ইলমিয়া" বিভাগসহ অন্যান্য বিভাগকেও উত্তরোত্তর উন্নতি দান করুক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

কিতাব সংশোধন বিভাগ

আল মদীনাতুল ইলমিয়া

www.dawateislami.net

আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান

মুসলমান হওয়ার জন্য এটা খুবই আবশ্যক যে, মানুষ আল্লাহ পাকের একত্ববাদকে মেনে নিবে এবং হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নবুয়ত ও রিসালাত মান্য করবে।

আল্লাহ পাক এক, তাঁর পালনকর্তা হওয়ার ক্ষেত্রে, তাঁর পরিচালনায়, তাঁর বিধিবিধানে এবং তাঁর নামের মধ্যেও কোন অংশীদার নেই।

আল্লাহ পাক হলেন "ওয়াজিবুল ওজুদ" যার অর্থ হলো তাঁর অস্তিত্ব অপরিহার্য এবং না থাকাটা অসম্ভব, তিনি সর্বদা আছেন এবং থাকবেন, শুধুমাত্র আল্লাহ পাকই সীমাহীন প্রশংসা, ভালোবাসা ও ইবাদতের উপযুক্ত।

আল্লাহ পাক কারো মুখাপেক্ষী নন বরং প্রত্যেক কিছু তার প্রতি মুখাপেক্ষী।

আল্লাহ পাকের সত্তা বিবেকের মাধ্যমে বিবেচনা করা যায় না, তিনি আমাদের চিন্তাধারা ও বোধগম্যের বাইরে, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞা এসবের মাধ্যমে আল্লাহ পাকের মহান সত্তার ব্যাপারে জানা সম্ভব নয়, তিনি খেয়ালের চেয়েও ঊর্ধ্বে, তিনি কোন সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

কিছু জিনিসকে মস্তিষ্কে তখনই আনা যায় যখন সেটার কোন নির্ধারিত আকৃতি ও আকার থাকে আর আল্লাহ পাক আকার আকৃতি থেকে পবিত্র, অসীম এবং প্রত্যেক সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত, সুতরাং মাথায় তাঁর কোনো আকার-আকৃতি বসানো সম্ভব নয়, অবশ্য আল্লাহ পাকের মাখলুক তথা সৃষ্টি নিয়ে গবেষণা ও বিশ্লেষণ করার দ্বারা ও এটার পাশাপাশি আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে দেওয়া বিবেকের নেয়ামতকে ব্যবহার করার দ্বারা আল্লাহ পাকের অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া সম্ভব।

www.dawateislami.net

আল্লাহ পাক না কারো পিতা আর না কারো সন্তান এবং না তাঁর কোনো স্ত্রী আছে, যে ব্যক্তি এটা বলে যে, আল্লাহ পাক কারো পিতা বা সন্তান সে ইসলামের গন্ডি থেকে খারিজ তথা বের হয়ে যাবে।

আল্লাহ পাক সকল গুণাবলির অধিকারী। প্রত্যেক দোষ-ত্রুটি, অন্যায়, দুশ্চরিত্র ও অশ্লিলতামূলক কার্যাদি থেকে পবিত্র, কোন অপারগতা, উদাসিনতা অথবা দূর্বলতা তাঁর সত্তার মধ্যে পাওয়া যাওয়াটা কোনভাবেই সম্ভব নয়।

মিথ্যা বলা, ধোঁকা দেওয়া, দুর্ব্যবহার, অসৎ আচরণ, মূর্খতা, নির্মমতা ইত্যাদির মতো অন্যান্য নিন্দনীয় বিষয়াদি আল্লাহ পাকের জন্য সম্ভব নয়।

আল্লাহ পাক সময়, স্থান ও দিকের সীমাবদ্ধতা থেকে, আকার-আকৃতি এবং প্রত্যেক ওই জিনিস যা সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্যতা রাখে তা থেকে পবিত্র।

আল্লাহ পাককে দুনিয়াতে দেখা আমাদের আক্বা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্য নির্দিষ্ট।[১]

হুজুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মেরাজ রজনীতে আল্লাহ পাককে জাগ্রত অবস্থায় কপালের চক্ষু দিয়ে দীদার করেছেন।[২]

অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام মুরাকাবা অথবা স্বপ্নযোগে দীদার করেছেন।[৩]

রেওয়ায়েতের মধ্যে রয়েছে হযরত ইমাম আবু হানিফা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ স্বপ্নে ১০০ বারের চেয়েও বেশি আল্লাহ পাকের দীদার করেছেন।[৪]

---

১. (বাহারে শরীয়ত, অংশ ১, ১/২০)
২. (বাহারে শরীয়ত, অংশ ১, ১/৬৮)
৩. (বাহারে শরীয়ত, অংশ ১, ১/২১)
৪. (মানহুর রউযিল আযহার, ১২৪ পৃ:, ও বাহারে শরীয়ত, অংশ: ১, ১/২১)

www.dawateislami.net

এর দ্বারা বোঝা গেলো আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيۡهِمُ السَّلَام ছাড়াও কিছু কিছু আউলিয়া কেরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এরও স্বপ্নে আল্লাহ পাকের দীদার হয়ে থাকে।

আল্লাহ পাক مالك الملك অর্থাৎ সবচেয়ে বড় বাদশাহ, তিনি যা চান, যখন চান, যেমনটি চান নিজের মর্জিতে করে থাকেন তাঁর উপর কারো কোন দায়বদ্ধতা নেই আর কেউ তার ইচ্ছা দ্বারা তাঁকে প্রত্যাবর্তন করাতে পারে না। আল্লাহ পাকের না তন্দ্রা আসে আর না নিদ্রা, তিনি সমস্ত জাহানকে সর্বদা দেখতে পান। আল্লাহ পাক না কখনো ক্লান্ত হন আর না কখনো উদাস, আল্লাহ পাক ব্যতীত এই বিশ্বজগতের রক্ষক আর কেউ নেই, তিনি সবচেয়ে বড় সাহায্যকারী, ধৈর্যধারণকারী, লালনকারী এবং মা-বাবার চেয়েও বেশি অনুগ্রহকারী, তাঁর অনুগ্রহ ভারাক্রান্ত হৃদয়ের প্রশান্তি, সমস্ত শান ও মাহাত্ম্য শুধুমাত্র তাঁরই জন্য।[১]

নবুয়তের প্রতি ঈমান

মুসলমানদের জন্য আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيۡهِمُ السَّلَام এর গুণাবলিকে মান্য করা তেমনই আবশ্যক যেমনটি আল্লাহ পাকের গুণাবলি বিশ্বাস করা আবশ্যক, নবুয়তের ব্যাপারে এতটুকু আরও সঠিক জ্ঞান প্রয়োজন যেটার দ্বারা আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيۡهِمُ السَّلَام এর দিকে ভুল বিষয়াদির ইঙ্গিত করা, ভ্রান্ত আকীদা অবলম্বন করা ও তাঁদের মর্যাদা ও শানের পরিপন্থী কিছু বলা বা শোনা থেকে বেঁচে থাকা যায়।

১. (বাহারে শরীয়ত, অংশ: ১, ১/২২)

www.dawateislami.net

সকল আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام মানুষ ছিলেন

নবী এমন এক মানুষ যার উপর মানবজাতির হেদায়তের জন্য আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে ওহী অবতীর্ণ হয়েছে, এমন মানুষকে আল্লাহ পাকের রাসূলও বলা হয়ে থাকে।

যতজন নবীই তাশরিফ এনেছেন সকলেই মানুষ আর পুরুষ ছিলেন, কোনো মহিলাকে কখনো নবীর মর্যাদা দান করা হয়নি, আল্লাহ পাকের জন্য এটা আবশ্যক ছিলো না যে, তিনি আম্বিয়া কেরামদের عَلَيْهِمُ السَّلَام প্রেরণ করবেন। অতএব এটি তাঁর মহান অনুগ্রহ আর তাঁর দয়া যে, তিনি মানুষের হেদায়তের জন্য নবীদের প্রেরণ করেছেন, নবী শুধুমাত্র তিনিই হয়ে থাকেন যার উপর ওহী অবতীর্ণ করা হয়, সেই ওহী কোনো ফেরেশতার মাধ্যমে আসুক বা অন্য কোনো মাধ্যমে।[১]

আল্লাহ পাকের কতিপয় সম্মানিত নবীর নাম

আল্লাহ পাক মানবজাতির হেদায়তের জন্য যুগে যুগে আদম عَلَيْهِ السَّلَام থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পর্যন্ত অনেক নবী-রাসূল عَلَيْهِمُ السَّلَام পাঠিয়েছেন, অনেকের নাম পবিত্র কুরআনে পাকে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন আর অনেকের নাম উল্লেখ করা হয়নি, ওই সব নবী যাদের আলোচনা কুরআনে পাকে রয়েছে তাঁদের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

(১) হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام (পারা: ১, সূরা বাকারা, আয়াত: ৩১)

(২) হযরত ইদ্রিস عَلَيْهِ السَّلَام (পারা: ১৬, সূরা মরিয়ম, আয়াত: ৫৬)

---

১. (বাহারে শরীয়ত, অংশ: ১, ১/৬৮)

www.dawateislami.net

(৩) হযরত নূহ عَلَيْهِ السَّلَام (পারা: ১৯, সূরা শুয়ারা, আয়াত: ১০৬)

(৪) হযরত হুদ عَلَيْهِ السَّلَام (পারা: ১৯, সূরা শুয়ারা, আয়াত: ১২৪)

(৫) হযরত সালেহ عَلَيْهِ السَّلَام (পারা: ১৯, সূরা শুয়ারা, আয়াত: ১৪২)

(৬) হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام (পারা: ৬, সূরা নিসা, আয়াত: ১৬৩)

(৭) হযরত ঈসমাইল عَلَيْهِ السَّلَام (পারা: ৬, সূরা নিসা, আয়াত: ১৬৩)

(৮) হযরত ইসহাক عَلَيْهِ السَّلَام (পারা: ৬, সূরা নিসা, আয়াত: ১৬৩)

(৯) হযরত লূত عَلَيْهِ السَّلَام (পারা: ১৯, সূরা শুয়ারা, আয়াত: ১৬১)

(১০) হযরত ইয়াকুব عَلَيْهِ السَّلَام (পারা: ৬, সূরা নিসা, আয়াত: ১৬৩)

(১১) হযরত ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام (পারা: ১২, সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৪)

(১২) হযরত শুয়াইব عَلَيْهِ السَّلَام (পারা: ১৯, সূরা শুয়ারা, আয়াত: ১৭৭)

(১৩) হযরত আইয়ুব عَلَيْهِ السَّلَام (পারা: ৬, সূরা নিসা, আয়াত: ১৬৩)

(১৪) হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام (পারা: ৯, সূরা আ'রাফ, আয়াত: ১০৪)

(১৫) হযরত হারূন عَلَيْهِ السَّلَام (পারা: ৬, সূরা নিসা, আয়াত: ১৬৩)

(১৬) হযরত যুল কিফল عَلَيْهِ السَّلَام (পারা: ১৭, সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ৮৫)

(১৭) হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام (পারা: ৬, সূরা নিসা, আয়াত: ১৬৩)

(১৮) হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام (পারা: ৬, সূরা নিসা, আয়াত: ১৬৩)

(১৯) হযরত যাকারিয়া عَلَيْهِ السَّلَام (পারা: ১৬, সূরা মরিয়ম, আয়াত: ৭)

(২০) হযরত ইয়াহইয়া عَلَيْهِ السَّلَام (পারা: ১৬, সূরা মরিয়ম, আয়াত: ৭)

(২১) হযরত ইউনুস عَلَيْهِ السَّلَام (পারা: ৬, সূরা নিসা, আয়াত: ১৬৩)

(২২) হযরত ইলইয়াস عَلَيْهِ السَّلَام (পারা: ২৩, সূরা আস্‌সফ্‌ফাত, আয়াত: ১২৩)

(২৩) হযরত আলইয়াসা' عَلَيْهِ السَّلَام (পারা: ৭, সূরা আনআম, আয়াত: ৮৬)

(২৪) হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام (পারা: ৬, সূরা নিসা, আয়াত: ১৬৩)

(২৫) হযরত ওযাইর عَلَيْهِ السَّلَام (পারা: ১০, সূরা তাওবা, আয়াত: ৩০) এবং

www.dawateislami.net

(২৬) সমস্ত নবীদের সর্দার হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم।[১]

নবীদের সংখ্যা

আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এর সংখ্যা নিশ্চিতভাবে নির্ধারণ করা ঠিক নয় কেননা আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এর সংখ্যার ব্যাপারে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে সুতরাং নিরাপদ পদ্ধতি হলো এটা যে, মানুষ এইভাবে বলবে, আল্লাহ পাক কম-বেশি এক লক্ষ চব্বিশ হাজার আম্বিয়া عَلَيْهِمُ السَّلَام মানুষের হেদায়তের জন্য প্রেরণ করেছেন।

ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান

ফেরেশতারা পুরুষও নন মহিলাও নন, তারা না আহার করেন আর না পান করেন, তারা নূরের তৈরী এবং তাদেরকে এই ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যে তাঁরা যেকোন আকৃতি ধারণ করতে পারেন তবে তাঁরা আল্লাহ পাকের ইচ্ছা ও হুকুমের পরিপন্থী কিছুই করেন না, প্রত্যেক ফেরেশতার দায়িত্বে কোন না কোন কাজ রয়েছে, কিছু কিছু ফেরেশতা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে নবীদের নিকট ওহী নিয়ে আসেন, অনেকের দায়িত্ব হলো বৃষ্টি বর্ষণ করা, আর কিছু ফেরেশতার দায়িত্ব হলো সৃষ্টির কাছে রিযিক পৌঁছিয়ে দেওয়া, কিছু ফেরেশতা মায়ের পেটের মধ্যে বাচ্চার আকৃতি বানিয়ে থাকেন আর কিছু ফেরেশতা মানুষের শরীরে আসা পরিবর্তন সমূহের দেখাশোনা করেন, কিছু কিছু ফেরেশতার দায়িত্ব হলো যাদের প্রাণ আছে এমন বস্তুকে তাদের শত্রুদের হাত থেকে ও কঠিন বিপদ থেকে হেফাযত করা। আর কিছু ফেরেশতারা ঘুরে ঘুরে এমন মাহফিলে অংশগ্রহণ করেন

১. (পারা: ২২, সূরা আহযাব, আয়াত: ৪০। বাহারে শরীয়ত, অংশ: ১, ১/৪৮)

www.dawateislami.net

যার মধ্যে আল্লাহ পাকের যিকির ও নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিকির হয়ে থাকে, কিছু ফেরেশতা রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে দরুদ ও সালাম পাঠকারীর দরুদ ও সালাম পেশ করে থাকেন আর কিছু ফেরেশতা রয়েছেন যারা কিয়ামতের দিনের পূর্বে শিঙ্গায় ফুঁক দিবেন।(১)

হযরত সায়্যিদুনা জিবরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام সমস্ত ফেরেশতাদের সর্দার, তার উপাধি হলো রুহুল আমিন, তিনি নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে চব্বিশ হাজারবার হাযিরি দিয়েছেন।(২)

এইভাবে হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর নিকট ১২ বার, ইদ্রিস عَلَيْهِ السَّلَام এর নিকট চারবার, নূহ عَلَيْهِ السَّلَام এর নিকট পঞ্চাশবার, ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام এর নিকট বিয়াল্লিশবার, আইয়ুব عَلَيْهِ السَّلَام এর নিকট তিনবার, ইয়াকুব عَلَيْهِ السَّلَام এর নিকট পাঁচবার, মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর নিকট চারশতবার এবং ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর নিকট দশবার হাযির হয়েছেন।(৩)

অন্যান্য সম্মানিত ফেরেশতাদের মধ্য হতে সায়্যিদুনা মিকাঈল, সায়্যিদুনা ইসরাফিল ও সায়্যিদুনা আজরাঈল عَلَيْهِمُ السَّلَام রয়েছেন, সায়্যিদুনা আজরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام মৃত্যুর ফেরেশতা এরপর আরও কিছু ফেরেশতা রয়েছে যারা আরশ ও কুরসী বহন করছেন, ফেরেশতাদের নিজেদের কোন ফয়সালা অথবা নিজেদের বিবেকের মাধ্যমে কোন ফয়সালা থাকে না, তাদেরকে সৃষ্টিই করা হয়েছে শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের হুকুম পালন করার জন্য। তারা কেন, কিভাবে, কী, এ জাতীয় প্রশ্ন আল্লাহ পাকের অনুমতি ব্যতীত করেন না তারা সম্পূর্ণ আল্লাহ পাকের আনুগত্যের মধ্যে নিয়োজিত থাকেন।

---

১. (বাহারে শরীয়ত, অংশ: ১, ১/৯০)
২. (তাফসীরে রুহুল বয়ান, পারা: ১৯, সূরা শুয়ারা, আয়াতের পাদটিকা: ১৯৩, ৬/৩০৬)
৩. (তাফসীরে সিরাজুল মুনীর, ১/১২০ (লাইসা ফিহি যিকরে আইয়ুব ওয়া ইয়াকুব عَلَيْهِ السَّلَام)

www.dawateislami.net

দুইজন ফেরেশতা সর্বক্ষণ মানুষের সাথে তার উভয় কাঁধে থাকেন, তাদেরকে কিরামান কাতেবিন বলা হয়, তারা ভালো-মন্দ আমলগুলো লিপিবদ্ধ করেন, অন্য দুইজন প্রসিদ্ধ ফেরেশতা মুনকার ও নাকির, মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর এই ফেরেশতারা মৃত ব্যক্তিকে ঈমানের ব্যাপারে প্রশ্ন করেন:

প্রশ্ন ১: তোমার রব কে?

প্রশ্ন ২: তোমার দ্বীন কী?

প্রশ্ন ৩: এই ব্যক্তির ব্যাপারে তুমি কী বলতে?

(হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দিকে ইশারা করে)।

জ্বীন

আরেকটি শক্তিশালী মাখলুক, যেটাকে জ্বীন বলা হয় এরা আগুণের তৈরি, কিছু এমন রয়েছে তারা যেকোন আকৃতি ধারণ করতে পারে, তাদের হায়াত অনেক দীর্ঘ হয়ে থাকে। আর তাদের কিছু জিনিস মানুষের ন্যায় হয়ে থাকে যেমন বিবেক ও রুহ, তারা আহার করে, পান করে, বিবাহ করে এবং তাদের সন্তানও হয়ে থাকে, মানুষের মতো ইন্তেকালও করে, তাদের মধ্যে মুসলমানও রয়েছে, সহীহুল আকীদাও রয়েছে আবার বদ মাযহাবও রয়েছে, সকল জ্বীনকে খারাপ মনে করাটা কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে।[১]

১. (বাহারে শরীয়ত, ১/৯৬)

www.dawateislami.net

আল্লাহ পাকের কিতাবের উপর ঈমান

সকল আসমানী কিতাব সত্য আর যেই সকল বিধি বিধান আল্লাহ পাক তাতে দিয়েছেন সেগুলোর উপর ঈমান আনয়ন করা আবশ্যক। অবশ্য কুরআনে পাক ব্যতীত অন্যান্য কিতাবের মধ্যে পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের কারণে সেগুলোর বর্তমান এবারতের উপর প্রশ্ন উঠেছে।

ওই পবিত্র কিতাব সমূহের হেফাযতের দায়িত্ব সেসব কিতাবাদি মান্যকারীদের দেওয়া হয়েছিলো, ওই সব লোকেরা এই কিতাবগুলোকে তাদের বক্ষে ও আলমারীতে সুরক্ষিত রাখার পরিবর্তে তার মধ্যে পরিবর্তন করা শুরু করে দিলো, ফলশ্রুতিতে এটা হলো যে, সেসব কিতাবের উপর থেকে নির্ভরতা উঠে গেলো কারণ সেগুলো এমন রইলো না যেমনটি নাযিল হয়েছিলো।

লোকেরা নিজেদের সুবিধার জন্য এসব কিতাবাদির মধ্যে শব্দ, অক্ষর ও অর্থের মধ্যে পরিবর্তন করে দিয়েছে আর নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী কিতাবের মধ্যে কম বেশি করে দিয়েছে, আসমানী কিতাবের মধ্যে এইভাবে পরিবর্তন করাকে তাহরিফ(পরিবর্তন) বলে, এজন্য উপযোগী হলো যখন আমাদের সামনে এমন কোন জিনিস আসে যেটার আলোচনা পূর্ববর্তী কিতাবের মধ্যে রয়েছে আমরা শুধুমাত্র সেটাকে এই অবস্থায় গ্রহণ করবো যে, সেটা কুরআনে পাকের সাথে সাদৃশ্যতা রাখে কিনা, যদি সেই বিষয়টি কুরআনে পাকের বিধানের পরিপন্থী হয় তবে সেটাকে তাহরিফের প্রতিফল মনে করবো।

সুতরাং যদি পূর্ববর্তী কিতাবের ব্যাপারে কোন বিষয় আমাদের সামনে আসে তাহলে সেই বিষয়টি কুরআনে পাকের সাথে সাদৃশ্যতা রাখে

www.dawateislami.net

কি রাখে না সেটা যাচাই করা ব্যতীত আমরা না তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করে নিবো আর না অস্বীকার করবো, এই বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করাটা খুবই আবশ্যক।

কুরআনে মাজীদ আল্লাহ পাকের আখেরী কালাম

আল্লাহ পাক অনেক পবিত্র কিতাবাদি ও সহিফা তাঁর আম্বিয়া عَلَيْهِمُ السَّلَام এর মাধ্যমে মানুষদের দান করেছেন, এর মধ্য হতে চারটি কিতাব খুব প্রসিদ্ধ:

(১) তাওরাত: হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে।

(২) যাবুর: হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে।

(৩) ইঞ্জিল: হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام উপর অবতীর্ণ হয়েছে।

(৪) কুরআনে মাজীদ: খাতামুল আম্বিয়া ওয়ার রাসূল হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে।

আল্লাহ পাকের কালাম হওয়ার দিক দিয়ে এসব কিতাবের মর্যাদার ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য নেই, কালামে ইলাহী হওয়ার দিক দিয়ে সমস্ত কিতাবাদি সমান। অবশ্য কুরআনে মুকাদ্দাস সাওয়াব অর্জনের দিক দিয়ে সমস্ত কিতাবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।[১]

মৃত্যু ও কবর

যখন রুহ দেহ থেকে বের হয়ে যায় তখন সেই অবস্থাকে মৃত্যু বলা হয়, প্রত্যেককে মৃত্যুবরণ করতে হবে, মৃত্যুর হাত থেকে কাউকে কোন জিনিস বাঁচাতে পারবে না, প্রত্যেকের জন্য মৃত্যুর সময় নির্ধারিত, কোন

১. (বাহারে শরীয়ত, অংশ: ১, ১/২৯)

www.dawateislami.net

কিছুই সেটাকে বিলম্ব করতে পারবে না, যখন কারো হায়াত শেষ হয়ে যায় তখন আজরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام এসে তার রুহ কবজ করে নেন, যখন মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তি নিজের ডানে বামে দেখে তখন সে চারিদিকে ফেরেশতাদের দেখতে পায়, রহমতের ফেরেশতারা মুসলমানদের নিকট আসে আর আযাবের ফেরেশতারা কাফেরদের কাছে যায়, মুসলমানের রুহকে রহমতের ফেরেশতারা খুব সহজ ও সম্মানের সাথে বের করে পক্ষান্তরে কাফেরের রুহ খুবই কঠোর ও অপদস্ততার সাথে বের করে থাকে।[১]

যখন কেউ কবর যিয়ারতের জন্য যায়, রুহসমূহ সেই ব্যক্তিকে দেখে চিনতে পারে এবং সে যা বলে তাও তারা শুনে এমনকি রুহসমূহ যিয়ারতকারীর পায়ের আওয়াজও শুনে থাকে।[২]

দাফনের পর কী হয়?

যখন মানুষকে দাফন করে দেওয়া হয় তখন কবর সংকীর্ণ হয়ে মৃত ব্যক্তিকে চাপ দিতে থাকে, মুসলমানকে এমন চেপে থাকে যেমনটি মা তাঁর বাচ্চাকে গলায় লাগিয়ে জোরে চেপে ধরে। (শরহুস সুদূর, ৩৪৫ পৃ:) আর কাফেরকে এমনভাবে চাপ দিয়ে থাকে যে, তার হাঁড়সমূহ একটি অপরটির মধ্যে ঢুকে যায়।[৩]

যখন লোকেরা দাফন করে চলে যায় তখন মৃত ব্যক্তি তাদের পায়ের আওয়াজ শুনে।[৪] ওই সময় দুইজন ফেরেশতা যাদের নাম মুনকার

১. (কানযুল উম্মাল, অংশ: ১৫, ৮/২৩৮, হাদিস: ৪২১৬২)
২. (কানযুল উম্মাল, অংশ: ১৫, ৮/২৭২, হাদিস: ৪২৫৪৯)
৩. (মুসনদে ইমাম আহমদ, ৪/২৫৩, হাদিস: ১২২৭৩ ও মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক, ৩/৩৭৬, হাদিস: ৬৭৩১)
৪. (মুসলিম, ১৫৩৫ পৃ:, হাদিস: ২৮৭০)

www.dawateislami.net

ও নাকির, তাদের লম্বা দাঁত দ্বারা যমীন ভেদ করে কবরে প্রবেশ করে, তাদের আকৃতি ভয়ংকর প্রকৃতির হয়, তাদের শরীরের রঙ কালো আর চক্ষু নীল এবং অনেক বড় বড় হয়ে থাকে যেনো তাদের কপাল দিয়ে বাহিরে বের হয়েছে এমন মনে হবে, সেগুলো দিয়ে আগুনের স্ফুলিঙ্গ নির্গত হবে, তাদের চুল খুবই ভয়ংকর আর মাথা থেকে পা পর্যন্ত লম্বা থাকবে, তাদের দাঁতও অনেক লম্বা হবে যা দ্বারা তারা জমিন ফেটে ফেলবে, তারা মৃতকে কঠোরতার সাথে নাড়া দিয়ে উঠাবে আর খুবই কঠোর ও কর্কষ ভাষায় এই তিনটি প্রশ্ন করবে:

(১) مَنْ رَّبُّكَ (তোমার রব কে?)

(২) مَا دِيْنُكَ (তোমার দ্বীন কী?)

(৩) مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِيْ حَقِّ هٰذَا الرَّجُل (তুমি এই ব্যক্তিটির ব্যাপারে কী বলতে?)

যদি মৃত ব্যক্তি মুসলমান হয়ে থাকে তবে নিম্নে উল্লেখিত উত্তর হবে:

(১) رَبِّيَ اللهُ (আল্লাহ আমার রব)

(২) دِيْنِيَ الْإِسْلَام (ইসলাম আমার ধর্ম)

(৩) هُوَ رَسُوْلُ اللهِ (তিনি আল্লাহর রাসূল)

এখন আসমান থেকে আওয়াজ আসবে আমার বান্দা সত্য বলেছে এর জন্য জান্নাতের দস্তরখানা বিছাও, তাকে পরিধানের জন্য জান্নাতী কাপড় দাও এবং জান্নাতের দরজা তার জন্য খুলে দাও। শীতল হাওয়া ও জান্নাতের সুগন্ধিময় পরিবেশ করে দিবে, কবরকে প্রশস্ত করে দেওয়া হবে।[১]

১. (আর রউযুল ফায়িক্ব, ৩৫০ পৃ:)

www.dawateislami.net

ফেরেশতারা বলবে: কনের মতো শুয়ে পড়ো যেমনটি বাসর রাতে সে ঘুমায়।[১]

এসবকিছু নেককার মুসলমানদের জন্য হবে। গুনাহগার মুসলমানকে তার গুনাহের হিসাব অনুযায়ী শাস্তি দেওয়া হবে, এই আযাব নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে, যখন কেউ মৃতের জন্য দোয়া করবে তখন সেই দোয়ার কারণে মৃত ব্যক্তির কাছ থেকে আযাব দূর হয়ে যেতে পারে অথবা আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় তাঁর অনুগ্রহে মৃত ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দিবেন।

যদি মৃত ব্যক্তি মুনাফিক (কাফির) হয় তবে সে এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না আর বলবে: هاه لا ادري অর্থাৎ আফসোস আমি কিছুই জানি না, একজন আহবানকারী আওয়াজ দিবে: এ মিথ্যাবাদী, এর জন্য জাহান্নামের দস্তরখানা বিছিয়ে দাও, একে জাহান্নামের আগুন বিশিষ্ট পোশাক পরিধানের জন্য আরও দুইজন ফেরেশতা, এবং এর জন্য জাহান্নামের দরজা খুলে দাও, দুইজন ফেরেশতা তাকে জাহান্নামের বড় বড় আগুনের হাতুড়ি দিয়ে প্রহার করে শাস্তি দিবে, অনেক সাপ ও বিচ্ছু তাকে দংশন করতে থাকবে, বিভিন্ন ধরনের শাস্তির মধ্যে তাকে নিক্ষেপ করা হবে এই পর্যন্ত যে, কিয়ামতের দিন চলে আসবে।[২]

কিয়ামত

মুসলমানদের জন্য এই বাস্তবতার উপর ঈমান রাখা খুবই আবশ্যক যে, প্রত্যেকের একদিন মৃত্যুর সময় আসবে আর সেটা নির্ধারিত হয়ে গেছে, দুনিয়ার প্রতিটি জিনিস একদিন নিঃশেষ হয়ে যাবে, আল্লাহ পাকের

১. (আর রউযুল ফায়িক্ব, ৩৫০ পৃ:)
২. (মুসনদে ইমামে আহমদ, ৬/৪১৪, হাদিস: ১৮৫৫৯)

www.dawateislami.net

হুকুমে একদিন এই পৃথিবী শেষ হয়ে যাবে, সেটাকেই শেষ দিন বলা হয়, সেটাকেই কিয়ামত বলে থাকে।

রেওয়ায়েতের মধ্যে রয়েছে, হযরত ইসরাফিল عَلَيْهِ السَّلَام আরশের নিচে হাঁটুগেড়ে বসে নিজের হাতে শিঙ্গা নিয়ে এই কথাটির জন্য অপেক্ষায় রয়েছেন যে, কবে আল্লাহ পাকের নির্দেশ আসবে আর তিনি শিঙ্গায় ফুঁক দিবেন, প্রথম ফুঁকে পুরো পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে, জমিন, আসমান, ফেরেশতা, মানুষ সেদিন ধ্বংস হয়ে যাবে শুধুমাত্র আল্লাহ পাকই চিরস্থায়ী থাকবেন।[১] তবে কিয়ামত আসার পূর্বে অনেক এমন আলামত প্রকাশিত হবে যা দ্বারা এটা প্রতীয়মান হবে যে কিয়ামত খুব সন্নিকটে চলে এসেছে, এটার কিছু আলামত উল্লেখ করা হচ্ছে:

ইলম উঠে যাওয়া

ওলামায়ে দ্বীনের ইন্তেকালের কারণে ধীরে ধীরে ইলমে দ্বীন উঠে যাবে, কিছু ওলামা থাকবে কিন্তু তাঁদের হৃদয় ও মানসিকতা সত্যিকার ইলমে দ্বীন থেকে শূন্য থাকবে, তখন মানুষের দ্বীনি ও মাযহাবী চিন্তাধারা থাকবে না।[২]

যৌন বিকৃতি

যৌন বিকৃতি বেড়ে যাবে, ব্যভিচার ও কুকর্ম ছড়িয়ে পড়বে।[৩]

---

১. (দুররে মনসুর, পারা: ৭, সূরা আনয়াম, আয়াতের পাদটিকা: ৭৩, ৩/২৯৭। পারা: ২৪, সূরা যুমার, আয়াতের পাদটিকা: ৬৮)

২. (বুখারী, ১/৫৪, হাদিস: ১০০। ওয়া ফতহুল বারী, ২/১৬২, হাদিসের ব্যাখ্যা: ৮০। উমদাতুল ক্বারী, ২/১১৬, হাদিসের ব্যাখ্যা: ৮০)

৩. (বুখারী, ৩/৪৭২, হাদিস: ৫২৩১। উমদাতুল ক্বারী, ২/১১৫, হাদিসের পাদটিকা: ৮০)

www.dawateislami.net

অশ্লীলতা এতো পরিমাণ বেড়ে যাবে যে, মানুষ পশুদের মতো উন্মুক্তভাবে সহবাস করবে, সম্মান ও ইজ্জত, উত্তম চরিত্র ও আদব যা ছোটদেরকে বড়দের সাথে বন্ধুত্ব দৃঢ় করে এসব জিনিস শেষ হয়ে যাবে।[১]

পুরুষের সংখ্যা কমে যাবে আর মহিলাদের সংখ্যা বেড়ে যাবে এমনকি একজন পুরুষের জন্য পঞ্চাশজন মহিলা হিসাব করা হবে।[২]

ভন্ড নবী

যদিওবা নবুয়ত হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর শেষ হয়েছে তারপরও কিছুলোক নবুয়তের দাবি করবে, কিছু ভন্ড নবী রয়েছে যাদের সম্পর্কে আমরা জানি তাদের নাম নিচে উল্লেখ করা হলো:

(১) মুসায়লামাতুল কাজ্জাব: আরবের রিগেস্তানী এলাকা "নজদ" এর সাথে সম্পর্ক। (২) তুলায়হা বিন খুয়াইলিদ (৩) আসওয়াদ উনসী (৪) মীর্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি।[৩]

এরা সবাই নবুয়তের মিথ্যা দাবি করেছে, আর অন্যান্য যারা এখনো পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি নিশ্চয়ই তারা এক এক করে কিয়ামতের পূর্বে নবুয়তের মিথ্যা দাবি করবে।

সম্পদের আধিক্যতা

ধন ও সম্পদের আধিক্যতা সব জায়গায় দৃষ্টিগোচর হবে।[৪] ধন ও সম্পদের এই আধিক্যতা এবং সেটার ফিতনা এতো পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে যে,

---

১. (মুসলিম, ১৫৭০ পৃ:, হাদিস: ২৯৩৭। শরহুন নবভী আলা মুসলিম, অংশ: ১৮, ৯/৭০। দুররে মনসুর, পারা: ২৯, সূরা কলম, আয়াতের পাদটিকা: ১৩, ৮/২৪৬)
২. (বুখারী, কিতাবুল ইলম, ১/৪৭, হাদিস: ৮১)
৩. (বাহারে শরীয়ত, অংশ: ১, ১/১১৭)
৪. (মুসলিম, ৫০৫ পৃ:, হাদিস: ১৫৭। বুখারী, ২/৪৫৯, হাদিস: ৩৪৪৮)

www.dawateislami.net

আল্লাহর ওলী ও নেককার লোকদের জন্য সেটা সহ্য করা খুব কঠিন হয়ে যাবে।[১] আর তারা কবরস্থানে গিয়ে বসে যাবে এবং প্রত্যাশা করবে যে, আমাদের যদি মৃত্যু হয়ে যেতো।[২]

সময় খুব দ্রুত চলে যাবে

সময় এতো দ্রুত অতিবাহিত হয়ে যাবে যেন বছর এক মাসের মতো মনে হবে এবং মাস সপ্তাহের মতো মনে হবে আর সপ্তাহ দিনের মতো মনে হবে আর দিন এমন মনে হবে যেন কিছু মুহূর্ত অতিবাহিত হয়েছে।[৩] সময়ের বরকত উঠে যাবে, মানুষ দ্বীন ইসলামের ইলম ইসলামের উন্নতির জন্য নয় বরং নিজের দুনিয়াবী প্রয়োজন পূরণ করার জন্য অর্জন করবে।[৪]

পুরুষেরা নারীদের মাহকুম (গোলাম) হয়ে যাবে। সন্তানরা মা-বাবার অবাধ্য হয়ে যাবে। কিছু কিছু সন্তানেরা এই বিষয়টিকে প্রাধান্য দিবে যে, তারা নিজেদের বন্ধুদের কাছে থাকবে আর মা-বাবাকে ছেড়ে দিবে। মানুষেরা মসজিদে দুনিয়াবী কথাবার্তা বলবে। মিউজিক ও নাচ-গান প্রতিটি স্থানে ছড়িয়ে পড়বে। লোকেরা তাদের পূর্বপুরুষদের উপর অভিশাপ দিবে এবং তাদের ব্যাপারে মন্দ কথা বলবে।[৫] বন্য পশুরা মানুষের সাথে কথা বলবে।[৬] মূর্খ ও অজ্ঞ লোক খুবই বড় বড় দালানে থাকবে।[৭]

---

১. (মুসলিম, ৫০৫ পৃ:, হাদিস: ১৫৭)
২. (মুসলিম, ১৫৫৫ পৃ:, হাদিস: ২৯০৭)
৩. (তিরমিযি, ৪/১৪৯, হাদিস: ২৩৩৯)
৪. (তিরমিযি, ৪/৯০, হাদিস: ২২১৮)
৫. (তিরমিযি, ৪/৯০, হাদিস: ২২১৮)
৬. (তিরমিযি, ৪/৭৬, হাদিস: ২১৮৮)
৭. (মুসলিম, ২১ পৃ:, হাদিস: ৮। বাহারে শরীয়ত, অংশ: ১, ১/১১৬-১২০)

www.dawateislami.net

কিয়ামতের কিছু বড় আলামত

ইমাম মাহদী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর আবির্ভাবঃ

যখন ইসলাম প্রতিটি জায়গায় বিমুখ হয়ে হিজাযে মুকাদ্দাস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ হয়ে যাবে তখন হযরত ইমাম মাহদী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর আত্মপ্রকাশ ঘটবে, তখন পৃথিবী কাফেরে পরিপূর্ণ হবে, এমন অপমান ও অপদস্ততামূলক সময়ে আউলিয়ায়ে কেরাম, সালেহীন, আল্লাহ পাকের ভয় ধারণকারী মুসলমান নিজেদের দেশ এবং শহর ছেড়ে মক্কায়ে মুকাররমা ও মদীনায়ে মুনাওয়ারায় আশ্রয় নিবে।

রমযান মাসে হযরত ইমাম মাহদী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ মানুষের সাথে খানায়ে কা'বার তাওয়াফ করবেন, আল্লাহ পাকের আউলিয়াগণ তাঁকে চিনে ফেলবেন আর তাঁর হাতে বায়আত গ্রহণ করার আবেদন করবেন, ইমাম মাহদী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ প্রথমে অস্বীকার করবেন অতঃপর শেষে অদৃশ্য থেকে একটি আওয়াজের কারণে তাদের আবেদন কবুল করে নিবেন, অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসবেঃ "তিনি মাহদী, তিনি আল্লাহ পাকের প্রতিনিধি, তাঁর কথা শোন এবং তাঁর আনুগত্য কর" সমস্ত লোকেরা পুনরায় তাদের ঈমানের কথা প্রকাশ করে ইমাম মাহদী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর হাতে বায়আত গ্রহণ করবে এবং ইমাম মাহদী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সকল লোককে নিয়ে সিরিয়া দেশে চলে যাবেন।[১]

১. (বাহারে শরীয়ত, অংশঃ ১, ১/১২৪)

www.dawateislami.net

দাজ্জালের আবির্ভাব

দাজ্জাল হলো ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর অস্বীকারকারীর নাম, যে মক্কায়ে মুকাররমা ও মদীনায়ে মুনাওয়ারা ব্যতীত প্রতিটি জায়গায় নিজের প্রভাব বিস্তারকারী।[১] চল্লিশ দিনের ভিতর পুরো পৃথিবী প্রদক্ষিণ করবে, এই চল্লিশ দিনের মধ্য হতে একদিন বছরের সমান হবে আর দ্বিতীয়দিন এক মাসের সমান হবে এবং তৃতীয় দিন এক সপ্তাহের সমান হবে আর বাকি দিনগুলো স্বাভাবিক হবে, দাজ্জাল একটা ধ্বংসাত্মক চক্কর লাগিয়ে পুরো দুনিয়া ঘুরে আসবে।[২]

যা কিছু তার রাস্তায় পড়বে তা সে ধ্বংস ও বরবাদ করে দিবে, তার গতি ওই মেঘের ন্যায় হবে যেগুলোকে প্রবল বাতাসে বয়ে নিয়ে যায়, যেই দিকে যাবে প্রতিটি জিনিসকে ধ্বংস ও বরবাদ করে দিয়ে যাবে, সে অনেক আশ্চর্যকর বিষয় দেখাবে, সে তার ইস্তিদরাজ ও জাদু দিয়ে মানুষকে প্রভাবিত করবে যার কারণে কিছুলোক তার পেছনে হাঁটবে, দাজ্জালের নিকট দৃষ্টি কেড়ে নেওয়া দুইটি জিনিস থাকবে যার মাধ্যমে সে লোকদেরকে প্রভাবিত করবে এবং ধোঁকা দিবে, তার কাছে বাগান থাকবে আরেকটি আগুন থাকবে, সে সেটাকে জান্নাত ও জাহান্নাম বলবে আর যেখানে বলবে তারা সেখানে চলে যাবে এবং ওই সব জিনিস সে তার নিজের সাথে নিয়ে যাবে, সত্যিকারার্থে সেটা একটা ধোঁকা ও জাদু, তার যেটা জান্নাত মূলতঃ সেটা জাহান্নাম হবে আর যেটাকে সে জাহান্নাম বলবে সেটা হবে নিরাপদ ও আরামের স্থল। সে লোকদেরকে হুকুম করবে তারা

১. (মুসলিম, ১৫৮৬, হাদিস: ২৯৪২)
২. (মুসলিম, ১৫৬৯, হাদিস: ২৯৩৭)

www.dawateislami.net

যেন তাকে খোদা হিসেবে মেনে নেয়।[১] আর যে তাকে খোদা হিসেবে মেনে নিবে সে তাকে তার জান্নাতে প্রবেশ করাবে এবং যে তাকে অস্বীকার করবে সে তাকে তার জাহান্নামে প্রবেশ করাবে।[২]

সে মৃতকে জীবিত করবে।[৩] জমিন থেকে সবজি ও ঘাস উৎপন্ন করবে, সে মেঘ থেকে পানি বর্ষণ করবে, যেই এলাকায় তার প্রভাব খাটাবে সেই এলাকায় পশুর সংখ্যা বেড়ে যাবে আর সেগুলো স্বাস্থ্যবান হয়ে যাবে, পশুদের স্তনে দুধ বেড়ে যাবে, যখন জঙ্গল দিয়ে অতিক্রম করবে ধন ও সম্পদের ভান্ডার তার পেছনে পেছনে এমনভাবে থাকবে যেমনটি মৌমাছি ছুটে থাকে।[৪]

সে আরও অনেক আশ্চর্যকর জিনিস দেখাবে, অবশেষে প্রমাণিত হবে যে ওই সবকিছু ধোঁকা ছিলো, ইস্তিদরাজ ছিলো এবং জাদুর খেলা ছিলো আর তার সমস্ত ক্ষমতা জাদুর কারণে ছিলো ধোঁকা ছাড়া আর কিছুই ছিলো না, দাজ্জাল যখনই জায়গা ছেড়ে যাবে তখনই সেই স্থানে প্রকাশিত হওয়া সমস্ত আশ্চর্যকর বিষয়াদি শেষ হয়ে যাবে, যখনই দাজ্জাল মক্কায়ে মুকাররমা ও মদীনায়ে মুনাওয়ারায় যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করবে ফেরেশতারা তার চেহারা অন্যদিকে ফিরিয়ে দিবে।[৫]

দাজ্জালের সাথে ইহুদীদের সৈন্য থাকবে।[৬] এবং দাজ্জালের কপালে "ك,ف,ر" এই তিনটি অক্ষর লিখা থাকবে (যা দ্বারা এটা স্পষ্ট হবে

১. (মুসলিম, ১৫৬৭ পৃ:, হাদিস: ২৯৩৪। মুসনদে ইমাম আহমদ, ৫/১৫৬, হাদিস: ১৪৯৫৯)
২. (ফয়যুল কদীর, ৩/৭১৯, হাদিসের পাদটিকা: ৪২৫১)
৩. (মুসনদে ইমাম আহমদ, ৭/২৬০, হাদিস: ২০১৭১)
৪. (তিরমিযি, ৪/১০৪, হাদিস: ২২৪৭)
৫. (মুসলিম, ১৫৭৭, হাদিস: ২৯৪৩)
৬. (ইবনে মাজাহ, ৪/৪০৬, হাদিস: ৪০৭৭)

www.dawateislami.net

যে এই ব্যক্তি কাফির) শুধুমাত্র মুসলমানই এই অক্ষরগুলো দেখতে পাবে এবং পড়তে পারবে।[১]

যখন দাজ্জাল দুনিয়ার এক চক্কর সম্পন্ন করবে আর সে সিরিয়া পৌঁছবে তখন সেটা সুবেহ সাদিকের সময় হবে, ফজরের নামাযের আযানও পরিপূর্ণ হবে না এর মধ্যেই হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام দামেস্কের জামে মসজিদের পূর্ব মিনারে অবতরণ করবেন।[২] ইমাম মাহদী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ সেখানে উপস্থিত থাকবেন এবং হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام তাঁকে নামায পড়াতে বলবেন, হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর উপস্থিতি দাজ্জালের জন্য বড় ধ্বংসের কারণ হবে আর দাজ্জাল গলতে শুরু করবে যেমনটি লবণ পানিতে গলে যায়। আর হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর শ্বাসের সুগন্ধি দ্বারা দাজ্জালের খুব কষ্ট অনুভব হবে এবং হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর শ্বাসের সুগন্ধি বাড়তেই থাকবে এক পর্যায়ে দাজ্জাল পালাতে অপারগ হয়ে যাবে, হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام দাজ্জালের পিছু নিবেন এমনকি তাকে হত্যা করবেন।[৩] দাজ্জালের ফিতনা এবং তার শক্তি ও ক্ষমতার শেষ, এটি নতুন যুগের বিজয়ের সূচনা হবে।

হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর উপস্থিতির বরকতে নেয়ামতসমূহ বৃদ্ধি পাবে, লোকদের কাছে এমন দৌলত এসে যাবে যে অভাবী ও অসহায় লোক খুঁজে বের করা কষ্টকর হয়ে যাবে।[৪] মানুষের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা হবে না, হিংসা হবে না একে অপরের উপর আস্থাভাজন হবে এবং এজাতীয় সকল প্রকার মন্দ স্বভাব দূরীভূত হয়ে যাবে।[৫]

---

১. (মুসলিম, ১৫৬৭, হাদিস: ২৯৩৩)
২. (মুসলিম, ১৫৬৭, হাদিস: ২৯৩৭)
৩. (ইবনে মাজাহ, ৪/৪০৬, হাদিস: ৪০৭৭)
৪. (বুখারী, ২/৪৫৯, হাদিস: ২৪৪৮)
৫. (মুসলিম, ৯২ পৃ:, হাদিস: ২৪৩)

www.dawateislami.net

হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام শূকরকে হত্যা করবেন আর ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন।[১] তখন যতজন আহলে কিতাব থাকবে আর যতলোক দাজ্জালের পেছনে থেকে নিজেদের ঈমান ধ্বংস করবে তারা সকলে হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর হাতে বায়আত গ্রহণ করবে এবং ইসলাম গ্রহণ করবে অতঃপর তখন একটাই দ্বীন থাকবে আর সেটা হলো দ্বীনে ইসলাম।[২]

ইয়াজুজ ও মাজুজের আবির্ভাব

হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর উপস্থিতির বরকত এইভাবে প্রকাশ পাবে যে, শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের নেয়ামতের বৃষ্টি বর্ষণ হতে থাকবে, ইয়াজুজ ও মাজুজ নামে একটি গোত্রের বহিঃপ্রকাশ ঘটবে যারা হত্যাকাণ্ড চালাবে, তারা যেদিকে যাবে প্রতিটি জিনিস ধ্বংস করে যাবে, সমুদ্র ও নদী যা তাদের রাস্তায় আসবে সেগুলোর পানি পান করে শুকিয়ে দিবে, তারা চলতেই থাকবে এই পর্যন্ত যে, খমর পাহাড় যেটা বায়তুল মুকাদ্দাসে অবস্থিত সেখানে পৌঁছে যাবে, মানুষকে গণহত্যার পর আসমানবাসীদের হত্যা করার চেষ্টা করবে, হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام ও অন্যান্য মুমিনগণ সাহায্যের জন্য দোয়া করবে, আল্লাহ পাক এমন পোকা পাঠাবেন যা "ইয়াজুজ ও মাজুজ" এর দলকে ধ্বংস করে দিবে সুতরাং তারা সকলে ধ্বংস হয়ে যাবে এবং তাদের লাশ পশুরা উঠিয়ে নিয়ে যাবে। এরপর অনেকদিন পর্যন্ত মুষলধারে বৃষ্টি হবে, যমিন অনেক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সবুজ সতেজ হয়ে যাবে, সেটা এমন একটা যুগের সূচনা হবে যেটাতে

১. (বুখারী, ২/৪৫৯, হাদিস: ২৪৪৮)
২. (আবু দাউদ, ৪/১৫৮, হাদিস: ৪৩২৪)

www.dawateislami.net

রিযিকের প্রশস্ততা হবে আর জিনিসপত্রের মধ্যে বরকত দেখা দিবে, এইভাবে মন্দ দিনের পর ভালো দিন মানুষের মাঝে আগমন করবে।[১]

দাব্বাতুল আরদ এর আবির্ভাব

দাব্বাতুল আরদ অনেক বড় শক্তিশালী ও স্থলপ্রাণী, সেটার খুবই ভয়ংকর আকৃতি হবে, তার এক হাতে হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর লাঠি থাকবে আর অন্য হাতে হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام এর আংটি, লাঠির মাধ্যমে সে মুসলমানদের কপালে এক উজ্জ্বল নিশানা লাগাবে আর প্রত্যেক কাফিরের কপালে সেই আংটির মাধ্যমে একটি কালো দাগ দিবে, এই চিহ্নটি মুসলমান আর কাফিরকে পৃথক করে দিবে।[২]

সূর্য পশ্চিম দিকে উদিত হবে

এমন এক দিন আসবে যেদিন সূর্য পূর্ব দিক থেকে উদিত হওয়ার পরিবর্তে পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে, এটা এই বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত হবে যে, তাওবার দরজা বন্ধ হয়ে গেছে, এখন আল্লাহ পাক কারো তাওবা কবুল করবেন না, কারো ইসলাম কবুল করাটাও গ্রহণীয় হবে না।[৩]

সুগন্ধিময় সুশীতল বাতাস প্রবাহিত হওয়া

হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর ওফাতের চল্লিশ বছর পর কিয়ামত সংগঠিত হবে এবং সেই শেষ মূহুর্তে এই পৃথিবীতে সুশীতল ও সুগন্ধিময় বাতাস প্রবাহিত হবে। আর সেই বাতাসের মাধ্যমে সকল ঈমানদারদের

১. (তিরমিযি, ৪/১০৪, হাদিস: ২২৪৭। বাহারে শরীয়ত, অংশ: ১, ১/১২৪-১২৫)
২. (ইবনে মাজাহ, ৪/৩৯৩, হাদিস: ৪০৬৬। বাহারে শরীয়ত, অংশ: ১, ১/১২৬)
৩. (ইবনে মাজাহ, ৪/৩৯৬, হাদিস: ৪০৭০। বাহারে শরীয়ত, অংশ: ১, ১/১২৬)

www.dawateislami.net

রুহ তাদের দেহ থেকে বের হয়ে যাবে।[১] সেই চল্লিশ বছরে কোন মহিলা বাচ্চা জন্ম দিতে পারবে না।[২]

এর দ্বারা প্রতীয়মান হলো চল্লিশ বছরের কম বয়সীর উপর কিয়ামত সংগঠিত হবে না এবং এটি সম্পূর্ণ কুফরের যুগ হবে, চারিদিকে কাফের আর কাফের থাকবে আর আল্লাহ পাকের ইবাদত করার মতো কেউ জীবিত থাকবে না।

শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া

হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর ওফাতের চল্লিশ বছর পর যখন কিয়ামত আসবে তখন আল্লাহ পাক হযরত ইসরাফিল عَلَيْهِ السَّلَام কে নির্দেশ দিবেন তিনি যেন শিঙ্গায় ফুঁক দেন, সেটা দ্বারা কিয়ামতের দিনের সূচনা হবে।

শিঙ্গার প্রথম আওয়াজটি হালকা হবে, ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকবে আর খুবই উঁচু হবে, মানুষ তাদের দৈনন্দিন কাজে ব্যস্ত থাকবে, শিঙ্গার উঁচু আওয়াজ শুনে সকলে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবে এবং মারা যাবে, সেই বধির করে দেওয়ার মতো আওয়াজটি পুরো পৃথিবীকে ধ্বংস করে দিবে।

প্রতিটি বিদ্যমান জিনিস, যেমন যমীন, আসমান, সূর্য, চাঁদ, তারকা, পাহাড়, মানুষ, ফেরেশতা বরং স্বয়ং হযরত ইসরাফিল عَلَيْهِ السَّلَام ও তার শিঙ্গা সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে, আল্লাহ পাক ব্যতীত কেউ থাকবে না, সেদিন আল্লাহ পাক বলবেন: "আজকের দিনের বাদশাহী কার? কেউ উত্তর প্রদানকারী থাকবে না অতঃপর আল্লাহ পাক স্বয়ং নিজে বলবেন:

১. (মুসলিম, ১৫৭০ পৃ:, হাদিস: ৭৩৭৩)
২. (বাহারে শরীয়ত, অংশ: ১, ১/১২৭)

www.dawateislami.net

"শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের জন্য যিনি অদ্বিতীয় ও কাহ্হার।"(১)

শিঙ্গায় প্রথমবার ফুঁক দেওয়া ও দ্বিতীয়বার ফুঁক দেওয়ার মাঝখানে চল্লিশ বছরের ব্যবধান থাকবে, প্রথমবার যখন শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে তখন প্রতিটি জিনিস ধ্বংস হয়ে যাবে, আল্লাহ পাকের সত্তা ব্যতীত কেউ বেঁচে থাকবে না, শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়ার আলোচনা আল্লাহ পাক কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেন:

فَاِذَا النُّجُوۡمُ طُمِسَتۡ ﴿۸﴾
وَ اِذَا السَّمَآءُ فُرِجَتۡ ﴿۹﴾
وَ اِذَا الۡجِبَالُ نُسِفَتۡ ﴿۱۰﴾

(পারা: ২৯, সূরা মুরসালিত, আয়াত: ৮ থেকে ১০)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: অতঃপর যখন তারকারাজিকে নিষ্প্রভ করা হবে, এবং যখন আসমানে ছিদ্রের সৃষ্টি হবে, আর যখন পর্বতমালাকে ধূলায় পরিণত করে উড়িয়ে দেয়া হবে।

فَاِذَا نُفِخَ فِی الصُّوۡرِ نَفۡخَۃٌ وَّاحِدَۃٌ ﴿۱۳﴾
وَّ حُمِلَتِ الۡاَرۡضُ وَ الۡجِبَالُ فَدُکَّتَا
دَکَّۃً وَّاحِدَۃً ﴿۱۴﴾ فَیَوۡمَئِذٍ وَّقَعَتِ
الۡوَاقِعَۃُ ﴿۱۵﴾ وَ انۡشَقَّتِ السَّمَآءُ
فَہِیَ یَوۡمَئِذٍ وَّاہِیَۃٌ ﴿۱۶﴾

(পারা: ২৯, সূরা হাক্কাত, আয়াত: ১৩ থেকে ১৬)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: অতঃপর যখন শিঙ্গায় ফুৎকার করা হবে একবারেই, আর যমিন ও পাহাড়সমূহ উত্তোলন করে একবারেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হবে, সেদিন যে, সংগঠিত হয়ে যাবে যা সংগঠিত হবার। এবং আসমান ফেটে যাবে, অতঃপর সেদিন সেটার অবস্থা দুর্বল হবে।

فَاِذَا نُقِرَ فِی النَّاقُوۡرِ ﴿۸﴾ فَذٰلِکَ یَوۡمَئِذٍ یَّوۡمٌ
عَسِیۡرٌ ﴿۹﴾ عَلَی الۡکٰفِرِیۡنَ غَیۡرُ یَسِیۡرٍ ﴿۱۰﴾

(পারা: ২৯, সূরা মুদ্দাসির, আয়াত: ৮ থেকে ১০)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: অতঃপর যখন শিঙ্গার ফুৎকার করা হবে। সুতরাং ঐদিন সংকটময় দিন। কাফিরদের জন্য সহজ নয়।

১. (বুখারী, ৪/২৪৯, হাদিস: ৬৫০৬। শুয়াবুল ঈমান, ১/৩১২, হাদিস: ৩৫৩। বাহারে শরীয়ত, অংশ: ১, ১/১২৮)

www.dawateislami.net

وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ ؕ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرٰى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ ﴿۶۸﴾

(পারা: ২৪, সূরা যুমার, আয়াত: ৬৮)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে, তখন অজ্ঞান হয়ে পড়বে যারা আসমানসমূহের মধ্যে রয়েছে ও যারা যমিনে রয়েছে, কিন্তু যাকে আল্লাহ ইচ্ছা করেন। অতঃপর তাতে দ্বিতীয়বার ফুৎকার দেয়া হবে, তখনই তারা প্রত্যক্ষকারী অবস্থায় দণ্ডায়মান হয়ে যাবে।

ইসলামের ভিত্তি

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ একজন মুসলমানের জীবনের সকল সৌন্দর্য পরিপূর্ণ করে, ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

(১) ঈমান:

মুসলমান হওয়ার জন্য এটা আবশ্যক যে, অন্তর থেকে মেনে নেওয়ার সাথে সাথে মুখেও এই শব্দাবলি বলা: আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই এবং হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আল্লাহর রাসূল।

এই সত্যায়ন এই কথাটির সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ পাক রয়েছেন তাঁর মতো কেউ নেই এবং কেউ তার সমকক্ষ নয়, তিনি সবচেয়ে মহান, তিনি ব্যতীত কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নয় এবং এটা এই বিষয়ের সাক্ষ্য যে, সমস্ত বিদ্যমান জিনিসের সৃষ্টিকর্তা ও মালিক হলেন আল্লাহ পাক, আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে বলেন:

www.dawateislami.net

اَلَاۤ اِنَّ لِلّٰهِ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَنْ فِی الْاَرْضِ ؕ وَ مَا یَتَّبِعُ الَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُرَكَآءَ ؕ اِنْ یَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَ اِنْ هُمْ اِلَّا یَخْرُصُوْنَ ﴿۶۶﴾

(পারা: ১১, সূরা ইউনুস, আয়াত: ৬৬)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: শুনো না! নিশ্চয় আল্লাহরই মালিকানাধীন যতকিছু আসমানসমূহে রয়েছে আর যতকিছু যমিনসমূহে রয়েছে আর কিসের পেছনে যাচ্ছে ঐসব লোক যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে শরীকরুপে ডাকছে? তারা তো অনুসরণ করছে না, কিন্তু অনুমানের আর তারা তো নয়, কিন্তু শুধু কল্পনার ঘোড়া দৌড়াচ্ছে।

আর হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর ঈমান আনার অর্থ হলো এটা যে, তিনি আম্বিয়াদের অন্তর্ভুক্ত এবং আল্লাহ পাকের সর্বশেষ রাসূল, তিনি আল্লাহ পাকের পয়গাম মানুষের নিকট খুবই উত্তম পদ্ধতিতে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন।

কুরআনে পাক নবীয়ে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আখিরি নবী হওয়ার সাক্ষ্য ও ঘোষণা করছে:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَاۤ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَ لٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَ خَاتَمَ النَّبِیّٖنَ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمًا ﴿۴۰﴾

(পারা: ২২, সূরা আহযাব, আয়াত: ৪০)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারো পিতা নন, হ্যাঁ, আল্লাহর রাসূল হন এবং সমস্ত নবীর মধ্যে সর্বশেষ। এবং আল্লাহ সবকিছু জানেন।

কুরআনে পাক এই বিষয়টিও সত্যায়ন করছে যে, আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শব্দাবলির মধ্যে নিষ্কলুসতা রয়েছে অর্থাৎ তাঁর ব্যবহৃত শব্দাবলির মধ্যে ভুলের কোন সম্ভাবনাই নেই, যেই শব্দ

www.dawateislami.net

তিনি বলে থাকেন তা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকেই তাঁর উপর অবতীর্ণ হয়ে থাকে, আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ۝۳ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى ۝۴

(পারা: ২৭, সূরা নজম, আয়াত: ৩ থেকে ৪)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর তিনি কোন কথা নিজ প্রবৃত্তি থেকে বলেন না। তা তো নয়, কিন্তু ওহীই, যা তাঁর প্রতি (নাযিল) করা হয়।

অতএব কুরআনে মুকাদ্দাস ও হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতের মধ্যে দ্বীনে ইসলামের ভিত্তি রয়েছে, এগুলোর মধ্যে জীবনের প্রতিটি বিষয়ের স্পষ্ট দিক নির্দেশনা রয়েছে।

(২) নামায

ঈমানদারদের মধ্যে নামায সব সময় থাকে, বিভিন্ন আম্বিয়ায়ে কেরাম বিভিন্ন নামায পড়েছেন, নামায হলো দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ, ইসলাম আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে মানবতার দিকে আহবানের শেষ পয়গাম, এতে নামাযের প্রতি অনেক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, মুসলমানদের উপর আবশ্যক হলো তারা যেন প্রতিদিন সেটার নির্ধারিত সময়ে নামায আদায় করে এবং নামায এমনভাবে যত্ন সহকারে পড়ে যেমনটি আল্লাহ পাকের প্রিয় মাহবুব হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পড়েছেন আর আমাদেরকে শিখিয়েছেন।

পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয আর এটি আল্লাহ পাক ও বান্দার সাথে এমন একটি সম্পর্ক যেটা দ্বারা তার রবের সাথে যোগাযোগ করে থাকে, ইসলাম শুধুমাত্র এই কথাটির দাওয়াত দেয় না মুসলমান শুধুমাত্র এটাকে পূর্ণ করে নিবে বরং ইসলাম এটা চায় যে, মুসলমান নামাযের মাধ্যমে

www.dawateislami.net

নিজের রুহকে পবিত্র করবে, আল্লাহ পাক কুরআনে করীমে নামাযের ব্যাপারে ইরশাদ করেন:

اُتْلُ مَآ اُوْحِیَ اِلَیْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَ اَقِمِ الصَّلٰوةَؕ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِؕ وَ لَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُؕ وَ اللّٰهُ یَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ

(পারা: ২১, সূরা আনকাবুত, আয়াত: ৪৫)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: হে মাহবুব! পাঠ করুন যে কিতাব আপনার প্রতি ওহী করা হয়েছে এবং নামায কায়েম করুন। নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও ঘৃণিত কাজ থেকে বিরত রাখে এবং নিশ্চয়ই আল্লাহর স্মরণ সর্বাপেক্ষা বড় এবং আল্লাহ জানেন যা তোমরা করো।

(৩) যাকাত

যাকাতের অর্থ হলো পবিত্র করা বা বৃদ্ধি করা, যেহেতু যাকাত দিলে সম্পদ পবিত্রও হয় এবং বৃদ্ধিও পেয়ে থাকে এজন্য এটাকে যাকাত বলা হয়, এটি ইসলামের অন্যতম একটা স্তম্ভ কেননা সমস্ত জিনিস আল্লাহ পাকের মালিকানায় রয়েছে, আল্লাহ পাকই প্রতিটি জিনিসের মালিক এবং মুসলমানদের উপর এটা আবশ্যক করা হয়েছে যে তারা হালাল রিযিক অন্বেষণ করবে এবং হালাল উপার্জন থেকে আল্লাহ পাকের রাস্তায় ব্যয় করবে এবং এমনভাবে ব্যয় করবে যেমনটি আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ব্যয় করতে বলেছেন।

যাকাত আল্লাহ পাকের দানকৃত একটি সর্বোত্তম আইন, এটা খয়রাতও নয় এবং টেক্সও নয় কিন্তু প্রত্যেক সেই মুসলমানের জন্য শরয়ীভাবে ফরয যাকে আল্লাহ পাক এতটুকু সম্পদ দিয়েছেন যা তার মৌলিক চাহিদা পূরণের চেয়েও আরও বেশি হয় আর তা নিসাব পরিমাণে পৌঁছে সুতরাং টেক্স ও যাকাতের মধ্যে অনেক বড় স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে

www.dawateislami.net

যে, মুসলমান নিজের আকাঙ্ক্ষা ও ইচ্ছা অনুযায়ী যাকাত আদায় করে থাকে আর সেটার হিসাবও করে, নিজের ইচ্ছায় সাওয়াব অর্জনের জন্য স্বয়ং মুসলামানই যাকাতের বিষয়াদি পর্যবেক্ষণ করে থাকে, তার উপর কোন বাধ্যবাধকতা নেই পক্ষান্তরে টেক্সের বিষয়টি এটার সম্পূর্ণ বিপরীত।

যাকাত মুসলমানের উপর শুধুমাত্র তখন ফরয হয়ে থাকে যখন সে নিসাব পরিমাণ সম্পদের অধিকারী হয় আর সেই নিসাবের উপর একটি বছর অতিবাহিত হয়ে যায়, যাকাতের বিস্তারিত বিষয়াদি (যেমন হিসাব-নিকাশ করা ইত্যাদি) দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত থেকে জেনে নিন, দারুল ইফতা আহলে সুন্নাতের ঠিকানা, ই-মেইল ও ফোন নাম্বার নিম্নরূপ:

দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত (দাওয়াতে ইসলামী) এর ঠিকানা

নং	নাম	স্থান	সময় ও ছুটি
১	দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত	কানযুল ঈমান জামে মসজিদ (বাবরী চৌক) গিরমন্দও বাবুল মদীনা (করাচি)	১০টা থেকে ৪টা জুমার দিন ছুটি
২	দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত	জামে মসজিদ নযদ পুলিস চৌকি খারাদার বাবুল মদীনা (করাচি)	১১টা থেকে ৫টা জুমার দিন ছুটি
৩	দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত	জামে মসজিদ রেযায়ে মুস্তফা বিল মুকাবিল মোবাইল মার্কেট কোরঙ্গী নম্বর ৪ বাবুল মদীনা (করাচি)	১২টা থেকে ৫টা জুমার দিন ছুটি
৪	দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত	আক্বসা জামে মসজিদ আকবর রোড, রেগাল, সদর, বাবুল মদীনা (করাচি)	১১টা থেকে ৪টা জুমার দিন ছুটি
৫	দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত	এফেন্দী টাউন বিল মুকাবিল ফয়যানে মদীনা বাবুল ইসলাম (হায়দারাবাদ)	১১টা থেকে ৪টা জুমার দিন ছুটি
৬	দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত	জামে মসজিদ যয়নব, মুহাম্মদীয়া কলোনী, সোসাঁ রোড মদীনা টাউন সরদরাবাদ (ফয়সালাবদ)	১০টা থেকে ৪টা জুমার দিন ছুটি

www.dawateislami.net

৭	দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত	নযদ মাকতাবাতুল মদীনা গঞ্জেবখশ মার্কেট, দাতা দরবার মারকাযুল আউলিয়া (লাহোর)	১০টা থেকে ৪টা রবিবার ছুটি
৮	দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত	লতিফ প্লাজা (জুয়েলারী মার্কেট) ফাস্ট ফ্লোর, ফিরোজপুর রোড আছোরা মারকাযুল আউলিয়া (লাহোর)	১০টা থেকে ৪টা রবিবার ছুটি
৯	দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত	নযদ জামে মসজিদ গাউসিয়া হাজ্বী আহমদ জান ব্যাংক রোড সদর (রাউলপেন্ডী)	১০টা থেকে ৪টা জুমার দিন ছুটি
১০	দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত	নুরী গেইট, নযদ বাটা সোজ, গুলজারে তায়্যিবা (সরগুধা)	১০টা থেকে ৪টা জুমার দিন ছুটি

দারুল ইফতা আহলে সুন্নাতের ফোন নম্বর ও মেইল এড্রেস

ফোন করার সময়সূচি	০৩০০ ০২২০১১৩	০৩০০ ০২২০১১২	বিশেষভাবে পাকিস্তান ও পুরো বিশ্বের জন্য
সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা (বিরতি ১টা থেকে ২টা)	০৩০০ ০২২০১১৫	০৩০০ ০২২০১১৪	বিশেষ করে পাকিস্তান ও সারা বিশ্বের জন্য
পাকিস্তান সময়সূচি অনুযায়ী ২টা থেকে ৭টা	০০৪৪১২১৩ ১৮২৬৯২	বিশেষ করে বারতানীয়া ও সারা দুনিয়ার জন্য	
পাকিস্তানী সময়সূচি অনুযায়ী ২টা থেকে ৭টা	০০১৫ ৮৫৯০ ২০০ ৯২	বিশেষ করে আমেরিকা ও সারা বিশ্বের জন্য	
পাকিস্তানী সময়সূচি অনুযায়ী ২টা থেকে ৭টা	০০২৭ ৩১ ৮১৩ ৫৬৯১	বিশেষ করে সাউথ আফ্রিকা ও পুরো বিশ্বের জন্য	

Email: darulifta@dawateislami.net

www.dawateislami.net

যাকাত মুসলমানকে লোভ থেকে পবিত্র করে দেয় এবং স্বার্থপরতা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় এমনকি ধন সম্পদ এবং দুনিয়ার ভালোবাসাও অন্তর থেকে বের হয়ে যায়, আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেন:

وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ اُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ؕ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۚ

(পারা: ২৮, সূরা হাশর, আয়াত: ৯)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর যারা প্রথম থেকে এ শহর ও ঈমানের মধ্যে গৃহ নির্মাণ করেছে, তারা বন্ধুত্ব করে তাদেরই সাথে, যারা তাদের প্রতি হিজরত করে গেছে আর নিজেদের অন্তরগুলোর মধ্যে কোন প্রয়োজন খুঁজে পায়না এ বস্তুর, যা তাদেরকে প্রদান করা হয়েছে এবং নিজেদের প্রাণের উপর তাদেরকে প্রাধান্য দেয় যদিও তাদের অভাব অত্যন্ত প্রকট হয়, এবং যাকে আপন প্রবৃত্তির লোভ থেকে রক্ষা করা হয়েছে, সুতরাং তারাই সফলকাম।

যাকাত এমন একটি বিধান যেটার মাধ্যমে মিসকিন ও গরীব এবং অসহায়দের প্রয়োজনসমূহ খুবই সুচারুপে পূরণ করা যায় আর কিছু ধনী লোকের উপর বেশি চাপও হয় না যার কারণে তাদের কোন সমস্যা সৃষ্টি হয় না, কারণ যাকাত মুসলমানদের অনেকেই আদায় করে থাকে, যদি যাকাতের বিধান পরিপূর্ণ পালন করা হয় তবে সারা বিশ্বের মধ্যে গরীব, ফকির ও মিসকিন মুসলমানদের অভাব খুব সহজে পূরণ করা যেতে পারে।

www.dawateislami.net

(৪) রোযা

আল্লাহ পাক মুসলমানদের উপর রোযা ফরয করেছেন যেমন পূর্ববর্তী উম্মতের উপর ফরয করেছেন, আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে পাকে বলেন:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿۱۸۳﴾

(পারা: ২, সূরা বাকারা, আয়াত: ১৮৩)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে যেমন পূর্ববর্তীদের উপর ফরয হয়েছিলো, যাতে তোমাদের পরহেযগারী অর্জিত হয়।

ইসলামে রোযা রাখার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মানুষ রোযা অবস্থায় না খাবার খাবে, আর না পান করবে আর না স্ত্রী সহবাসও করবে এবং অন্যান্য নিষিদ্ধ কার্যাদি থেকেও নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবে যেমন, সিগারেট, পান-গুটকা ইত্যাদি। রোযা শুধুমাত্র দিনের বেলায় রাখা হয়ে থাকে এবং শুধুমাত্র রমযানুল মুবারক মাসে পালন করা ফরয। আর যখন কেউ আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য ও তাঁর হুকুম পালন করার নিমিত্তে রোযা রাখে তখন সেই ঈমানদারের ধৈর্যের মতো দৌলত নসিব হয়ে থাকে এবং নিজের নফসকে আয়ত্বে রাখতে পারে অতঃপর এর সাথে সাথে মুসলমানদেরকে রোযা এটাও স্মরণ করিয়ে দেয় যে, তোমাদের আরও মুসলিম ভাই এই পৃথিবীতে রয়েছে যারা ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত যাদের খাবার প্রয়োজন এবং পান করার জন্য বিশুদ্ধ পানির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, এইভাবে মুসলমানদের ভিতর অন্যান্য মুসলমানদের সহযোগিতা করার স্পৃহা সৃষ্টি হয়ে থাকে।

www.dawateislami.net

রমযান মাসে উত্তম চরিত্র ও নেকীর দিকে আগ্রহও বৃদ্ধি পেয়ে থাকে, বিশ রাকাত তারাবীহও মুসলমানরা আদায় করে, রোযা জীবনের সুখ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার নাম নয় বরং সেটার মাধ্যমে মুসলমানদের আরও শক্তি অর্জিত হয়ে থাকে এবং রোযা রাখার কারণে অনেক ভালো ভালো গুণাবলির শিক্ষাও পাওয়া যায় এমনকি দৈনন্দিন কাজও সহজ হয়ে যায়।

(৫) হজ্ব

হজ্ব প্রতিবছর মক্কাতুল মুকাররমায় আদায় করা হয়। যেসব মুসলমানদের মধ্যে শরয়ী শর্তাবলি অনুযায়ী হজ্ব পালন করার সামর্থ্য হয় শুধুমাত্র তাদের উপরই জীবনে একবার হজ্ব করা ফরয, আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

فِيهِ ءَايَٰتٌۢ بَيِّنَٰتٌ مَّقَامُ إِبْرَٰهِيمَ ۖ وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ عَنِ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٩٧﴾

(পারা: ৪, সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৯৭)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: সেটার মধ্যে সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি রয়েছে। ইব্রাহীমের দাঁড়াবার স্থান এবং যে ব্যক্তি সেটার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে নেয় নিরাপত্তার মধ্যে থাকে, এবং আল্লাহরই জন্য মানবকুলের উপর সেই ঘরের হজ্ব করা (ফরয) যে সেটা পর্যন্ত যেতে পারে। আর যে অস্বীকারকারী হয়, তবে আল্লাহ সমগ্র জাহানের প্রতি বে-পরোয়া।

পুরো বিশ্ব থেকে লক্ষ লক্ষ মুসলমান প্রতিবছর মক্কা শরীফে উপস্থিত হয়ে থাকে এবং হজ্ব আদায় করে, হজ্ব দুনিয়ার বিভিন্ন এলাকায় বসবাসকারী মুসলমানদের এই সুযোগ দেয় যে, তারা এক জায়গায় সমবেত

www.dawateislami.net

হয়ে পরস্পরের প্রতি নিজেদের অবস্থার বিনিময় করবে এবং আল্লাহ পাকের মেহমান হয়ে নিজেদের ইসলামী শক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটাবে, হজ্ব আল্লাহ পাকের উপর ঈমান ও তাঁর প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্যের অন্যতম বহিঃপ্রকাশ এবং হজ্বের যেসব হুকুম পালন করা হয়ে থাকে সেগুলো হলো আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে শর্তবিহীন আনুগত্যের আলামত, হাজ্বী এটা ছাড়া কিছু চায় না যে, তার সেই প্রয়িশ্রম যেন আল্লাহ পাক কবুল করে তার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেন, সেই ব্যক্তি যে হজ্ব করে ফিরে আসে সে একটি নতুন ব্যক্তিত্ব নিয়ে ফিরে আসে, তার রুহ পবিত্র হয়ে যায় এবং আল্লাহ পাকের অনুগ্রহের বৃষ্টিতে গোসল করে নিজের গুনাহের ময়লা দূরীভূত করে ফিরে আসে।

হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নবুয়তের প্রকাশ করলেন আর মানুষদেরকে আল্লাহ পাকের ইবাদতের দিকে আহবান করলেন, অনেক গোত্র নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চরম বিরোধিতা করলো, তবে কিছু লোক হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দেওয়া তাওহীদের দাওয়াতকে গ্রহণ করলো, ওই সব লোক ঈমান আনলো আর তাঁদেরকেই সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ নামে সম্বোধন করা হয়ে থাকে, তারা হুযুর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সত্যবাদী ও আমিন হিসেবে জানতেন, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যিনি চল্লিশ বছর ধরে আদর্শবান ও সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন তিনি দাবি করছেন যে, আল্লাহ পাক সকল মানুষকে পুরুষ হোক বা নারী, গোলাম হোক বা মুনিব তাদের প্রত্যেকের মর্যাদা অনুসারে অধিকার

www.dawateislami.net

দিয়েছেন, আল্লাহ পাকের দরবারে বেশি সম্মানিত হলো সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ পাককে বেশি ভয় করে।

হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পয়গাম এমন মজবুত ও হৃদয় পরিবর্তনকারী ছিলো যে, আরবের ঝগড়াটে গোত্রসমূহ এবং হত্যাকাণ্ড ও অপকর্মের ব্যাপারে প্রসিদ্ধ গোত্রসমূহের সর্দারেরা সেই পয়গাম গ্রহণ করতে লাগলো, এটা সেই পয়গাম ছিলো যেটার নাম ছিলো "ইসলাম" আর ইসলাম শব্দটির অর্থ হলো: "আল্লাহ পাকের দরবারে ঝুঁকে পড়া"।

প্রশ্ন: হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে?

উত্তর: হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একজন সম্মানিত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের সদস্য, তিনি উত্তম চরিত্রের সর্বোত্তম নমুনা, আল্লাহ পাক এইভাবে তাঁর প্রশংসা করেছেন:

وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ

(পারা: ২৯, সূরা কালাম, আয়াত: ৪)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর নিশ্চয় আপনার চরিত্র তো মহা মর্যাদারই।

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শত্রুরাও তাঁর উত্তম চরিত্রের কথা স্বীকার করেছে, আবু জাহেল ইসলামের চরম শত্রু ছিলো সে একদিন বললো: হে মুহাম্মদ! (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) আমি এটা বলছি না যে আপনি মিথ্যাবাদী, আমি শুধুমাত্র সেটা অস্বীকার করছি যা আপনি নিয়ে এসেছেন আর যেই দিকে মানুষকে আহবান করছেন।[১]

রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ তাঁর উত্তম আদর্শকে এইভাবে বর্ণনা করেছেন: "প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আচরণ কঠিন ছিলো না, তিনি কখনো সমাবেশে উঁচু আওয়াজে কথা

১. (মুস্তাদরিক হাকিম, ৩/৪৩, হাদিস: ৩২৮৩)

www.dawateislami.net

বলেননি এবং কখনো অশ্লীল ভাষায় কথা বলেননি। তিনি কখনো মন্দের বদলা মন্দ দ্বারা দেননি বরং তিনি সর্বদা ক্ষমাকারী ছিলেন, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কেউ কষ্ট দিলে তিনি কখনো রাগ করতেন না আর কখনো প্রতিশোধ নিতেন না, তিনি শুধুমাত্র তখনই অসন্তুষ্ট হতেন যখন মানুষ আল্লাহ পাকের হুকুম অমান্য করতো।(১)

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সর্বদা সহজ বিষয়কে নিজের উম্মতের জন্য গ্রহণ করতেন কিন্তু যদি সেটা কোন গুনাহের বিষয় হতো তখন তিনি সেটা থেকে সবচেয়ে বেশি দূরে থাকতেন।(২)

যখন রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের ঘরে তাশরিফ আনতেন তখন সাধারণ লোকের মতো থাকতেন অর্থাৎ নিজের কাপড় স্বয়ং নিজে ধৌত করতেন, ছাগলের দুধ দোহন করতেন এবং নিজের অন্যান্য কাজ করে নিতেন।(৩)

ছোটবেলা থেকেই নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে গবেষক ব্যক্তির মত দেখা গেছে, আরবের লোকেরা তাঁকে "সাদিক" আর "আমিন" উপাধি দিয়েছে যার অর্থ হলো "সত্যবাদী" ও "আমানতদার", প্রতিটি সেই কাজ যা তিনি করেছেন, প্রতিটি সেই শব্দ যা তাঁর পবিত্র মুখ থেকে নির্গত হয়েছে, প্রতিটি সেই চিন্তাধারা যা তাঁর মস্তিষ্কে এসেছে, তিনি ওই সব বিষয়ে সত্যবাদী ছিলেন। আরবের অধিবাসীরা দেখলো যে তাঁর প্রতিটি কাজ উদ্দেশ্য সম্বলিত হয়ে থাকে, যখন কিছু বলার সুযোগ হতো তখন রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم চুপ থাকতেন কিন্তু যখন বলতেন তখন

১. (শামায়িলে মাহমদীয়া, ১৯৭-১৯৮)
২. (মুসনদে ইমাম আহমদ, ১০/১৫৫, হাদিস: ২৬৪৬৭)
৩. (কানযুল উমাল, অংশ: ৭, ৪/২৩৮, হাদিস: ১৮৫১৪, ১৮৫১৭)

www.dawateislami.net

একনিষ্ঠতা, হিকমতপূর্ণ ও দলিল ভিত্তিক আলোচনা করতেন, সর্বদা কোন না কোন সমস্যা সমাধানে ভূমিকা রাখতেন আর তা-ই বলতেন যা আল্লাহ পাকের দরবারে মূল্যবান, মানুষেরা নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে খুবই সুদৃঢ়, ভ্রাতৃত্ববোধ সম্পন্ন একনিষ্ঠ ব্যক্তি হিসেবে পেয়েছে, তিনি গাম্ভীর্যতা ও একনিষ্ঠ আদর্শবান হওয়ার পাশাপাশি এমন ব্যক্তিত্ব রাখতেন যে অন্য লোকেরা তাঁর সংস্পর্শে নিরাপদ, হেফাযত, আরাম, খুশি ও আনন্দ অনুভব করতো, রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চেহারা মুবারকে সর্বদা আলো বিকিরণকারী মুচকি হাসি থাকতো।

হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অনেক সুন্দর আকৃতির ব্যক্তি ছিলেন, যেমন সাহাবায়ে কেরামগণ رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সৌন্দর্যতাকে এইভাবে বর্ণনা দিয়েছেন: তাঁর উচ্চতা সাধারণ উচ্চতা থেকে একটু বেশি ছিলো, আশ্চর্যের বিষয় হলো যখন তিনি কোন সমাবেশে থাকতেন তখন তাদের সকলের চেয়েও লম্বা দেখা যেতেন যারা সাধারণত নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চেয়ে লম্বা ছিলো, তাঁর গায়ের রঙ ছিলো লালচে ফর্সা তবে অনেক বেশি সাদা ছিলো না, তাঁর চুল মুবারক ছিলো কালো ও কোকড়ানো (এমন কোকড়ানো ছিলো না যা গোলাকৃতি ধারন করে), কানের লতি বরাবর এবং কানের অর্ধেক লতি বরাবর চুল মুবারক রাখতেন, তিনি মাথার মাঝখানে সিঁথি কাটতেন, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শরীর মুবারক একজন শক্তিশালী পুরুষের ন্যায় দেখা যেত, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কাঁধ মুবারক চওড়া ছিলো এবং সেটার মাঝখানে পিঠে মোহরে নবুয়ত ছিলো, তাঁর পেট মুবারক তার বক্ষ থেকে কখনো অগ্রসর হয়নি, তাঁর চেহারা মুবারক এমন আলোকিত থাকত যে, মনে হতো সূর্য তাঁর চেহারায় চমকাচ্ছে, যখন মানুষ তাঁর দরবারে উপস্থিত হতো তখন

www.dawateislami.net

তাঁর সৌন্দর্যতার মোহে পড়ে যেত, যখন প্রথমবার দেখতো তখন এটা বলতে বাধ্য হত যে, এই চেহারাটা কোন মিথ্যাবাদীর চেহারা নয়।

ইসলাম ধর্ম সম্পর্কিত ২৭টি প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন: আল্লাহ পাক কে? মুসলমানরা কি বিভিন্ন খোদা (God) এর ইবাদত করে?

উত্তর: কিছু মানুষ এটা মনে করে যে মুসলমানরা এমন এক উপাস্যের ইবাদত করে যিনি ওই উপাস্য থেকে ভিন্ন যার ইবাদত খ্রিষ্টান ও ইহুদীরা করে থাকে, এই ভুল ধারণাটি হয়তো এই কারণে সৃষ্টি হয়েছে যে, মুসলমানরা খোদাকে আল্লাহ বলে থাকে আর আরবি ভাষায় আল্লাহ সেই সত্তার নাম যার কাছে সব ধরনের শক্তি রয়েছে, শুধুমাত্র সে-ই ইবাদতের যোগ্য, তিনিই সমস্ত জগৎ ও মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।

এই বিষয়ে কোন সন্দেহ রইলো না যে, মুসলমানরা সেই খোদারই ইবাদত করে যার ইবাদত হযরত নূহ عَلَيْهِ السَّلَام, ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام, মূসা عَلَيْهِ السَّلَام, দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام ও হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام করেছেন, অতএব এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ইহুদী, খ্রিষ্টান ও মুসলমানদের খোদার ব্যাপারে ভিন্নতা আছে, যেমন মুসলমানরা খ্রিষ্টানদের ত্রিত্ববাদী আকীদা ও খোদার মানুষের আকৃতিতে আসাকে কঠোরভাবে বিরোধিতা করে, এই আকীদার কারণে ইহুদীরাও খ্রিষ্টানদের কঠোর বিরোধিতা করে থাকে, এইভাবে ইহুদীদের আকীদা হলো হযরত উযাইর عَلَيْهِ السَّلَام আল্লাহর পুত্র, মুসলমানরা এই আকীদারও বিরোধিতা করে তবে এটার দ্বারা উদ্দেশ্য এটা নয় যে, এই তিনটি ধর্ম তিন খোদার উপাসনা করে।

www.dawateislami.net

আমরা প্রথমেই এই বিষয়টি স্পষ্ট করেছি যে, সত্যিকার খোদা শুধুমাত্র একজনই। ইহুদী, খ্রিষ্টান ও মুসলমানদের দাবি এই যে, তারা দ্বীনে ইব্রাহিমের উপর আছে, কিন্তু ইসলাম এই বিষয়টি খুবই স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছে যে, অন্যান্য ধর্মাবম্বলীরা আল্লাহ পাকের ব্যাপারে সহীহ আকায়িদ বিকৃত করে দিয়েছে আর দ্বীনের সত্যিকার শিক্ষা সরিয়ে দিয়ে মানুষের মনগড়া মতবাদ গ্রহণ করে নিয়েছে।

সকল ধর্মের সাথে সমঝোতাকারী খোদাকে আরবিতে "আল্লাহ"ই বলা হয়, উদাহরণস্বরুপ যদি আপনি ইঞ্জিলের কোন আরবি অনুবাদ করে পড়েন তবে আপনি সেখানেও আল্লাহ শব্দটি দেখতে পাবেন যেখানে ইংলিশ অনুবাদকৃত ইঞ্জিলে God লিখা থাকবে, এটা থেকে প্রতীয়মান হয় যে আল্লাহ শুধুমাত্র মুসলমানদের খোদা নয় বরং আল্লাহ সেই খোদার নাম প্রতিটি ধর্মে যাঁর ইবাদত করা হয়ে থাকে, এই বিষয়টি তো একদম এরকমই যেমন কেউ বললো যে, ফ্রান্স (French) এর লোকেরা ভিন্ন খোদার উপাসনা করে কেননা তাদের ভাষায় খোদার জন্য "Dieu" শব্দটি ব্যবহার হয়ে থাকে আর স্পেনে ভিন্ন খোদার ইবাদত হয় কেননা তাদের ভাষায় খোদার জন্য "Dios" শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে আর ইবরানী ভাষার লোকেরা ভিন্ন খোদার ইবাদত করে থাকে কেননা তাদের ভাষায় খোদার জন্য "Ya hweh" শব্দটি ব্যবহার হয়ে থাকে।

যাহোক খোদার জন্য "আল্লাহ" শব্দটিই সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত কেননা "আল্লাহ" শব্দটি না বহুবচন আর না সেটার কোন জিন্স (পুরুষ বা স্ত্রী বাচক শব্দ রয়েছে) অথচ God এর বহুবচনও রয়েছে এবং জিন্সও রয়েছে যেমন Gods (বহুবচন) আর Goddess (স্ত্রীবাচক শব্দ)।

www.dawateislami.net

কুরআনে মুকাদ্দাস যেটা মুসলমানদের জন্য আল্লাহ পাকের কালাম আরবি ভাষায় নাযিল হয়েছে, এজন্য মুসলমানরা God এর জন্য "আল্লাহ" শব্দটি ব্যবহার করে থাকে যদিওবা সেটি অন্য কোন ভাষাই হোক না কেনো কিন্তু আল্লাহ পাকের জন্য আরবি শব্দই বেশি ব্যবহার হয়ে থাকে যেটা নাকি "আল্লাহ" আর আল্লাহ শব্দের ইংলিশ অনুবাদ শুধুমাত্র God এর পরিবর্তে এইভাবে বলুন:

"The one true God অথবা The One and only God"

প্রশ্ন: কুরআনে পাকে আল্লাহ শব্দটির জন্য অনেক জায়গায় "আমরা" ব্যবহার করা হয়েছে, এর দ্বারা বোঝা যায় যে মুসলমানরা একাধিক খোদায় বিশ্বাসী?

উত্তর: ইসলামে শুধুমাত্র তাওহীদ তথা একত্ববাদকে বিশ্বাস করা আবশ্যক, ইসলাম এটার শিক্ষা দেয় যে আল্লাহ শুধুমাত্র একজন এবং তাঁকে ভাগ করা সম্ভব নয়, পবিত্র কুরআনে অনেক স্থানে আল্লাহ পাক নিজের জন্য "আমরা" শব্দটি ব্যবহার করেছেন কিন্তু এটার অর্থ এটা নয় যে ইসলামে একাধিক খোদার আকীদা পাওয়া যাচ্ছে, আল্লাহ পাক নিজে নিজেকে কুরআনে পাকে "আমরা" বলে উল্লেখ করার দ্বারা "শক্তি" ও "বাদশাহীর" দিকে নির্দেশ করেছেন।

কিছু ভাষায় দুই ধরনের বহুবচন হয়ে থাকে, একটির সম্পর্ক দুই বা দুইয়ের অধিক ব্যক্তি, জিনিস বা স্থানের সাথে হয়ে থাকে এবং দ্বিতীয়টির সম্পর্ক মাহাত্ম্য, শক্তি ও এককের উপর নির্দেশ করে থাকে যেমন শুধুমাত্র ইংরেজি ভাষায় England এর রানী যখন বক্তব্য দেয় তখন নিজের জন্য We অর্থাৎ "আমরা" শব্দটি ব্যবহার করে থাকে। (এটাকে Majestic

www.dawateislami.net

plural অথবা Royal plural অর্থাৎ শান ও মর্যাদা বিশিষ্ট বহুবচন বলে থাকে।)

পুরো কুরআনে জায়গায় জায়গায় তাওহীদের উপর তাগিদ বিদ্যমান রয়েছে, এটার স্পষ্ট উদাহরণ এই ছোট সূরা থেকে অনুমান করতে পারবেন:

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ﴿۱﴾
اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ﴿۲﴾
لَمْ یَلِدْ ۙ وَ لَمْ یُوْلَدْ ۙ﴿۳﴾
وَ لَمْ یَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ﴿۴﴾

(পারা: ৩০, সূরা ইখলাস)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আপনি বলুন, 'তিনি আল্লাহ, তিনি এক, আল্লাহ পরমুখাপেক্ষী নন, না তিনি কাউকে জন্ম দিয়েছেন আর না তিনি কারো থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন, এবং না আছে কেউ তাঁর সমকক্ষ হবার।

প্রশ্ন: কুরআন বলছে আল্লাহ পাক অনুগ্রহকারী অথচ তিনি কঠোর শাস্তিও দিয়ে থাকেন তাহলে এই বিষয়গুলো একসাথে কিভাবে সঠিক হতে পারে, হয়তো ক্ষমাকারী অথবা শাস্তিদানকারী?

উত্তর: কুরআনে পাকের অনেক জায়গায় আল্লাহ পাকের অনুগ্রহের কথা উল্লেখ রয়েছে মূলতঃ একটি সূরা ব্যতীত কুরআন শরীফর প্রতিটি সূরা "بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ" দ্বারা শুরু হয়ে থাকে, এটার অর্থ হলো "আল্লাহ পাকের নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।"

রহমান আর রহিম উভয় শব্দটি আরবি ব্যাকরণের দিক দিয়ে মুবালাগার সিগাহ। রহমান অর্থ: "সমস্ত সৃষ্টির উপর দয়াশীল" আর ইনসাফ করা তাঁর অনুগ্রহের অংশ। রহিম অর্থ "বিশেষভাবে ঈমানদারদের উপর অনুগ্রহকারী" আর ক্ষমা করে দেওয়াও তাঁর অনুগ্রহের অংশ।

www.dawateislami.net

এই দুইটি বৈশিষ্ট্য একসাথে ব্যবহৃত হওয়ার দ্বারা পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ অর্থ হয়, ক্ষমা করা ও ইনসাফ করা এসব তাঁর অনুগ্রহ, এবং এটাও যে আল্লাহ পাক কুরআনে পাকে সত্তরের চেয়েও বেশি স্থানে তাঁর অনুগ্রহ ও ক্ষমার মার্জনার কথা উল্লেখ করেছেন, আল্লাহ পাক বার বার নিজের অনুগ্রহ ও মাগফিরাতের কথা আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন:

وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ

(পারা: ২, সূরা বাকারা, আয়াত: ২১৮)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াবান।

হ্যাঁ যে তাঁর শাস্তির যোগ্য তিনি তাকে কঠিন আযাবও দিয়ে থাকেন, আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় মাহবুব হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে বলেন:

نَبِّئْ عِبَادِیْۤ اَنِّیْۤ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ ﴿۴۹﴾ وَ اَنَّ عَذَابِیْ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِیْمُ ﴿۵۰﴾

(পারা: ১৪, সূরা হিজর, আয়াত: ৪৯, ৫০)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: খবর দিন আমার বান্দাদেরকে যে, নিশ্চয় আমিই হই ক্ষমাশীল, দয়ালু, এবং আমার শাস্তিই অতি বেদনাদায়ক শাস্তি।

আল্লাহ পাক ইনসাফকারী আর এই ইনসাফের মধ্যে এই বিষয়টি আবশ্যক যে, তিনি যেন তাদেরকে অনুগ্রহ করেন যারা তাঁর হুকুম পালন করে। আর তাদেরকে শাস্তি দেবের যারা তাঁর হুকুম অমান্য করে ও অবাধ্যতা করে, যদি আল্লাহ পাক কোন অপরাধীকে শাস্তি দেন তবে সেটা হলো তাঁর ন্যায়বিচার আর ইনসাফ আর যদি তিনি কোন অপরাধীকে ক্ষমা করে দেন সেটা হবে তাঁর অনুগ্রহ, দয়া এবং ক্ষমা। আল্লাহ যিনি রহমান ও রহিম, তাদের সকলকে ক্ষমা করে দেন যারা তাওবা করে আর জীবনের

www.dawateislami.net

কোন ক্ষেত্রেও নিজেদের সংশোধন করে নেয়, তিনি মানবকুলকে তাঁর অধিক ক্ষমা ও অনুগ্রহের দিকে আহবান করেছেন:

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿۵۳﴾ وَ اَنِيْبُوْۤا اِلٰى رَبِّكُمْ وَ اَسْلِمُوْا لَهٗ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ ﴿۵۴﴾ وَ اتَّبِعُوْۤا اَحْسَنَ مَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَّ اَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ﴿۵۵﴾

(পারা: ২৪, সূরা যুমার, আয়াত: ৫৩ থেকে ৫৫)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আপনি বলুন, 'হে আমার ঐ বান্দাগণ! যারা নিজেদের আত্মার প্রতি অত্যাচার করেছো, আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেন; নিশ্চয় তিনিই ক্ষমাশীল, দয়ালু।' এবং আপন প্রতিপালকের প্রতি প্রত্যাবর্তন করো এবং তাঁর নিকট আত্মসমর্পন করো এরই পূর্বে যে, তোমাদের উপর শাস্তি এসে পড়বে অতঃপর তোমাদের সাহায্য করা হবে না। এবং সেটারই অনুসরণ করো যা উত্তম থেকে অধিকতর উত্তম তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, এরই পূর্বে যে, শাস্তি তোমাদের উপর হঠাৎ এসে পড়বে, তখন তোমরা টেরও পাবে না।

প্রশ্ন: কিছুলোক এটা স্বীকার করে যে মুসলমানরা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইবাদত করে এটা কি সত্য?

উত্তর: মুসলমান কোনভাবেই আল্লাহ পাকের রাসূল ও বান্দা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইবাদত করতে পারে না, আমরা এটা বিশ্বাস করি যে, তিনি আল্লাহ পাকের শেষ রাসূল, সমস্ত নবীদের ইমাম ও আল্লাহ পাক

www.dawateislami.net

তাঁকে প্রেরণ করেছেন যেমনটি অন্যান্য আম্বিয়াদেরকে প্রেরণ করেছেন, অতএব কিছুলোক ভুল করে নিজেরাই মেনে নেয় যে, মুসলমানরা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইবাদত করে অথচ যেমনিভাবে হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام কখনোই খোদা দাবি করেননি তেমনিভাবে হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও কখনো খোদা দাবি করেননি, তাঁরা শুধুমাত্র এক খোদার ইবাদতের দিকে আহবান করেছেন, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সর্বদা নিজের ব্যাপারে এটা বলেছেন যে, আমি আল্লাহ পাকের বান্দা ও তাঁর রাসূল।

হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে আল্লাহ পাকের শেষ নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন এবং তিনি আল্লাহ পাকের কালাম আমাদের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন, না শুধুমাত্র বলা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রেখেছেন বরং আমল করে জীবদ্দশায় উদাহরণ সহকারে আল্লাহ পাকের পয়গাম আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন এবং আমাদেরকে দ্বীন শিখিয়েছেন, মুসলমানরা তাঁকে খুব ভালোবাসে এবং তাঁকে সীমাহীন সম্মান ও ইজ্জত করে কেননা তাঁর চরিত্র ও আদর্শ খুবই অনন্য, তিনি আল্লাহ পাকের পয়গাম আমাদের নিকট পরিপূর্ণরুপে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন এবং তিনি আল্লাহ পাকের প্রেরিত এবং আল্লাহ পাকের মাহবুব এবং আল্লাহ পাক তাঁর ভালোবাসাকে আমাদের ঈমানের ভিত্তি বানিয়ে দিয়েছেন, এটি ইসলামের একনিষ্ঠ তাওহীদ।

মুসলমানরা আপ্রাণ চেষ্টা করে যে, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পরিপূর্ণ আনুগত্য করতে কিন্তু কোনভাবেই তাঁর ইবাদত করে না, ইসলাম এটারই শিক্ষা দেয় যে, মুসলমানগণ সমস্ত নবীদেরকে সম্মান করবে এবং তাঁদেরকে ভালোবাসবে। সুতরাং ইজ্জত করা ও সম্মান করার অর্থ ইবাদত করা নয় কেননা শুধুমাত্র সম্মান ও ইবাদতের মাঝখানে স্পষ্ট

www.dawateislami.net

পার্থক্য রয়েছে এবং মুসলমানরা এই বিষয়টিকে খুব ভালোভাবে জানে যে সমস্ত ইবাদত শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের জন্যই।

মূলতঃ ইসলামে আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করা এমন গুনাহ যেটার কোন ক্ষমা নেই, হ্যাঁ সেটা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইবাদত হোক বা অন্য কারো, যদি কোন ব্যক্তি মুসলমান হওয়ার দাবি করে আর আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করে তাহলে সে মিথ্যা দাবিদার, যখন আমরা কালিমায়ে শাহাদাত পড়ে ঈমানের সাক্ষী দিই তখন এই বিষয়টির স্পষ্ট ঘোষণা হয় যে, আমরা মুসলমানরা শুধুমাত্র আল্লাহ পাকেরই ইবাদত করি।

প্রশ্নঃ ইসলাম কি অপ্রচলিত প্রাচীন ধর্ম?

উত্তরঃ মুসলমানরা এই বিষয়টি নিয়ে খুবই অবাক হয়ে থাকে যে তাদের ধর্ম যার ভিতর আমল ও আকীদার দিক দিয়ে একটি প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়, অনেক সময় সেটা নিয়ে অপ্রচলিত প্রাচীন ধর্ম বলে অপবাদ দিয়ে থাকে হয়তো এই ভুল ধারণাটি মানুষের মধ্যে এই কারণে সৃষ্টি হয়েছে যে, প্রত্যেক সুখ ও দুঃখের সময় মুসলমান اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলে থাকে, এমনটি এ কারণে হয়ে থাকে মুসলমানরা এটা জানে যে "প্রতিটি জিনিস আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে এসে থাকে" যিনি সমস্ত জাহানের সৃষ্টিকর্তা এবং সবকিছু তাঁর ইচ্ছায় হয়ে থাকে, এই কারণে মুসলমানরা বস্তুগত পদার্থের ব্যাপারে কম ভেবে থাকে আর দুনিয়ার এই অস্থায়ী জীবনকে এমনভাবে দেখে যেমনটি সেটাকে দেখা উচিত, একজন সত্যিকার মুসলমান আল্লাহ পাকের উপর পরিপূর্ণ ভরসা রাখে এবং সে এটা জানে যে, যা কিছুই হয় তা আমাদের ভালোর জন্যই হয়ে থাকে, এই কথাটি কারো বোধগম্য হোক বা

www.dawateislami.net

না হোক মুসলমানরা খুশিমনে আল্লাহ পাকের সিদ্ধান্ত তথা (তাকদির) মেনে নিয়ে থাকে, যেটা তাদের খুশি হওয়া ও অসন্তুষ্ট হওয়ার কারণে পরিবর্তন যোগ্য নয়।

এটার অর্থ এটাও নয় যে, মুসলমানরা বসে বসে নিজের তাকদিরের ফয়সালার জন্য অপেক্ষা করবে আর জীবনে কোন আমল করবে না বরং ইসলাম এই বিষয়টির প্রতি তাকিদ দিচ্ছে যে, মুসলমানগণ চেষ্টা করবে প্রতিটি অপছন্দনীয় ও নিন্দনীয় স্বভাবসমূহ পরিবর্তন করতে, আমল তো মুসলমানের ঈমানের সাথে সম্পৃক্ত থাকে কেননা যদি মানুষের মধ্যে নিজের ফয়সালায় কিছু করার যোগ্যতা না থাকতো তবে এই কথাটি ইনসাফ থেকে অনেক দূরে থাকতো যে তার কাছ থেকে আমলের আশা করা হোক বা সে কিছু মন্দ ছেড়ে দিক।

অপ্রচলিত প্রচীন ধর্ম হওয়া তো দূরের কথা ইসলাম তো এই বিষয়টির শিক্ষা দেয় যে, মানুষের এই জীবনের বড় উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ পাকের ইবাদত করা এবং এমন আমল করা যার মাধ্যমে তিনি রাজি হয়ে যান, ইসলামের শিক্ষা হলো এটা যে, মানুষ জীবনে ভালো কাজ করুক এবং ইবাদত ও দোয়ার মাধ্যমে সেটাকে সুদৃঢ় করুক, কিছুলোক অলস ও উদাসিন হয়ে থাকে আর যখন তাদের কোন বিপদ অথবা দুঃখ আসে তখন সমস্ত অভিযোগ নিজের ভাগ্য বা তাকদিরের উপর দিয়ে থাকে, কিছুলোক তো আল্লাহর পানাহ! এই পর্যন্ত পৌঁছে যায় আর বলে যে, যদি আল্লাহ পাক চাইতেন তবে সে এই গুনাহ বা অপরাধটি করতো না, আল্লাহর পানাহ! মূলতঃ যেন সেই গুনাহটি আল্লাহ পাক তার মাধ্যমে করিয়েছেন।

এইভাবে দলিলাদিও না বোঝার দাবি করে থাকে কেননা আল্লাহ পাক সর্বদা তা-ই করেন যা সঠিক হয়, আল্লাহ পাক আমাদেরকে এই

www.dawateislami.net

বিষয়ে হুকুম দেননি যা আমাদের সামর্থ্যের বাইরে, কেননা ইনসাফ হলো কামিল ও ত্রুটিমুক্ত।

প্রশ্নঃ আপনারা কি মৃত্যুর পর জীবিত হওয়ার বিষয়টি বিশ্বাস করেন? মৃত্যুর পরের জীবনের প্রমাণ আপনারা কিভাবে করতে পারেন?

উত্তরঃ ইসলাম এই বিষয়টির শিক্ষা দেয় যে, জীবন একটি পরীক্ষা এবং সেটা পরকালের প্রস্তুতির জন্য আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে, এমন একটি দিন আসবে যেদিন এই পুরো পৃথিবী ধ্বংস ও নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং পুনরায় সেটার সৃষ্টি হবে এবং মৃতরাও জীবিত হয়ে যাবে, আল্লাহ পাকের দরবারেও তাদেরকে হিসাব ও নিকাশের জন্য দণ্ডায়মান করা হবে।

কিয়ামতের দিন একটি নতুন জীবনের সূচনা হবে, এমন জীবন যা আর কোনদিন শেষ হবে না, এটা সেই সময় হবে যেদিন প্রত্যেককে তাদের জন্য পুরো পুরো বিনিময় দেওয়া হবে, আল্লাহ পাক যিনি সবচেয়ে বেশি ইনসাফকারী মানুষের ভালো ও মন্দ আমলের ভিত্তিতে তাকে প্রতিদান দিবেন।

যদি মৃত্যুর পর জীবন না থাকতো তবে আল্লাহ পাককে মান্য করা অর্থহীন হয়ে যেত আর যদি কেউ আল্লাহ পাকের উপর বিশ্বাস না রাখতো তবে সেটার অর্থ এটা হতো যে, তিনি কেমন আশ্চর্যকর খোদা যে, একবার মানুষকে সৃষ্টি করার পর তাদের ব্যাপারে তাঁর কোন খবর নেই। নিশ্চয় আল্লাহ পাক সবচেয়ে বেশি ইনসাফকারী। তিনি এমন যালিমকে শাস্তি দিবেন যার অপরাধ খুব বেশি, যেমন হাজারো নিপরাধ মানুষকে হত্যাকারী, সমাজের মধ্যে মন্দ বিষয়াদি প্রতিষ্ঠাকারী, নিজের আরাম ও আয়েশের জন্য অন্য মানুষকে নিজের গোলাম নিযুক্তকারী ইত্যাদি।

www.dawateislami.net

জীবন সংক্ষিপ্ত, একজন ব্যক্তির ভাল ও মন্দ আমলের কারণে অসংখ্য লোক প্রভাবিত হয়, সঠিক এবং পরিপূর্ণ প্রতিদান এই সংক্ষিপ্ত জীবনে অগ্রহণযোগ্য আমল। কুরআনুল করীম অকাট্যভাবে এই বিষয়টি স্পষ্ট করে যে, কিয়ামত সংগঠিত হবে এবং প্রত্যেক নফসের ব্যাপারে আল্লাহ পাক ফয়সালা করবেন। প্রত্যেক মানুষ এটা চায় যে, সে যেন ইনসাফ পায় যদিও মানুষ অপরের জন্য ইনসাফকারী হোক বা না হোক, তবে নিজের জন্য ইনসাফ চায়। উদাহরণস্বরুপ সমাজের অপরাধমূলক পেশা এবং যালিম ব্যক্তি, প্রভাব প্রতিপত্তি ও শক্তির নেশা, মানুষদের কষ্ট ও দুঃখ দাতাদের একেবারে ইতস্তকারি, এই ধরনের লোকদের সাথে যদি কখনো বে-ইনসাফী হয়ে যায় তবে এতে সীমাহীন অভিযোগ করে এবং হৈ চৈ করে।

প্রত্যেক সেই ব্যক্তি যার সাথে অন্যায় হয়েছে, অথবা সামাজিকভাবে তার যেই মর্যাদায় হোক না কেন, সে অবশ্যই চাইবে যে, তার উপর অন্যায়কারীর অবশ্যই শাস্তি হোক। যদিও অপরাধীদের একটি বড় সংখ্যকদের শাস্তি হয়ে যায় কিন্তু এমন অনেক অপরাধী রয়েছে যাদের খুব হালকা শাস্তি হয় অথবা তাকে মুক্ত করে দেওয়া হয় আর হতে পারে যে, সে এক আনন্দঘন ও সুখময় জীবন-যাপন করছে। আল্লাহ পাক কোন অপরাধীকে দুনিয়াতে কোন শাস্তি নাই বা দিক কিন্তু কিয়ামতের দিন সেই অপরাধীর ভয়াবহ পাকড়াও হবে এবং তাকে শাস্তি দেওয়া হবে।

এটা সঠিক যে, অপরাধী তার শাস্তির একটা অংশ এই দুনিয়াতে যদি পেয়ে যায় তবে এই শাস্তি অপূর্ণ থাকবে, একেবারে এটার মতো, যে ভাল কাজ করল, মানুষদের সাহায্য করল এবং তাদের মাঝে ইলম বিতরণ করল, তাদের ঈমান হেফাযতের ব্যবস্থা করল, জীবন রক্ষা করল, হক

www.dawateislami.net

এবং সত্যের সমর্থনে বিপদ-আপদ ও অন্যায়ে ধৈর্যধারণ করল, দুনিয়ার সামান্য জীবনে এই সকল ভাল কাজের পরিপূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হয় না, এমনিভাবে নেক আমলের পরিপূর্ণ প্রতিদান সেই জীবনেই দেওয়া হয় যেটার কোন শেষ নেই।

আখিরাতের উপর বিশ্বাস রাখা পরিপূর্ণভাবে জ্ঞানে আসার মত বিষয়। আল্লাহ পাক কিছু জিনিস এমন সৃষ্টি করেছেন যেটা আমাদেরকে এই দুনিয়ার জীবনে আনন্দ দেয় এবং ভাল লাগে, যেমনিভাবে ইনসাফ, যদিও সাধারণত এটা পাওয়া যায় না। একজন ব্যক্তির দুনিয়াতে নিজের অনেক উদ্দেশ্যে সফল হয়ে যায়, দুনিয়ার সুখের একটি বিশেষ অংশও পেয়ে যায় কিন্তু সে এটাই মেনে নেয় যে, দুনিয়া ইনসাফের জায়গা নয়।

এই জীবন আমাদের অস্তিত্বের একটি অংশ এবং আখিরাত এটার আবশ্যকীয় ফলাফল, যেটার মাধ্যমে ন্যায়পরায়ণতা ও ইনসাফের পরিমাপ পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠা হয়। যা এখানে পাওয়া যায়নি তা সেখানে পাওয়া যাবে এবং যেকোনভাবে যা এখানে নাজায়িয পন্থায় অর্জন করা হয়েছে, আখিরাতে মানুষকে সেটা থেকে বঞ্চিত করে দেওয়া হবে। এটা হল সেই পরিপূর্ণ ও নিখুত ইনসাফ যেটার ওয়াদা সবচেয়ে অধিক ইনসাফকারী নিখুত প্রতিপালক (আল্লাহ পাক) করেছেন।

প্রশ্ন: এটা কি সঠিক যে, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বয়ং নিজে কুরআন লিখেছেন অথবা ইঞ্জিল থেকে নকল করেছেন?

উত্তর: এই ভুলটি সংশোধন করার পূর্বে এই জিনিসটি নোট করা আবশ্যক যে, কুরআন মাজীদ ছাড়া অন্য কোন আসমানি কিতাবে বারংবার এবং স্পষ্টভাবে দাবী করা হয়নি যে, সেগুলো কোন মাধ্যম ছাড়া আল্লাহ পাকের কালাম। আল্লাহ পাক কুরআনুল করীমে ইরশাদ করেন:

www.dawateislami.net

اَفَلَا یَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ ؕ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِیْهِ اخْتِلَافًا كَثِیْرًا

(পারা ৫, সূরা নিসা, আয়াত: ৮২)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: তবে কি তারা গভীর চিন্তা করে না কুরআনের মধ্যে? এবং যদি তা খোদা ব্যতীত অন্য কারো নিকট থেকে হতো তবে তাতে বহু বিরোধ পেতো।

যখন কুরআনে করীম নাযিল হচ্ছিল তখন আরববাসীরা এটা বুঝতে পেরেছিল যে, কুরআনের ভাষা খুবই আলাদা এবং ঐ ভাষা থেকে একেবারে ভিন্ন, যেটা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং অন্যান্য লোকেরা বলে থাকেন, এতদসত্ত্বেও ঐ সময় আরবের লোকেরা কাব্য ও কবিতা এবং ভাষার বিশুদ্ধতার ব্যাপারে খুবই দক্ষ ছিল।

আর বিষয়টি হচ্ছে, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বাহ্যিকভাবে পড়াশুনা করেননি এর অর্থ হল এটাই যে, তিনিএমন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ইলম অর্জন করেননি যেটা ঐ সময় মক্কায়ে মুকাররমা ও সেটার আশেপাশে পরিচিত ছিল কিন্তু নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাক তাঁকে ইলম শিক্ষা দিয়েছেন, কুরআনে পাক বর্ণনা দিচ্ছে:

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ

(পারা ৫, সূরা নিসা, আয়াত: ১১৩)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন যা কিছু আপনি জানতেন না।

যদি হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কারো কাছে গিয়ে ইলম অর্জন করতেন তবে তাঁর যুগের লোকেরা তাঁর বিরোধী ছিল তারা অবশ্যই এই বিষয়টা নিয়ে সমালোচনা করত এবং এটার পর্দা উঠাতো কিন্তু এই কথার কোন সাক্ষী নেই যে, বিরোধিরা এমনটি করেছে। এতে সন্দেহ নেই যে, অনেক লোক হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দাওয়াত প্রত্যাখান করেছে

www.dawateislami.net

যেমনিভাবে পূর্বের আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এর পয়গাম প্রত্যাখ্যান করেছে কিন্তু কোন ব্যক্তিই হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পয়গাম প্রত্যাখ্যান করার এই কারণ বলেনি যে, কোথাও থেকে পড়ে বা শিখে আসে এরপর আমাদেরকে এই দাবি নিয়ে বলে যে, এটা আল্লাহ পাকের কালাম।

এই কথাটিও নোট করা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য থেকে মুক্ত নয় যে, যদিও কুরআনুল করীম কোন কাব্য ও কবির গ্রন্থ নয় কিন্তু কুরআন মাজীদ অবতীর্ণ হওয়ার পর কাব্য কবিতার প্রতি আরবদের আগ্রহ কমে গেছে, এটা বলা যেতে পারে যে, কুরআন মাজীদ আরবি সাহিত্যের অপূর্ব শৈলী এবং হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শত্রুরা এটা বুঝতে পেরেছে যে, তারা কুরআনুল করীমের (ভাষার) সৌন্দর্যতা ও বাগ্মিতার মোকাবেলা করতে অক্ষম হয়ে গেছে। কুরআনুল করীমের চেয়ে উত্তম কালাম পেশ করা তো দূরের কথা কুরআনের একটি ছোট সূরার সমানও কোন কিছু পেশ করতে পারেনি।

ইসলামের সমালোচনাকারী কিছু খ্রিষ্টান এই কথার দাবি করে যে, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বয়ং নিজে তো কুরআনের লেখক নয় তবে তিনি ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের কিতাব থেকে নকল করে কুরআন তৈরী করেছেন, অথচ বাস্তবতা হল এটাই যে, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে কোন ইহুদী ও খ্রিষ্টানের সম্পর্ক ছিল না। ইতিহাস এই কথার সাক্ষী দেয় যে, তিনি নবুয়ত ঘোষণার পূর্বে শুধুমাত্র তিনটি সফর করেছেন। ছয় বছর বয়সে তিনি তাঁর আম্মাজান সায়্যিদাতুনা আমেনা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর সাথে মদীনা শরীফ তাশরীফ নিয়ে যান। এবং বারো বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার আগে তিনি তাঁর চাচা আবু তালিবের সাথে সিরিয়ায় এক ব্যবসায়ীক সফর করেন।

www.dawateislami.net

এরপর তাঁর বিবাহের পূর্বে যখন তাঁর বয়স পঁচিশ বছর ছিল তখন হযরত খাদিজাতুল কুবরার এক ব্যবসায়ীক কাফেলাকে সিরিয়ায় নিয়ে যান।[১]

এক খ্রিষ্টান বৃদ্ধ ও অন্ধ আলিম ব্যক্তি, যাকে হুযুর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم চিনতেন, যার নাম ছিল ওয়ারাকা বিন নাওফেল, তিনি হযরত বিবি খাদিজাতুল কুবরা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর আত্মীয় ছিলেন, তিনি তাঁর পুরনো ধর্ম ছেড়ে খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং ইঞ্জিল গ্রন্থে খুবই পারদর্শী ছিলেন। হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তার সাথে দুইবার সাক্ষাৎ করেছেন, প্রথমবার নবুয়ত ঘোষণার কিছু সময় পূর্বে। আর দ্বিতীয়বার হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ওয়ারাকা বিন নাওফেলের সাথে ঐ সময় সাক্ষাৎ করেন যখন তাঁর উপর ওহী নাযিল হয়।[২] ওয়ারাকা বিন নাওফেল رَضِیَ اللهُ عَنْهُ মুসলমান হয়ে গেলেন এবং তিনিই হলেন সেই খ্রিষ্টান আলিম যিনি ইসলামের ছায়াতলে প্রবেশ করেন।[৩] আর এর তিন বছর পর ইন্তেকাল করেন,[৪]কিন্তু কুরআন মাজীদ নাযিল ২৩ বছর যাবৎ অব্যাহত ছিল।[৫]

মুশরিকদের মধ্যে থেকে হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কিছু শত্রু তাঁর উপর অপবাদ দিল যে, তিনি রোমের এক কামারের কাছ থেকে কুরআন শিখেছেন যে ছিল খ্রিষ্টান এবং মক্কার বাহিরে সে তার নিজের তাবু লাগিয়েছিল, তাদের এই অপবাদের জবাবে আল্লাহ পাক এই আয়াত নাযিল করেন:

---

১. (সীরাতে মুস্তফা, ৮৬-৯০ পৃ:। তিরমিযি, কিতাবুল মানাকিব, বাবু মা জাআ ফি বাদাউ নবুওয়াতুন নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, ৫/৩৫৬, হাদিস: ৩৬৪০)
২. (বুখারী, কিতাবুল বাদাউল ওহী, ১/৭, হাদিস: ৩, ৪ ও সীরাতে মুস্তফা, ১০৯ পৃ:)
৩. (আস সীরাতুল হালাবিয়া, ১/৩৯৩)
৪. (আস সীরাতুল হালাবিয়া, ৩/৫২১)
৫. (তাফসীরে বায়যাভী, পারা ৩০, সূরা কদর, আয়াত: ৩, ৫/৫১৩)

www.dawateislami.net

يَقُوْلُوْنَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهٗ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِیْ
یُلْحِدُوْنَ اِلَیْهِ اَعْجَمِیٌّ وَّ هٰذَا لِسَانٌ
عَرَبِیٌّ مُّبِیْنٌ وَ لَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّهُمْ

(পারা ১৪, সূরা নাহল, আয়াত: ১০৩)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর নিশ্চয় আমি জানি যে, তারা বলে, এটাতো কোন মানুষ শিক্ষা দেয়। (তারা) যার প্রতি এটা নিক্ষেপ করে তার ভাষা তো আরবি নয়, আর এটা হচ্ছে স্পষ্ট আরবি ভাষা।

হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শত্রুরা খুবই কাছ থেকে সুযোগ খুঁজতে থাকতো যে, হয়তো তারা এমন কোন তথ্য পেয়ে যাবে যেটার ভিত্তিতে এটা প্রমাণ করতে পারবে যে, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একজন মিথ্যুক কিন্তু তারা এমন কোন সুযোগ খুঁজে পেল না যেটার ভিত্তিতে একথা বলতে পারে যে, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم গোপনে কোন ইহুদী বা খ্রিষ্টানের সাথে সাক্ষাত করে।

এ কথা সত্য যে, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইহুদী এবং খ্রিষ্টানদের সাথে ধর্মীয় বিষয়ে কথাবার্তা বলেছেন কিন্তু ওই সব কথাবার্তা প্রকাশ্যে মদীনাতুল মুনাওয়ারায় হয়েছিল অথচ কুরআনুল করীম নাযিল ১৩ বছর পূর্বে থেকে হয়ে আসছিল। এই কথা প্রকাশ্য দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের কুরআন লিখাতে হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাহায্য করাটা বিবেক ও বর্ণনার দিক দিয়ে ভিত্তিহীন। মূলতঃ হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মূল ভূমিকা ছিলো একজন পথপ্রদর্শক ও শিক্ষকস্বরূপ। হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রকাশ্যে ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের ইসলাম গ্রহণ করার দাওয়াত দেন। তাদের উপর স্পষ্ট করলেন যে, আল্লাহ পাকের তাওহীদের সঠিক শিক্ষা থেকে ওই সব লোকেরা কিভাবে বিমুখ হতে পারে। অনেক ইহুদী এবং খ্রিষ্টান হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর

www.dawateislami.net

দাওয়াত শুনে ইহুদী ধর্ম ও খ্রিষ্টান ধর্ম ছেড়ে ইসলামের ছায়াতলে প্রবেশ করে।

এটা আল্লাহ পাকের হিকমত যে, তিনি শেষ নবী হিসেবে এমন এক সত্তাকে পাঠিয়েছেন যিনি বাহ্যত পড়ালেখা করেননি, যাতে যেসব অভিযোগকারী ছিল তাদের জন্য অভিযোগের কোন সুযোগ না থাকে এবং না কোন সন্দেহ করতে পারে যে, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কুরআনে পাককে কোথাও থেকে নকল করেছেন, এটা মনে রাখবেন, যে সময় হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কুরআনে পাককে আল্লাহ পাকের কালাম হওয়ার দাবী করলেন এবং মানুষের নিকট পৌঁছালেন ওই সময় ইঞ্জিলের কোন কপি আরবিতে বিদ্যমান ছিল না। এটা সত্য যে, কুরআনে পাক এবং ইঞ্জিলের মধ্যে সাদৃশ্য পাওয়া যায় কিন্তু এই সাদৃশ্যতা এই কথার ভিত্তি হতে পারে না যে, হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর এই অভিযোগ করা যায় যে, তিনি কুরআনে পাককে ইঞ্জিল থেকে নকল করেছেন। কিতাবের মধ্যে সাদৃশ্যতার অর্থ এই নয় যে, পরবর্তীতে আসা নবীগণ পূর্বের নবীগণ থেকে নকল করেছেন। মূলতঃ এই সাদৃশ্যতা এই বিষয়ের দিকেই ইঙ্গিত বহন করে যে, আগের এবং পরের সকল কিতাব আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে এবং আল্লাহ পাকের পয়গাম রয়েছে, এই কারণে সাদৃশ্যতা রয়েছে, আর ওই সব কিতাবে তাওহীদের মূল বার্তা এক।

প্রশ্ন: কুরআন অন্যান্য নাযিলকৃত কিতাব থেকে ভিন্ন কিভাবে?

উত্তর: প্রত্যেক মুসলমানের এটা মৌলিক আকীদা বা দৃঢ় বিশ্বাস যে, সে আল্লাহ পাকের সকল নবী এবং রাসূলের উপর ঈমান রাখে এবং যা কিছু আল্লাহ পাক অবতীর্ণ করেছেন সেগুলোকে অন্তর থেকে স্বীকার করবে যদিও

www.dawateislami.net

কতিপয় আসমানি কিতাব এখনো বিদ্যমান কিন্তু নিজস্ব যে ভাষায় সেগুলো নাযিল হয়েছিল সেই ভাষার উপর অবশিষ্ট নেই। অর্থাৎ মানুষ সেগুলোর ভিতর পরিবর্তন করে ফেলেছে, কুরআনে পাকই আল্লাহ পাকের এমন কালাম যেটার হেফাযতের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ পাক নিয়েছেন। আর সেটা সকল প্রকার পরিবর্তন থেকে নিরাপদ, আল্লাহ পাক কুরআনুল করীমে ইরশাদ করেন:

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ

(পারা ১৪, সূরা হিজর, আয়াত: ৯)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: নিশ্চয় আমি অবতীর্ণ করেছি এই কুরআন এবং নিশ্চয় আমি নিজেই সেটার সংরক্ষক।

নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দুনিয়াতে তাশরীফ আনার পূর্বে যে সকল আসমানি কিতাব বিদ্যমান ছিল, উদাহরণস্বরুপ তাওরাত এবং ইঞ্জিল এগুলো ওই সময় লিখা হয়েছিল, যখন ওই সকল আম্বিয়ায়ে কেরাম ইন্তেকাল করলেন যাদের উপর এই কিতাব নাযিল হয়েছিল এবং এগুলোর বিপরীতে সম্পূর্ণ কুরআন হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জাহেরী জীবনে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল, খেজুরের পাতায়, চামড়ায় এবং হাড্ডিতে মুসলমানরা লিখে নিয়েছিল, অতঃপর এর পাশাপাশি সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর একটি বড় সংখ্যা এমন ছিল যারা কুরআনুল করীম মুখস্ত করে নিয়েছিল এবং এর যে আসল আরবি ভাষা ছিল সেটাকে নিজের বক্ষে এবং মন ও মস্তিস্কে ধারণ করে নিয়েছিল, কুরআনে পাককে হাজার হাজার এমনকি লক্ষ লক্ষ মুসলমানরা আপন যুগে অধিক পরিমাণে পাঠ করেছিল, এটাকে মুখস্ত করেছিল। বাস্তবতা হলো এটাই যে, প্রত্যেক যুগে মুসলমানদের এক বৃহৎ সংখ্যক কুরআনে পাক মুখস্ত করতো আর এইভাবে

www.dawateislami.net

কুরআনে পাকের শব্দাবলি হেফাযত হতে থাকে এবং দুনিয়াতে কোন ধর্মীয় বা অধর্মীয় এমন কোন কিতাব পাওয়া যাবে না যেটাকে এইভাবে লিখা হয়েছে, সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং বংশের পর বংশ সেটা একটি সম্প্রদায়ের ভিতর খুব বড় সংখ্যক লোক হেফয তথা মুখস্ত করে যাচ্ছে।

কুরআনে পাক এই বিষয়টি উপস্থাপন করছে যে, আল্লাহ পাকের যত নবী রয়েছেন তারা ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে একে অপরের সাথে জড়িয়ে আছে, সমস্ত নবীদের মিশন একই এবং যেই মৌলিক পয়গাম ছিল তারা সবাই মানুষের নিকট পৌঁছিয়েছেন। বিশেষ করে যেই জিনিসটি সবার মাঝে সম্পৃক্ত রয়েছে সেটা হল শুধুমাত্র এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে মানুষকে আহবান, সুতরাং তাঁদের সবার উদ্দেশ্য একই ছিল এবং তারা ছিলেন আল্লাহ পাকের সত্তার পরিচায়ক। যদিও অন্যান্য কিতাবেও ইসলামের মৌলিক ধর্মীয় বিষয়ের মাঝে সাদৃশ্য রয়েছে, কিন্তু সেগুলো বিশেষ স্তরের এবং বিশেষ লোকদের জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে, সুতরাং ওই সমস্ত কিতাবের উসূল ও নিয়ম-কানুন ওই সকল লোকদের জন্য, যাদের জন্য সেই কিতাবগুলো নাযিল করা হয়েছে। অপর দিকে দেখলে কুরআনুল করীম সমস্ত মানবজাতির জন্য নাযিল হয়েছে, কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য নাযিল হয়নি, আল্লাহ পাক কুরআনুল করীমে ইরশাদ করেন:

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ

(পারা ২২, সূরা সাবা, আয়াত: ২৮)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর হে মাহবুব! আমি আপনাকে প্রেরণ করিনি, কিন্তু এমন রিসালত সহকারে যা সমস্ত মানবজাতিকে পরিব্যাপ্ত করে নেয়, সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারী, কিন্তু অনেকে জানে না।

www.dawateislami.net

প্রশ্ন: এটা কি সঠিক যে, মুসলমানরা ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام ও অন্যান্য নবীদের মান্য করে না?

উত্তর: যদি কোন মুসলমান ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام অথবা অন্য কোন নবীর উপর ঈমান না রাখে তবে সে মুসলমানই নয়। সকল মুসলমান ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام ও অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরামদেরকে عَلَيْهِمُ السَّلَام মানেন, এটা মুসলমানদের ঈমানের মূল ভিত্তি যে, তারা আল্লাহ পাকের প্রত্যেক নবী এবং রাসূলের উপর ঈমান আনবে। মুসলমানরা ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام কে খুবই সম্মান করে এবং তাঁর দ্বিতীয়বার তাশরীফ আনার অপেক্ষমান। কুরআন মাজীদ অনুসারে ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام কে না শূলিতে চড়ানো হয়েছে আর না তাঁকে হত্যা করা হয়েছে বরং তাঁকে আসমানে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে।[১]

মুসলমানরা এই বিষয়ের প্রতিও বিশ্বাস রাখে যে, হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন আম্বিয়ায়ে কেরামদের عَلَيْهِمُ السَّلَام অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু না তিনি খোদা, আর না খোদার সন্তান। আর হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর মাতা হযরত মরিয়ম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا অত্যন্ত নেককার এবং খোদাভীরু মহিলা ছিলেন। কুরআনে পাক আমাদের বলে যে, ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام পিতা ছাড়া আল্লাহ পাকের কুদরতের ভিত্তিতে জন্মগ্রহণ করেন, আল্লাহ পাক কুরআনুল করীমে ইরশাদ করেন:

اِنَّ مَثَلَ عِیْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَؕ خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَیَكُوْنُ

(পারা ৩, সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৫৯)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: ঈসার দৃষ্টান্ত আল্লাহর নিকট আদমের ন্যায়, তাঁকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর বললেন, হয়ে যাও, তৎক্ষনাৎ সে হয়ে যায়।

১. (পারা ৬, সূরা নিসা, আয়াত: ১০৭-১০৮)

www.dawateislami.net

অনেক খ্রিষ্টান এটা জেনে চমকে উঠে যে, মুসলমানরা হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام কে আল্লাহ পাকের মহান নবী ও রাসূলদের মধ্যে একজন বলে গণ্য করেন। মুসলমানদের এটা শিক্ষা দেওয়া হয় যে, ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام কে ভালোবাসো এবং কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত মুসলমান হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে এই বিষয়টি মেনে না নেয় যে, হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام পিতা ছাড়া জন্মগ্রহণ করেছেন। আর মুসলমানরা এই বিষয়গুলো এই কারণে বিশ্বাস করে না যে, তারা এই বিষয়গুলো ইঞ্জিল কিতাব থেকে পড়েছে বরং কুরআনে পাক এই বিষয়গুলো ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর ব্যাপারে উল্লেখ করেছে, কিন্তু মুসলমানরা সব সময় এই বিষয়টির প্রতি তাকিদ দিয়ে থাকে যে, ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর মুজিযা হোক বা অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এর মুজিযা, সেটা আল্লাহ পাকের সম্মতি এবং তাঁর সন্তুষ্টি এবং তিনি সক্ষম করে দেন বিধায় প্রকাশ পায়।

মুসলমানরা এই বিষয়টি কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করে যে, আল্লাহ পাকের কোন সন্তান রয়েছে , বরং কুরআনে পাক দৃঢ়ভাবে এই বিষয়টি বর্ণনা করছে যে, আল্লাহ পাকের কোন সন্তান নেই। এই বিষয়টিরও ব্যাখ্যা করে দেওয়া আবশ্যক যে, যখন মুসলমান ইঞ্জিলের কিছু বিষয়ের সমালোচনা করে তখন এর দ্বারা কখনো এই উদ্দেশ্য নয় যে, তারা ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর উপর হামলা করছে বরং খ্রিষ্টানদের আকীদা উদাহরণস্বরুপ ত্রিত্ববাদ ইত্যাদির ব্যাপারে সমালোচনা করে কারণ এই বিষয়গুলো ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام শুরু করেননি, তাঁর সাথে এই বিষয়গুলোর কোন সম্পর্ক নেই। আর যখন মুসলমানরা ইঞ্জিলের বরাত দিয়ে থাকে এবং বলে যে, এটা আল্লাহ পাকের কালাম কিন্তু এটাকে পরিবর্তন করে দিয়েছে এবং এতে অনেক জায়গায় মানুষের শব্দ রয়েছে আল্লাহ পাকের শব্দ নেই, সুতরাং এই

www.dawateislami.net

সমালোচনার উদ্দেশ্য কখনোই এটা নয় যে, মুসলমানরা ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর উপর হামলা করছে।

মুসলমানরা এই বিশ্বাস রাখে বর্তমান সময়ে যেই ইঞ্জিল রয়েছে সেখানে কোথাও কোথাও ছোট ছোট অংশ রয়েছে যেগুলো আল্লাহ পাকের আসল কালাম। আর এতে এমন অনেক অংশ রয়েছে যেখানে মানুষের অনুপ্রবেশ ঘটেছে এবং বিপুল সংখ্যক আয়াত পরিবর্তন হয়ে গেছে। আর পবিত্র ইঞ্জিলের বিভিন্ন অনুবাদ যেগুলো মানুষের কাছে আছে সেগুলো একটা আরেকটা থেকে অনেক ভিন্ন, মুসলমানরা এই বিষয়ের উপর বিশ্বাস রাখে যে, মূল ইঞ্জিল হলো সেটাই যেটা ঈসা এর শিক্ষায় রয়েছে, সেটা নয় যেটা পরবর্তীতে মানুষেরা উদাহরণস্বরুপ পল (PAUL) বা অন্য গীর্জা ঘরের লিডাররা লিখেছিল বরং প্রকৃত পক্ষে ইসলাম সেই তাওহীদের উপর জোর দিয়ে থাকে যেটা হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام খুব বেশি প্রচার-প্রসার করেছিলেন। আর সেটা হল আল্লাহ পাককে এক বলে মান্য করা এবং শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের ইবাদত করা।

প্রশ্ন: কুরআনে পাক ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর ব্যাপারে কী বলে?

উত্তর: ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام সেই মহা মর্যাদা সম্পন্ন রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত, যাদের বর্ণনা নাম সহকারে কুরআনে পাকে রয়েছে, বাস্তব কথা হল এটাই যে, কুরআনে পাকে একটি সূরার নাম হল সূরা মরিয়ম। এই সূরায় হযরত মরিয়ম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এবং তাঁর প্রিয় পুত্র হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর খুব আলোচনা করা হয়েছে। এবং পবিত্র কুরআনের অনেক জায়গায় ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর আলোচনা করা হয়েছে, এখানেও আমরা কুরআনে পাকের কিছু আয়াত পেশ করছি যেখানে হযরত মরিয়ম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এবং তাঁর পুত্র হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর আলোচনা রয়েছে:

www.dawateislami.net

وَ اذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ مَرْيَمَ ۘ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ۙ﴿۱۶﴾ فَاتَّخَذَتْ مِنْ
دُوْنِهِمْ حِجَابًا ۖ فَاَرْسَلْنَاۤ اِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴿۱۷﴾ قَالَتْ اِنِّيْۤ
اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ﴿۱۸﴾ قَالَ اِنَّمَاۤ اَنَا رَسُوْلُ رَبِّكِ ۖ لِاَهَبَ لَكِ
غُلٰمًا زَكِيًّا ﴿۱۹﴾ قَالَتْ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّ لَمْ يَمْسَسْنِيْ بَشَرٌ وَّ لَمْ اَكُ بَغِيًّا ﴿۲۰﴾ قَالَ
كَذٰلِكِ ۚ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ ۚ وَ لِنَجْعَلَهٗۤ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَ رَحْمَةً مِّنَّا ۚ وَ كَانَ اَمْرًا
مَّقْضِيًّا ﴿۲۱﴾ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهٖ مَكَانًا قَصِيًّا ﴿۲۲﴾ فَاَجَآءَهَا الْمَخَاضُ اِلٰى
جِذْعِ النَّخْلَةِ ۚ قَالَتْ يٰلَيْتَنِيْ مِتُّ قَبْلَ هٰذَا وَ كُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا ﴿۲۳﴾ فَنَادٰىهَا
مِنْ تَحْتِهَاۤ اَلَّا تَحْزَنِيْ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ﴿۲۴﴾ وَ هُزِّيْۤ اِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ
تُسٰقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴿۲۵﴾ فَكُلِيْ وَ اشْرَبِيْ وَ قَرِّيْ عَيْنًا ۚ فَاِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ
اَحَدًا ۙ فَقُوْلِيْۤ اِنِّيْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا فَلَنْ اُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْسِيًّا ﴿۲۶﴾ فَاَتَتْ بِهٖ
قَوْمَهَا تَحْمِلُهٗ ؕ قَالُوْا يٰمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْـًٔا فَرِيًّا ﴿۲۷﴾ يٰۤاُخْتَ هٰرُوْنَ مَا كَانَ اَبُوْكِ
امْرَاَ سَوْءٍ وَّ مَا كَانَتْ اُمُّكِ بَغِيًّا ﴿۲۸﴾ فَاَشَارَتْ اِلَيْهِ ؕ قَالُوْا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ
فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ﴿۲۹﴾ قَالَ اِنِّيْ عَبْدُ اللّٰهِ ؕ اٰتٰنِيَ الْكِتٰبَ وَ جَعَلَنِيْ نَبِيًّا ۙ﴿۳۰﴾
وَّ جَعَلَنِيْ مُبٰرَكًا اَيْنَ مَا كُنْتُ ۪ وَ اَوْصٰنِيْ بِالصَّلٰوةِ وَ الزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ۪﴿۳۱﴾
وَّ بَرًّۢا بِوَالِدَتِيْ ۫ وَ لَمْ يَجْعَلْنِيْ جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿۳۲﴾ وَ السَّلٰمُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُّ وَ يَوْمَ
اَمُوْتُ وَ يَوْمَ اُبْعَثُ حَيًّا ﴿۳۳﴾ ذٰلِكَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِيْ فِيْهِ
يَمْتَرُوْنَ ﴿۳۴﴾ مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ يَّتَّخِذَ مِنْ وَّلَدٍ ۙ سُبْحٰنَهٗ ؕ اِذَا قَضٰۤى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ
كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿۳۵﴾ وَ اِنَّ اللّٰهَ رَبِّيْ وَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿۳۶﴾

www.dawateislami.net

কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ এবং কিতাবে মরিয়মকে স্মরণ করুন! যখন আপন পরিবারবর্গ থেকে পূর্ব দিকে পৃথক এক স্থানে চলে গিয়েছিলো। অতঃপর তাদের দিক থেকে সেখানে একটা পর্দা করে নিলো। তারপর তার প্রতি আমি আপন "রুহানী" প্রেরণ করেছি, সে তার সামনে একজন সুস্থ মানুষের রুপে আত্মপ্রকাশ করলো। বললো: আমি তোমার থেকে রহমান (পরম দয়ালু আল্লাহ) এর আশ্রয় চাচ্ছি যদি তোমার মধ্যে খোদার ভয় থাকে। বললো: আমি তোমার প্রতিপালকের প্রেরিত হই, আমি তোমাকে একটা পবিত্র পুত্র দান করবো। বললো: আমার পুত্র কোত্থেকে হবে, আমি তো কোন মানুষ স্পর্শ করিনি, না আমি ব্যভিচারিনী? বললো: এরুপই হবে, তোমার প্রতিপালক বলেছেন, এটা আমার জন্য সহজ সাধ্য এবং এ জন্য যে, আমি তাকে মানুষের জন্য নিদর্শন করব এবং আমার নিকট থেকে অনুগ্রহ, এবং এ কাজটা চূড়ান্ত হয়ে গেছে। তখন মরিয়ম তাকে গর্ভে ধারন করল, অতঃপর তাকে নিয়ে এক দূরবর্তী স্থানে চলে গেলো। অতঃপর তাকে প্রসব-বেদনা একটা খেজুর বৃক্ষমূলে নিয়ে আসলো। বললো হায়! এর পূর্বে কোন মতে আমি যদি মরে যেতাম এবং লোকের স্মৃতি থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যেতাম। অতঃপর তাঁকে তার নিম্ন দেশ থেকে আহবান করলো, তুমি দুঃখ করোনা, নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক তোমার নিম্ন দেশে একটা নহর প্রবাহিত করে দিয়েছেন। এবং খেজুর বৃক্ষের গোড়া ধরে নিজের দিকে নাড়া দাও, তখন তোমার উপর তাজা পাকা খেজুরসমূহ ঝরে পড়বে। সুতরাং তুমি আহার কর এবং পান কর আর চক্ষু জুড়াও। অতঃপর যদি তুমি কোন মানুষ দেখো তবে বলে দিও, আমি আজ "রহমান" (পরম দয়ালু আল্লাহ) এর উদ্দেশ্যে রোযার মান্নত করেছি, সুতরাং আজ কিছুতেই কোন মানুষের সাথে কথা বলবো না। অতঃপর তাঁকে কোলে নিয়ে আপন

www.dawateislami.net

সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হল। তারা বললো: হে মরিয়ম! নিশ্চয় তুমি অত্যন্ত অপছন্দ কাজ করে বসেছো। হে হারূনের বোন! তোমার পিতা মন্দ লোক ছিল না এবং না তোমার মাতা ব্যভিচারিনী। এর জবাবে মরিয়ম সন্তানের প্রতি ইঙ্গিত করলো। তারা বললো, আমরা কিভাবে কথা বলবো তারই সাথে, যে দোলনার শিশু? শিশুটি বললো, আমি হই আল্লাহর বান্দা। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে অদৃশ্যের সংবাদ দাতা নবী করেছেন। এবং তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন, আমি যেখানেই থাকি না কেন এবং আমাকে নামায ও যাকাতের তাকিদ দিয়েছেন যতদিন আমি জীবিত থাকি। এবং আমার মায়ের সাথে সদ্ব্যবহারকারী এবং আমাকে উদ্ধত ও হতভাগ্য করেননি। এবং ঐ শান্তি আমার প্রতি যেদিন আমি জন্মলাভ করেছি এবং যেদিন আমার মৃত্যু হবে আর যেদিন জীবিত অবস্থায় উঠানো হবে। এই হচ্ছে ঈসা, মরিয়ম তনয়। সত্য কথা, যাতে তারা সন্দেহ করছে। আল্লাহর জন্য শোভা পায় না যে, তিনি কাউকে আপন সন্তান স্থির করবেন। পবিত্রতা তাঁরই জন্য। যখন কোন কাজের নিদর্শন দেন তখন এভাবেই সেটার উদ্দেশ্যে বলেন, "হয়ে যা" সেটা তৎক্ষনাৎ হয়ে যায়। এবং ঈসা বললো, নিঃসন্দেহে আল্লাহ প্রতিপালক হন আমার ও তোমাদের, সুতরাং তাঁরই বন্দেগী করো। এ পথই সোজা সরল।[১]

ইসলাম, বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য:

প্রশ্ন: ইসলাম কি সাইন্স এবং জ্ঞানের বিরোধিতা করে?

উত্তর: ইসলাম জ্ঞান ও সাইন্সের বিরোধি নয়। জ্ঞান দুই ধরনের হয়ে থাকে: দ্বীনি জ্ঞান, যেটার মাধ্যমে এই বিষয়টি বুঝা যায় যে, ধর্মীয় দায়িত্বসমূহ

১. (পারা ১৬, সূরা মরিয়ম, আয়াত: ১৬-৩৬)

www.dawateislami.net

কিভাবে আদায় করা যায় এবং আল্লাহ পাকের ইবাদত কিভাবে করা যায়। আর দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞান হলো যেটার সম্পর্ক ওই সমস্ত বিষয়ের সাথে যেগুলোর মাধ্যমে এটা জানা যায় যে, আমরা এই দুনিয়াতে উপকারমূলক ও প্রশান্তিময় জীবন কিভাবে অতিবাহিত করতে পারি। মুসলমানদের জন্য আবশ্যক হলো যে, উভয় প্রকারের জ্ঞান অর্জন করা, বরং এইভাবে বলাটা অধিক উপযোগী হবে যে, ইসলাম জ্ঞানের সেই যুগ পর্যন্ত প্রতিনিধিত্ব করেছে যখন পৃথিবী অন্ধকারে বিভ্রান্ত ছিল এবং মারাত্মক মূর্খতার স্বীকার ছিল। আর প্রথম ওহী যেটা ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর নাযিল হয়েছে সেটাতে জ্ঞানের বার্তা ছিল:

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِیْ خَلَقَ ۚ(۱)
خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ(۲)
اِقْرَاْ وَ رَبُّكَ الْاَكْرَمُ ۙ(۳)
الَّذِیْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۙ(۴)
عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ یَعْلَمْ ؕ(۵)

(পারা ৩০, সূরা আলাক, আয়াত: ১-৫)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: পড়ুন! আপনার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে রক্তপিন্ড থেকে সৃষ্টি করেছেন। পড়ুন! এবং আপনার প্রতিপালক সর্বাপেক্ষা বড় দাতা। যিনি কলম দ্বারা লিখন শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানতো না।

সেই অন্ধকার, মূর্খতা, জুলুম ও নিপীড়নের পরিবেশ, যার মধ্যে পুরো পৃথিবী নিমজ্জিত ছিল। এই আয়াত আলোর প্রথম কিরণ। আর আল্লাহ পাক মুসলমানদের উপর তাঁর অনেক নেয়ামতের বহিঃপ্রকাশ করে ইরশাদ করেন:

هُوَ الَّذِیْ بَعَثَ فِی الْاُمِّیّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ یَتْلُوْا عَلَیْهِمْ اٰیٰتِهٖ

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: তিনিই হন, যিনি উম্মী লোকদের মধ্যে তাদেরই মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যেন

www.dawateislami.net

وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۗ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۙ﴿۲﴾

(পারা ২৮, সূরা জুমা, আয়াত: ২)

তাদের নিকট তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন। তাদেরকে পবিত্র করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমতের জ্ঞান দান করেন এবং নিশ্চয় তারা ইতিপূর্বে অবশ্যই সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতার মধ্যে ছিল।

মুসলমানদের প্রথম বংশ কয়েক বছরের মধ্যেই এক অনেক বড় জ্ঞানী, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং ধর্মীয় সম্প্রদায় হয়ে সামনে আসলো। দ্বীনি ও দুনিয়াবী বিষয়ে অভিজ্ঞতা তাদের মাঝে দেখা যেত, অথচ অন্যান্য সম্প্রদায় শতাব্দী পর্যন্ত এর পরেও মূর্খতার অন্ধকারে বিভ্রান্ত হয়ে রয়েছে। ইসলাম মানুষদের ঘুমন্ত বিবেকের শক্তিকে জাগ্রত করেছে। তাদের মাঝে এই অনুভূতি ও উৎসাহ দিল যে, তারা তাদের সেই যোগ্যতাকে আল্লাহ পাকের দ্বীনের খেদমতে ব্যয় করবে।

দ্বীনি জ্ঞান খুবই জরুরি কারণ এটা ছাড়া নিজের ইবাদতকে এইভাবে আদায় করা যায় না যেভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ব্যাখ্যা করেছেন এবং বুঝিয়েছেন। আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দোয়া শিখাতে গিয়ে যেখানে জ্ঞানের দিকটা বিদ্যমান রয়েছে।

وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا ﴿۱۱۴﴾

(পারা ১৬, সূরা ত্বহা, আয়াত: ১১৪)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর আরয করুন, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে জ্ঞান বেশি দাও।

দুনিয়াবী উপকারী জ্ঞান অর্জন করাও আবশ্যক। মুসলমানদেরকে এই বিষয়ের প্রতিও উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। তারা এমন জ্ঞান অর্জন করবে যেটার মাধ্যমে তাদের এবং অন্যান্য মুসলমানদের উপকার হবে। আমাদের

www.dawateislami.net

বুযুর্গানে দ্বীন এই বাস্তবতাটা অনুধাবন করেছেন। ফলশ্রুতিতে অন্যান্য সম্প্রদায় থেকে জ্ঞানের দিক দিয়ে বহু সামনে অগ্রগামী ছিলো আর শতাব্দি পর্যন্ত জ্ঞানের ময়দানে এই মশাল মুসলমানদের হাতেই ছিলো। মুসলমানরা চিকিৎসা, অংক শাস্ত্র, পদার্থ, জোর্তিবিদ্যা, ভূগোল, কৃষি, সাহিত্য এবং ইতিহাসের ময়দানে অন্যান্য সম্প্রদায় থেকে অনেক বেশি অগ্রগামী ছিলো। অনেক জ্ঞান যেখানে মুসলমান অন্যান্য সম্প্রদায়কে পিছনে ফেলে দিয়েছে, সেগুলোর মধ্যে থেকে কিছু উল্লেখ করা হচ্ছে: জ্যামিতি, সংখ্যা ও শূণ্যের ধারনা মুসলমানরাই আবিষ্কার করেছিল এবং এর মাধ্যমে হিসাব ও গণিতে (mathematics) খুব বেশি উন্নতি করে। আর এগুলো ছিল সেই জ্ঞান যেগুলো মুসলমানদের মাধ্যমে ইউরোপ পর্যন্ত পৌঁছে। আর এরাই মুসলমান ছিল যারা অনেক সংবেদনশীল যন্ত্র আবিষ্কার করেছে। পৃথিবীর মানচিত্র এবং দিক-নির্দেশনা এক দেশ থেকে অন্য দেশে, এক শহর থেকে অন্য শহরে স্থানান্তর এই মুসলমানরাই আবিষ্কার করেছে। আর এই কারণে ইউরোপের লোকেরা যারা নতুন পৃথিবীর অন্বেষণ করলো, জানলো এবং সেখানে পৌঁছল। এগুলো সব মুসলমানদের জ্ঞানের ময়দানের সুস্পষ্ট অংশ। চিকিৎসা, গণিত, জ্যোর্তিবিদ্যা, রসায়ন এবং পদার্থ, এই সকল জ্ঞানে মুসলমানদের অবদান এবং তাদের উন্নতি উল্লেখ করার মত। সমস্ত সরঞ্জাম দ্বারা ভরপুর হাসপাতাল এবং এর পাশাপাশি মুসলমানরা এক মেডিকেল স্কুল শুরু করে, যেটা বড় বড় শহরে শুরু হত। এটা ছিল সেই অন্ধকার ও মূর্খতার যুগ যখন পৃথিবী কল্পনায় নিমজ্জিত ছিল আর পশ্চিমা দেশগুলো রোগের চিকিৎসা অনুমাণের ভিত্তিতে করত। অপর দিকে মুসলমান ডাক্তাররা রোগের সনাক্ত করছিল, চিকিৎসার সমাধান করছিল এবং অপারেশন করছিল। এছাড়া উনিশ শতাব্দির সবচেয়ে বড় মুসলিম

www.dawateislami.net

ডাক্তার যাকে পশ্চিমাতেও চিনে এবং মানে, তার নাম হলো "আর রাজি" অনেক বৈজ্ঞানিক বিষয়ে তিনি লিখেছেন, চিকিৎসা বিষয়ে এক বড় জ্ঞানের ভান্ডার তিনি দুনিয়াবাসীকে দিয়েছেন এবং বসন্ত রোগের উপর খুব উপকারী একটি কিতাব লিখেছেন। দশম শতাব্দির প্রশিদ্ধ ডাক্তার "ইবনে সীনা" চিকিৎসা বিষয়ের উপর অনেক বড় একটি কিতাব লিখেছেন, এই কিতাবটি সতের শতাব্দিতে ইউরোপের মেডিকেল ফিল্ডে এক মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহার করা হতো। কুরআন শরীফ যদিও হেদায়তের কিতাব কিন্তু এর ভিতর অনেক আশ্চর্যজনক বৈজ্ঞানিক সত্যতা বিদ্যমান আছে। আশ্চর্যজনক এই কারণে যে, চৌদ্দ শতাব্দির পূর্বে এই সকল সত্যতা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর নাযিল হয়েছে আর মানুষ সেগুলো সঠিকভাবে বুঝেনি, এক পর্যায়ে বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিকরা সেগুলোর আবিষ্কার করে, সেগুলো অন্মেষণ করে এবং অনুধাবন করে। যদিও কুরআন সাইন্সের কিতাব নয় কিন্তু এতদসত্তেও কুরআনে পাক এমন অনেক বাস্তবতা বর্ণনা করেছে যেগুলো সাইন্টিফিক এবং টেকনোলজিক্যাল উন্নতির কারণে পরবর্তীতে আসা যুগে খুব প্রশংসিত হয় এবং গ্রহণযোগ্য হয়। আর এটা অনেক বড় প্রমাণ যে, এই পবিত্র কিতাব কুরআন প্রিয় নবী, হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিজস্ব লিখিত কালাম নয় আর না অন্য কোন ব্যক্তির কালাম, বরং এটা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর নাযিল করা হয়েছে।

প্রশ্নঃ কুরআন এটা বলে যে, শুধুমাত্র আল্লাহ পাকই জানেন যে, মায়ের গর্ভে কি আছে, এটা কি মেডিক্যাল সাইন্সের বিপরীত নয়? কারণ বর্তমানে এটা জানা সম্ভব যে, পেটে ছেলে নাকি মেয়ে রয়েছে?

www.dawateislami.net

উত্তর: এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য এটা আবশ্যক যে, ওই আয়াতসমূহ খুব ভালোভাবে বুঝে নেওয়া যেখানে এই বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে, আল্লাহ পাক কুরআনে পাকে ইরশাদ করেন:

اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْاَرْحَامِ ؕ وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ؕ وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌۢ بِاَيِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿۳۴﴾

(পারা ২১, সূরা লোকমান, আয়াত: ৩৪)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: নিশ্চয় আল্লাহর নিকট রয়েছে কিয়ামতের জ্ঞান এবং বর্ষণ করেন বৃষ্টি এবং জানেন যা কিছু মায়েদের গর্ভে রয়েছে, আর কোন আত্মা জানে না যে, কাল কী উপার্জন করবে এবং কোন আত্মা জানে না যে, কোন ভূখন্ডে মৃত্যুবরণ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞাতা, সব বিষয়ে খবর দাতা।

اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى وَمَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ؕ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهٗ بِمِقْدَارٍ ﴿۸﴾

(পারা ১৩, সূরা রা'দ, আয়াত ৮)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আল্লাহ জানেন যা কিছু কোন মাদীর গর্ভে থাকে এবং জরায়ুতে যা কিছু কমে ও বাড়ে, এবং প্রত্যেক বস্তু তাঁর নিকট একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে রয়েছে।

যদি কেউ কুরআনে পাকের এই আয়াতসমূহ খুব ভালোভাবে অধ্যয়ন করে তবে সে বুঝতে পারবে যে, এই আয়াত সমূহে শুধুমাত্র লিঙ্গের উল্লেখ নয় বরং মায়ের পেটে যে বাচ্চা রয়েছে সেটা কি ছেলে হবে নাকি মেয়ে বরং কুরআনে পাক শুধুমাত্র এতটুকু বর্ণনা করছে যে, যা কিছু মায়ের গর্ভে রয়েছে সেটার জ্ঞান শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের কাছে। কিছুলোক সেটাকে এইভাবে বুঝেছে যে, এরদ্বারা উদ্দেশ্য হল মায়ের পেটে বাচ্চার লিঙ্গ, অর্থাৎ সেটা ছেলে নাকি মেয়ে।

www.dawateislami.net

প্রকৃতপক্ষে এই আয়াত সমূহের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র সেটার নারী পুরুষ হওয়া নয় বরং সৌভাগ্যবান ও দূর্ভাগা হওয়া, তার রিযিক এবং তার বয়স ইত্যাদি সব কিছু অন্তর্ভুক্ত, যেমনিভাবে হাদিসে পাকে এর ব্যাখ্যা রয়েছে। হযরত আনাস বিন মালেক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বর্ণনা করেন, হুযুর নবী করিম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: নিশ্চয় আল্লাহ পাক মায়ের গর্ভে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন সে বলে: হে রব! এই বীর্য, হে রব! এটা জমাট বাধা রক্ত, হে রব! এটা মাংসপিন্ড। অতঃপর যখন আল্লাহ পাক তাকে সৃষ্টির ইচ্ছা করেন, তখন ফেরেশতা জিজ্ঞেস করে, সে কি নারী না পুরুষ সে কি সৌভাগ্যবান নাকি দুর্ভাগা? তার রিযিক কতটুকু? তার হায়াতের সময়সীমা কতদিন? এরপর সে মায়ের পেটে লিখে দেয়।[১]

এটা সত্য যে, বর্তমান যুগে সাইন্স অনেক উন্নতি করেছে আর আমরা গর্ভের সময়গুলোতে খুব সহজে "আল্ট্রা সাউন্ড ইঙ্কিন" ব্যবহার করে এটা জানতে পারি যে, মায়ের পেটে বাচ্চার লিঙ্গ কী? এইভাবে মেশিনের মাধ্যমে ডাক্তারের পক্ষে বাচ্চার লিঙ্গ জেনে নেওয়া এই আয়াতের বিপরীত নয় কারণ উল্লেখিত আয়াতে বাচ্চার বর্তমান ও ভবিষ্যতের অবস্থার ব্যাপারে কথা বলছে, উদাহরণস্বরুপ বাচ্চার ভবিষ্যৎ কী হবে? সে কি সৌভাগ্যবান হবে নাকি দুর্ভাগা হবে? বাবা-মা'র অনুগত হবে নাকি অবাধ্য হবে? জীবনে তার কেমন আচরণ হবে? সে কি ভালো মানুষ হবে নাকি খারাপ মানুষ? তার জীবন কত দিনের হবে? সে কি জান্নাতে যাবে নাকি জাহান্নামে? এগুলো হলো সেসব কথা যেগুলো শুধুমাত্র আল্লাহ পাকই জানেন (তবে আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা এই জ্ঞান দান করেন সুতরাং

১. (বুখারী, কিতাবুল হায়েয, বাবু মুখলিকাতু ওয়া গাইরি মুখলিকাতু, ১/১২৮, হাদিস: ৩১৮। মুসলিম, কিতাবুল কদর, বাবু কায়ফিয়াতুল খলকিল আদমী ফি বাতন, ১৪২২ পৃ:, হাদিস: ২৬৪৬)

www.dawateislami.net

আল্লাহ পাকের অনুগ্রহে আল্লাহর নৈকট্যশীল বান্দাদের এই ধরনের জ্ঞানলাভ শরয়ীভাবে সঠিক এবং এই ধরনের যন্ত্রের সাহায্যে বাচ্চার লিঙ্গ জানাও আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ)

কোন বৈজ্ঞানিক এই দুনিয়াতে এত সাইন্স ও টেকনোলজি উন্নতি হওয়া সত্তেও এই জিনিসগুলো জানতে পারে না এবং মায়ের গর্ভে যে বাচ্চা রয়েছে তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কেউ জানতে পারে না।

প্রশ্ন: কুরআন মাজীদ এই বিষয়টি বর্ণনা করে যে, মানুষকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এই বিষয়টিও বর্ণনা করে যে, মানুষকে বীর্য থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, এটা কি স্ব-বিরোধি নয়?

উত্তর: আল্লাহ পাক কুরআনুল করীমে ইরশাদ করেন:

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَیْءٍ حَیٍّ

(পারা ১৭, সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ৩০)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর আমি প্রত্যেক জীবন বিশিষ্ট বস্তুকে পানি দ্বারা সৃষ্টি করেছি।

فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ

(পারা ১৭, সূরা হজ্ব, আয়াত: ৫)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি মাটি থেকে।

اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّنْ طِیْنٍ لَّازِبٍ ﴿۱۱﴾

(পারা ২৩, সূরা আস সফ্ফাত, আয়াত: ১১)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: নিশ্চয় আমি তাদেরকে আঠাল মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি।

এই সকল আয়াতের মধ্যে আল্লাহ পাক মানব সৃষ্টির কয়েকটি স্তর উল্লেখ করেছেন, কুরআনে পাক অনুসারে মানুষকে সর্বপ্রথম পানি ও মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে, যার মাধ্যমে কাদা তৈরী হয়েছে। আর এই সবকিছু

www.dawateislami.net

মানবজাতির পিতা হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে, এরপর আল্লাহ পাক এই ফয়সালা করলেন যে, আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর সন্তানরা এই স্বভাব এবং কুদরতী পদ্ধতিতে সামনে অগ্রসর হবে, যেমনিভাবে অন্যান্য প্রাণীর বংশ বিস্তার হয়।

কখনো কখনো কুরআনে পাক বীর্যকে পানির নামে বর্ণনা করেছে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য এটাই যে, প্রবাহিত জিনিস। যখন আল্লাহ পাক কুরআনুল করীমে ইরশাদ করেন যে, প্রাণীদেরকে পানি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। এতে এই দিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, প্রত্যেক মাখলুক চায় সেটা মানুষ হোক, চায় সেটা পশু বা গাছ, সকলকে পানি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এবং নিজের অস্তিত্বে অবশিষ্ট থাকার জন্য পানিতেই অবরুদ্ধ কিন্তু এই আয়াত যেখানে এই কথার উল্লেখ রয়েছে যে, আল্লাহ পাক প্রত্যেক জিনিসকে পানি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, এর দ্বারা এটা উদ্দেশ্য হতে পারে যে, মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীকে তার নিজের পিতা থেকে সৃষ্টি করেছেন আর এর সমর্থন অন্য আয়াতের মাধ্যমে হচ্ছে, যেমন:

اَلَمْ نَخْلُقْكُّمْ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ﴿۲۰﴾

(পারা ২৯, সূরা মুরসালাত, আয়াত: ২০)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আমি কি তোমাদেরকে এক তুচ্ছ পানি থেকে সৃষ্টি করিনি?

যতটুকু বৈজ্ঞানিক প্রমাণের সাথে সম্পর্ক, বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রমাণ করা হয়েছে যে, মানুষের শরীরের বেশির ভাগ অংশ অন্যান্য প্রাণীর মত পানি দ্বারা তৈরী করা হয়েছে, প্রায় ৭০% মানুষের শরীর পানি দ্বারা তৈরী এবং মানুষের শরীরে ওই সকল উপাদানগুলো পাওয়া যায় যেগুলো যমিনের মাটির ভিতরে পাওয়া যায়, এদের সংখ্যা যদিও কম কারণ মানুষের শরীরে পানি বেশি আর মাটি কম।

www.dawateislami.net

প্রশ্নঃ ইসলামে মদ্যপান করা কেন নিষেধ ?

উত্তরঃ প্রত্যেক ওই জিনিস যেটা ক্ষতিকারক অথবা এর ক্ষতি সেটার উপকারের চেয়ে বেশি সেটা জায়িয নেই, সুতরাং মদ্যপান ইসলামে হারাম ও নিষেধ।

মদ্যপান মানব সমাজে এক অভিশাপ হয়ে সর্বদা বিরাজমান থাকে। অসংখ্য মানুষের প্রাণনাশ হয়েছে এর কারণে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে মদ দুঃখ দূর্দশা সৃষ্টি করেছে, পরিসংখ্যান এই বিষয়টি স্পষ্ট করে যে, মদ্যপান অনেক বড় অপরাধ, শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতার কারণ হয় এবং লক্ষ লক্ষ পরিবার এই প্রভাবশালী মদের মাধ্যমে ধ্বংস হয়ে গেছে, মদ্যপান মানুষের মস্তিষ্কের কেন্দ্রবিন্দুর শৃঙ্খলায় ক্ষতি করে। এই কারণেই মানুষ নেশায় মত্ত হয়ে এমন আচরণ করে থাকে যেটা তার ওই অবস্থার বিপরীত, যে অবস্থায় তার উপর নেশার প্রভাব থাকে না। মদ্যপানে অভ্যস্ত ব্যক্তি যখন নেশায় মত্ত থাকে তখন ভালোভাবে চলাফেরাও করতে পারে না। সে সম্ভবত তার কাপড়ে প্রস্রাবও করে দেয় এমনকি এই ধরনের লোক নেশা অবস্থায় মারাত্মক নির্লজ্জকর কাজও করে ফেলে, এছাড়া এই ধরনের লোক নিজের মা, বোন এবং কন্যার সাথেও অপকর্ম করে বসে।

মদ্যপানকে ইসলামে নিষেধ করার অনেক কারণ রয়েছে। লক্ষ লক্ষ লোক এটার কারণে প্রতি বছর মারা যায়, মদ্যপানের কারণে অনেক রোগ সৃষ্টি হয়, যেগুলোর তালিকা নিচে দেওয়া হলাঃ

(1) Cirrhosis of the liver
(2) Various forms of cancer.
(3) Esophagitis, gastritis and pancreatits
(4) Cardiomyopathy, hypertension, angina and heart attacks.

www.dawateislami.net

(5) Strokes, apoplexy, fits and diffirent types of paralysis.
(6) Peripheral neuropathy, cortical atrophy, cerebeller atrophy.
(7) Anemia, jaundice and platelet abnormalities
(8) Recurrent chest infections, pneumonia,
(9) During pregnancy, alcohol consumption has a severe detrimental effect on the fetus, causing "Fetal alcohol syndrome"

অনেক লোক এই কথার দাবি করে যে, তারা নিজেকে নিজে নিয়ন্ত্রণে রাখে আর তারা একটি সীমা রেখার ভিতরে পান করে এবং নেশা হওয়ার পূর্বে বন্ধ করে দেয়, সুতরাং তাদের উপর নেশা হয় না কিন্তু বাস্তব কথা হলো এটাই যে, প্রত্যেক মদ্যপানে অভ্যস্ত ব্যক্তি সোশ্যাল ড্রিংকার অর্থাৎ কখনো কখনো মদ্যপান করে, কেউই শুরুতে এই নিয়তে মদ পান করে না যে, সে মদ পানে অভ্যস্ত হয়ে যাবে, ব্যস এটা অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়, যে এটা চিন্তা করে শুরু করে যে, মাঝে মধ্যে পান করব অথবা হালকা পাতলা পান করব, পরিশেষে সেই ব্যক্তিই মদ্যপানে পরিপক্ক অভ্যস্ত হয়ে যায়, সুতরাং এটা অনেক বড় ধোঁকা যে, আমি সামান্য পান করব বা নেশার সীমা থেকে কম পান করব বা মাঝে মধ্যে পান করব।

আল্লাহ পাক অনেক বড় হিকমতের অধিকারী, এটা তাঁর হিকমক যে, তিনি মদপান করাকে হারাম করে মানব সমাজকে একক এবং সামগ্রিককভাবে হেফাযত করেছেন। ইসলামের মধ্যে মদ্যপান করা সাধারণত হারাম ও নাজায়িয, সুতরাং কখনো কখনো পান করা বা নেশার সীমা থেকে কম পান করারও সুযোগ ইসলামে নেই, কারণ পরিশেষে এই ধরনের লোক পরিপক্ক মদ্যপানে অভ্যস্ত হয়ে যায়। এটা আল্লাহ পাকের

www.dawateislami.net

অনেক বড় অনুগ্রহ এবং এই বিষয়টাও নোট করার মতো যে, মুসলমান এমন জিনিস থেকে বিরত থাকে যেটা আল্লাহ পাক নিষেধ করেছেন, এর বড় কারণ এটা নয় যে, ওই জিনিসগুলো ক্ষতিকারক বরং সেগুলোর বড় কারণ হল এটাই যে, আল্লাহ পাক সেটা নিষেধ করেছেন অর্থাৎ মুসলমানদের বিশেষ দৃষ্টি আল্লাহ পাকের হুকুম পালনের দিকে হয়ে থাকে আর এই হুকুম মানার মধ্যে তাদের এই দুনিয়াবী উপকারও অর্জন হয়ে যায় যে, উল্লেখিত রোগসমূহ থেকে মদপান করা থেকে বিরত মুসলমানরা বেঁচে যায়।

ইসলামে নারীর মর্যাদা

প্রশ্ন: ইসলাম কি নারীদের উপর জুলুম করে?

উত্তর: এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পূর্বে আবশ্যক হলো ইসলামী শিক্ষা এবং কতিপয় মুসলমানদের কাজের মধ্যে পার্থক্য করা, যদিও এমনটা হতে পারে যে, কতিপয় মুসলমান সমাজের কিছু নারীর উপর জুলুম করে। আর কখনো কখনো এমনও হয়ে থাকে, কিন্তু এর দ্বারা সেসব লোকদের অবস্থান ও রীতিনীতি প্রচলনের বহিঃপ্রকাশ ঘঠে, এটা ইসলামী শিক্ষার প্রভাব নয় কারণ ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী নারীদেরকে যেই নিরাপত্তা ও মর্যাদা দেওয়া হয়েছে তা অনেক উর্ধ্বে। ইসলাম এই বিষয়টির প্রত্যাশা রাখে যে, এই দ্বীনকে মান্যকারী, নারীর মর্যাদা সংরক্ষণের পাশাপাশি তাকে সর্বোচ্চ স্থানে রাখবে এবং তার সামাজিক মর্যাদা বজায় রাখবে এবং তার মর্যাদা ক্ষুন্নকারীদের সকল ষড়যন্ত্র নিষ্ফল করবে। ইসলাম এই বিষয়টির সুস্পষ্ট শিক্ষা দেয় যে, নারী তার মূল অর্থাৎ মানুষ হিসেবে পুরুষের সমান, সকল মানুষ সম্মান আর আল্লাহ পাকের সামনে হিসাব-নিকাশ এবং শাস্তি ও প্রতিদান পাওয়ার ক্ষেত্রে সমান। বর্তমানে পশ্চিমা সমাজে মহিলাদেরকে একেবারে একটি যৌনমূলক বস্তু বানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

www.dawateislami.net

ইসলাম নারীদেরকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরীকের মর্যাদা দেয় বা তার মর্যাদা পুরুষের তুলনায় অর্ধেক এটা নিছক অনুমান এবং অনেক বড় ভুল। ইসলাম চৌদ্দশত বছর পূর্বে নারীর মর্যাদা অনেক সুউচ্চ করে দিয়েছে। তাদেরকে শিক্ষার অধিকার দিয়েছে, তাদেরকে স্বামী গ্রহণের অধিকার দিয়েছে, তারা উত্তরাধিকারীর অংশ পেয়েছে মোটকথা একটি রাষ্ট্রে মহিলার পরিপূর্ণ নাগরিক হওয়ার অধিকার ইসলাম দিয়েছে। এই অধিকার শুধুমাত্র শারীরিক বা বিবাহের ব্যাপারে নয় বরং ইসলামের বিধি বিধানে যেই দয়া ও ভালোবাসা এবং নম্র হৃদয় সম্পন্ন মহিলাদের ব্যাপারে বর্ণনা করা হয়েছে তা খুবই দৃষ্টান্তহীন ও সুস্পষ্ট। নারী ও পুরুষ মানবতার দুটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এদের উভয়ের অধিকার ও দায়িত্ব এদের নিজেদের শ্রেণীভেদে বরাবর, পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ রয়েছে। যদিও তাদের শারীরিক ও মানসিক পার্থক্যের কারণে তাদের দায়িত্ব একে অপর থেকে বিভিন্ন বিষয়ভেদে ভিন্ন, কিন্তু প্রত্যেকে নিজের দায়িত্বের হিসাব দেওয়ার ক্ষেত্রে বাধ্য এবং তাকে সেই দায়িত্বটি ভালোভাবে পালন করতে হবে। ইসলামী নিয়ম অনুসারে যখন মহিলার বিবাহ হয়ে যায় তখন তার প্রথম নামটি পরিবর্তন করার জন্য বাধ্য করা যায় না, তার এই বিষয়ে পরিপূর্ণ অনুমতি রয়েছে যে, সে তার একক নাম ও পরিচিতি অবশিষ্ট রাখবে।

ইসলামে বিবাহে বর কনেকে দেন-মোহর দিয়ে থাকে, এর হকদার একমাত্র কনেই। সেটা কনের বাবার জন্য নয়, সে এটার সত্তাগত মালিক, চাই সে নিজের কাছে রাখবে আর যদি চায় কোন ব্যবসায় লাগাবে। সুতরাং কোন পুরুষের এটা অধিকার নেই যে, সে মহিলার উপর জোরজবরদস্তি করবে যে, সে এই টাকা দিয়ে কী করবে আর কী করবে না। তবে মহিলার উপকারের জন্য তাকে পরামর্শ দিতে পারে।

www.dawateislami.net

কুরআনে পাক এই দায়িত্ব পুরুষের উপর দিয়েছে যে, তার সকল নারী আত্মীয়-স্বজনের হেফাযত করবে এবং খরচাদি বহন করবে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য এটাই যে, যদিও নারীর কাছে ধনসম্পদ থাকে কিন্তু এটা পুরুষের দায়িত্ব যে, সে তার স্ত্রী এবং পরিবারের সকলের দেখাশোনা করবে এবং তাদের খরচাদি ও ইজ্জত সম্মানের খেয়াল রাখবে।

মহিলার উপর এটা আবশ্যক নয় যে, সে তার টাকা পয়সা নিজের পরিবারের জন্য খরচ করবে, সুতরাং এই নিয়মটি এমন যে, যার মধ্যে মহিলাকে উপার্জন করার কষ্ট থেকে মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে, তবে হ্যাঁ, সে যদি কাজ করতে চায় তবে করতে পারবে তার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, তবে এতে শর্ত হলো সে এই মৌলিক বিষয়ের ধারাবাহিকতা পালন করবে যেটা পবিত্র শরীয়ত মহিলাদের কাজ করার ব্যাপারে বলেছে। শায়খে তরিকত আমিরে আহলে সুন্নাত দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর কিতাব "পর্দা সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর" এই প্রসঙ্গে পড়াটা খুবই আবশ্যক, এতে অন্যান্য জ্ঞানের পাশাপাশি মহিলাদের চাকরির ব্যাপারে শর্তাবলি লিখা হয়েছে।

একটি পরিবার যে কোন আনজুমান, সংগঠন অথবা দলের মতো একটি নেতৃত্ব ও নিয়ম শৃংখলা এবং দেখাশুনার দাবি করে, সুতরাং পবিত্র কুরআন এই বিষয়টি বলে যে, স্বামীকে তার স্ত্রীর উপর এক স্তর বড় মর্যাদা দান করা হয়েছে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল তার হাতে ঘর চালানো এবং ঘরের হেফাযত করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এখানে এই কথাটি নোট করা খুবই আবশ্যক যে, এই যে ঘর চালানো এবং ঘরের হেফাযতের দায়িত্ব পুরুষকে দেওয়া হয়েছে এটা এই বিষয়ের লাইসেন্স নয় যে, সে তার

www.dawateislami.net

পরিবারের সদস্যদের উপর জুলুম করবে বরং তার স্ত্রী এবং বাচ্চা তার উপর বোঝা যেটা শরীয়ত তার কাঁধের উপর চাপিয়েছে, এই ক্ষেত্রেও নারীদেরকে সব ধরনের কষ্ট থেকে বাঁচানো হয়েছে। আর যেটা কষ্টদায়ক বিষয় সেটা পুরুষদের কাঁধে রাখা হয়েছে।

প্রশ্নঃ মুসলিম নারীরা তাদের চেহারা কেন ঢেকে রাখে?

উত্তরঃ মুসলিম নারীদের এই ধরনের পোশাক পরিধান করা, যেটাতে তাদের পুরো শরীর ঢেকে যায়, কিছু লোকেরা মনে করে যে, এটা সঠিক নয়, বিশেষ করে বর্তমানে পশ্চিমা সমাজের কিছু লোক এটাকে আশ্চার্য মনে করে কিন্তু ইসলামী দিক দিয়ে এই আমলের মধ্যে চারিত্রিক, সামাজিক এবং আইনানুক দিক বিদ্যমান রয়েছে।

ইসলাম নারী ও পুরুষের চালচলন এবং দায়িত্বের ব্যাখ্যা করে দিয়েছে। আর তাদের যেই অধিকার একে অপরের উপর রয়েছে সেগুলোরও ব্যাখ্যা করে দিয়েছে। আর এসব কিছু এই জন্যই যে, যাতে সমাজে একটি সুন্দর সমতা বজায় থাকে।

যখন নারী ও পুরুষ যথারীতি ইসলামী পোশাক পরিধান করে, সেটা না শুধু নিজের সম্মান ও মর্যাদার হেফাযত করছে বরং এর পাশাপাশি তারা সমাজের নিরাপত্তা ও নিয়ম শৃংখলা মজবুত করছে। ইসলাম মহিলাদের পোশাকের ব্যাপারে খুবই সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা দিয়ে দিয়েছে। তাদের পোশাক একেবারে এমন যেন আঁটসাট না হয় যার মাধ্যমে শরীরের গঠন স্পষ্ট হয়ে যায় এবং এতটাই পাতলাও না হয় যার দ্বারা চামড়ার রং প্রকাশ পায়।

এমন পোশাক হতে হবে যেন সম্পূর্ণ শরীর ঢাকা থাকে। মুসলমান মহিলারা এই ধরনের পোশাক এই কারণেই পরিধান করে না যে, তাদের

www.dawateislami.net

পিতা, ভাই বা স্বামীর হুকুম রয়েছে আর তাদের হুকুমের অনুসরণ করে এমনটি করছে বরং তারা এই কারণেই করে যে, এটা আল্লাহ পাকের হুকুম, আল্লাহ পাকের হুকুমের অনুসরণের স্পৃহায় এবং সাওয়াব অর্জনের জন্য তারা এই কাজ করে।

নারী ও পুরুষ উভয়ের কাছ থেকে এই প্রত্যাশা করা যায় যে, তারা তাদের চালচলন এবং চরিত্রের ক্ষেত্রে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবে এবং সৎ হবে। আর সেই ধরনের পোশাক পরিধান করবে না যা অপরের জন্য কামনা বা লালসার কারণ হয়, উভয়কে হুকুম দেওয়া হয়েছে যে, তারা শুধু সেটাই দেখতে পারবে যেটা দেখার অনুমতি রয়েছে যাতে তারা এইভাবে নিজেদের পবিত্রতা রক্ষা করতে পারে। আল্লাহ পাক নারী ও পুরুষদের কুরআনে পাকে চোখের হেফাযত করার শিক্ষা দিতে গিয়ে ইরশাদ করেন:

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ؕ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ﴿۳۰﴾ وَ قُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَ لَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ۪ وَ لَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْۤ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْۤ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِي الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ ۪ وَ لَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ؕ وَ تُوْبُوْۤا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿۳۱﴾

www.dawateislami.net

কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ আর মুসলমান নারীদেরকে নির্দেশ দিন তারা যেন নিজেদের দৃষ্টিগুলোকে কিছুটা নিচু রাখে এবং নিজেদের সতীত্বকে হেফাযত করে আর নিজেদের সাজ-সজ্জাকে প্রদর্শন না করে, কিন্তু যতটুকু স্বাভাবিকভাবেই প্রকাশ পায় এবং মাথার কাপড় যেন আপন গ্রীবা ও বক্ষদেশের প্রতি ঝুলানো থাকে আর আপন সাজ-সজ্জাকে যেন প্রকাশ না করে, কিন্তু নিজেদের স্বামীর নিকট অথবা আপন পিতা অথবা স্বামীর পিতা, অথবা আপন পুত্রগণ অথবা স্বামীর পুত্রগণ অথবা আপন ভাই, অথবা আপন ভ্রাতুস্পুত্রগণ অথবা আপন ভাগিনাগণ অথবা স্ব-ধর্মীয় নারীগণ অথবা নিজেদের হাতের মালিকানাধীন দাসীগণ অথবা চাকরের নিকট এ শর্তে যে, তারা যৌন শক্তিসম্পন্ন বালক হবে না, অথবা ঐসব লোক (এর নিকট) যারা নারীদের লজ্জার বস্তুগুলোর সম্বন্ধে অবগত নয়। এবং যেন মাটির উপর সজোরে পদক্ষেপ না করে, যাতে জানা যায় তাদের গোপন সাজ-সজ্জা। এবং আল্লাহর দিকে তাওবা করো, হে মুসলমানগণ! তোমরা সকলেই এই আশায় যে, তোমরা সফলতা অর্জন করবে। (পারা ২৪, সূরা নুর, আয়াতঃ ৩০-৩১)

ইসলামের হুকুম হলো এটাই যে, নারী তার প্রদর্শনী ও সৌন্দর্যতাকে গোপন করবে, এই কারণেই যে, তার নিজস্ব সত্তাগত পরিচিতি এবং সেটার হেফাযতের উপর যেন প্রভাব না পড়ে তার নিজের নিকটতম (মাহরাম) আত্মীয়-স্বজন ছাড়া। ইসলাম নারীদের প্রতি এই বিষয়ে তাকিদ দিয়েছে যে, তারা তাদের শরীরকে লজ্জাশীল পোশাক দ্বারা ঢেকে রাখবে।

কুরআনে পাক এই বিষয়টি স্পষ্ট করে যে, আল্লাহ পাক নারীদেরকে এই ধরনের পোশাক পরিধান করার হুকুম কেন দিয়েছেন, অতঃপর আল্লাহ পাক ইরশাদ করেনঃ

www.dawateislami.net

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ؕ ذٰلِكَ اَدْنٰۤى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿۵۹﴾

(পারা ২২, সূরা আহযাব, আয়াত: ৫৯)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: হে নবী! আপন বিবিগণ, সাহেবযাদীগন ও মুসলমানদের নারীগণকে বলে দিন যেন তারা নিজেদের চাদরগুলোর একাংশ স্বীয় মুখের উপর ঝুলিয়ে রাখে, এটা এ কথার অধিকতর নিকটবর্তী যে, তাদের পরিচয় পাওয়া যাবে, ফলে যেন তাদেরকে উত্যক্ত করা না হয়। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াবান।

প্রশ্ন: ইসলাম একের অধিক বিবাহ করার অনুমতি কেন দেয়?

উত্তর: ইসলাম একটি সীমারেখার মধ্যেই একের অধিক বিবাহ করার অনুমতি দেয়। ইহুদীদের তাওরাতে আর খ্রিষ্টানদের ইঞ্জিলে একের অধিক বিবাহ করার সীমারেখা পাওয়া যায় না। এই কিতাবগুলোর আলোকে এই বিষয়টির সীমারেখা পাওয়া যায় না যে, একজন পুরুষ কতজন মহিলাকে বিবাহ করতে পারে, সুতরাং যদি কোন ইহুদী বা খ্রিষ্টান এক ডজন মহিলাকেও বিবাহ করে নেয় তবে তার ধর্ম তাকে এটা থেকে নিষেধ করে না, এটা স্পষ্ট যে, একাধিক বিবাহ শুধুমাত্র ইসলামের সাথেই নির্দিষ্ট নয় বরং পূর্বের ইহুদী ও খ্রিষ্টানরা এর উপর আমল করে আসছে। তাওরাত অনুসারে ইব্রাহীম عَلَيْهِ السَّلَام এর তিনজন বিবি ছিল এবং সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام এর শত শত সহধর্মিনী ছিল।

ইহুদীদের মধ্যে একাধিক বিবাহ করার উপর আমল অব্যাহত আছে, এমনকি তাদের একজন ধর্মীয় পথপ্রদর্শক "গিরশম বিন ইয়াহুদা (955-1030CE)" এর বিপরীত ফতোওয়া দিয়েছে। ইহুদীদের কট্টর

www.dawateislami.net

ধর্মীয় পর্যায়টা ১৯৫০ সাল পর্যন্ত একাধিক বিবাহের উপর আমল করতে থাকে, এমনকি ইসরাঈলের সবচেয়ে বড় পাদ্রী একের অধিক বিবাহের উপর শর্তারোপ করে দিল, ফলশ্রুতিতে ইহুদীদেরকে একের অধিক বিবাহ করতে নিষেধ করে দেওয়া হল।

খ্রিষ্টানদের মধ্যে একাধিক বিবাহের উপর আমল বহু যুগ থেকে প্রচলন ছিল। এক ব্যক্তি যতটা ইচ্ছা বিবাহ করতে পারবে কারণ ইঞ্জিলে অধিক বিবাহের কোন সীমা বর্ণনা করা হয়নি, তবে এই যুগের গীর্জার পাদ্রীরা এই বাধ্যবাধকতা করে দিল যে, একজন পুরুষ শুধুমাত্র একজন স্ত্রী-ই রাখতে পারবে।

যেই যুগে পুরুষদের অনির্দিষ্ট বিবি রাখার অনুমতি ছিল, ইসলাম তাদের অতিরঞ্জনের উপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করল এবং চারজনের অধিক বিবি রাখতে নিষেধ করে দিল। কুরআন নাযিলের পূর্বে স্ত্রীদের ব্যাপারে অধিক থেকে অধিক সংখ্যকের উপর কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না, যার কারণে পুরুষ অসংখ্য স্ত্রী রাখতে পারত। কুরআন অধিক থেকে অধিকের সীমাও বর্ণনা করে দিল এবং সাথে সমতা ও ইনসাফের কড়া শর্ত জোড়ে দিল। আল্লাহ পাক কুরআনুল করীমে ইরশাদ করেন:

فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً

(পারা ৪, সূরা নিসা, আয়াত: ৩)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: অতঃপর যদি তোমরা আশঙ্কা করো যে, দুজন স্ত্রীকে সমানভাবে রাখতে পারবে না, তবে একজনকেই করো।

মুসলমানদের জন্য একাধিক বিবাহের উপর আমল করা আবশ্যক নয়। ইসলামে একের অধিক স্ত্রী না তো নিষেধ করা হয়েছে আর না এর উপর উৎসাহ দিয়েছে। আরো বিষয়টি হল একজন মুসলমানের যার দুইজন

www.dawateislami.net

বা তিন অথবা চারজন স্ত্রী রয়েছে সে এই কারণে ওই মুসলমান থেকে উত্তম হয়ে যায় না যার একজন স্ত্রী রয়েছে, সুতরাং একের অধিক বিবাহ করা কোন মর্যাদার বিষয় নয়।

যদিও একাধিক বিবাহের উপর আমল বহু ধর্মের মধ্যে পাওয়া যায় কিন্তু পশ্চিমা দেশের লোকেরা এটা মনে করে যে, এর সম্পর্ক শুধুমাত্র ইসলাম ধর্মের সাথে, অথচ প্রকৃত অবস্থা হল ইসলাম স্ত্রীদের সংখ্যার সীমারেখার নীতি নির্ধারণ করেছে যাতে লোকেরা এই বিষয়ে নারীদের হক নষ্ট না করে। কুরআনুল করীম পুরুষদেরকে চারজন স্ত্রী রাখার অনুমতি দিয়েছে, শর্ত হলো তাদের সকলের হক পূরণ করতে হবে এবং সকলের সাথে সমান আচরণ করতে হবে। মুসলমানদের কাছে কুরআনে পাকের এই হুকুম নারী এবং স্বামীদের মর্যাদাকে মজবুত করে। যেখানে ইসলাম অনির্দিষ্টভাবে স্ত্রী রাখার ব্যাপারে বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছে সেখানে ওই সকল মহিলা যাদের স্বামী যুদ্ধে মারা গিয়েছে তারা বিধবা হয়ে গেছে এবং তাদের সংখ্যা পুরুষদের তুলনায় বেড়ে গেল, বিবাহের মাধ্যমে ইসলাম তাদেরকে নিরাপত্তা দিয়েছে।

এমন কিছু অবস্থা যেখানে দ্বিতীয় বিবি রাখার ক্ষেত্রে উপকার রয়েছে উদাহরণস্বরুপ যদি অবিবাহিত নারীর সংখ্যা পুরুষের তুলনায় সমাজে বেড়ে যায়, বিশেষ করে যুদ্ধের সময় যখন বিধবা মহিলাদের ঘর ও খরচাদির প্রয়োজন হয়, তেমনিভাবে পুরুষ নারীর তুলনায় অধিক মৃত্যুবরণ করে, যুদ্ধের মধ্যে নারীর তুলনায় পুরুষ অধিক মারা যায়। সাধারণত নারীরা পুরুষের তুলনায় অধিক বেঁচে থাকে, ফলশ্রুতিতে পুরুষের সংখ্যা নারীর সংখ্যার চেয়ে কম হয়, সুতরাং একজন অবিবাহিত পুরুষ একজন মহিলাকে বিবাহ করে তবে লক্ষ লক্ষ মহিলা এমন হবে যাদের কোন স্বামী থাকবে না।

www.dawateislami.net

পশ্চিমা সমাজে বিবাহিত পুরুষের গার্লফ্রেন্ড বা প্রেমিকা রাখা একটি সাধারণ ব্যাপার। আর এই অভ্যাসের উপর ওই সমাজে খুব কম সমালোচনা করা হয় অথচ সেটার ক্ষতির ব্যাপারে সবাই জানে। অপরদিকে একাধিক বিবাহের আমল পশ্চিমা সমাজে একেবারে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে অথচ এর কোন ক্ষতি নেই বরং এর কারণে নারীর ইজ্জত ও সম্মানের হেফাযত হয়।

মহিলা যদিও দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ স্ত্রীই হোক না কেন প্রকৃত অর্থে সে বিবি, প্রেমিকা নয়। তার একজন স্বামী আছে, যার উপর ইসলামী নিয়ম অনুসারে ওই মহিলার এবং তার বাচ্চার খরচাদি বহন করা আবশ্যক। ওই স্বামীর উদাহরণ (Boy Friend) এর মত নয়, যে একদিনে খুব সহজেই মহিলাটিকে আলাদা করে দেয়। যখন মহিলা গর্ভবতী হয়ে যায় তখন সে ওই মহিলাকে চিনতেও অস্বীকার করে।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, দ্বিতীয় স্ত্রী যার সাথে নীতি অনুসারে বিবাহ হয়েছে তার সম্মান রয়েছে। নিয়ম অনুসারে তার হক সংরক্ষিত আছে, সমাজে তাকে একজন সম্মানিত নারীর মত গ্রহণ করা হয়, এর বিপরীতে প্রেমিকার না সমাজে ইজ্জত আছে আর না কোন আইনানুক হক রয়েছে। ইসলাম কঠোরভাবে দেহ ভোগ ও ব্যভিচারকে নিষেধ করে তবে কঠোর শর্তাবলি ও সংখ্যার বাধ্যবাধকতা সাথে একের অধিক বিবাহ করতে অনুমতি দেয়।

প্রশ্নঃ যদি পুরুষের একের অধিক বিবাহের অনুমতি থাকে তবে নারীদের একের অধিক স্বামী রাখার কেন অনুমতি নেই?

উত্তরঃ ইসলাম এই বিষয়ের শিক্ষা দেয় যে, আল্লাহ পাক যিনি অধিক হিকমতের অধিকারী, তিনি নারী ও পুরুষকে প্রত্যেক ক্ষেত্রে মৌলিকভাবে

www.dawateislami.net

এক ধরনের সৃষ্টি করেননি, এরা একে অপর থেকে শারীরিক, মানসিকভাবে অনেক ভিন্ন এবং তাদের যোগ্যতাও ভিন্ন, এই কারণে তাদের দায়িত্বও একে অপর থেকে ভিন্ন, কিন্তু তারা একে অপরের দায়িত্বকে উপলব্ধি করে সামনে এগিয়ে যায়।

এই ব্যাপারে কিছুলোক অভিযোগ করে যে, পুরুষের তো একের অধিক বিবাহ করার অনুমতি রয়েছে, ন্যায়বিচার ও ইনসাফের দাবীও এটাই যে, নারীরও একের অধিক স্বামী থাকার অনুমতি থাকা উচিত। আমরা নিচে কিছু কারণ বর্ণনা করছি যেসব কারণে এটা বুঝতে সুবিধা হবে যে, নারীদের একের অধিক স্বামী রাখার কেন অনুমতি নেই।

- পুরুষদের একের অধিক বিবাহ করা নারীদের বৃদ্ধি পাওয়া সংখ্যার সমস্যাকে সমাধান করে।
- জন্মগতভাবে পুরুষের ভিতর একের অধিক বিবাহের আকর্ষণ বিদ্যমান, অথচ নারীদের মধ্যে জন্মগতভাবে এই বিষয়টি নেই।
- ইসলাম এই বিষয়টির খুবই গুরুত্ব দেয় যে, বাচ্চার মা বাবা উভয়ের পরিচিতি স্পষ্ট হোক, যখন পুরুষের একের অধিক বিবাহ হয় তখন ওই বিবাহে বাচ্চার মা এবং বাবা উভয়ের পরিচিতি খুব সহজে হয়ে যায়, কিন্তু যদি নারী একের অধিক স্বামীকে বিবাহ করে তবে এই ক্ষেত্রে শুধুমাত্র মায়ের পরিচয় তো অকাট্যভাবে পাওয়া যায় কিন্তু বাবার পরিচয় সনাক্ত করা খুবই জটিল, অতঃপর এর জন্য মেডিকেল টেষ্টের প্রয়োজন পড়বে যে, কার বীর্য থেকে বাচ্চা জন্মগ্রহণ করেছে। টেষ্টও সব সময় সঠিক হয় না এই বিষয়টিও পরীক্ষিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। যে বাবা এটা নিশ্চিত হবে না যে, এই বাচ্চা আমার তবে সে তার লালন-পালন এবং খরচাদির ব্যাপারে উদাসিন হয়ে যাবে। আর

www.dawateislami.net

মনস্তাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞরা বলেন যে, এহেন পরিস্থিতিতে বাচ্চার জন্য মানসিক সমস্যা ও নিরানন্দ শৈশবের কারণ হতে পারে।

প্রশ্ন: ইসলামে ব্যভিচারের শাস্তি এত কঠোর কেন?

উত্তর: ইসলামে শাস্তির একটি সামাজিক কারণ রয়েছে, যাতে অন্যদেরকেও এই ধরনের অপরাধ থেকে বিরত রাখা যায়। অপরাধের গুরুতর প্রকৃতির উপর নির্ভর করে সেটার শাস্তি রাখা হয়েছে। আজকাল কিছু লোক ব্যভিচারের শাস্তির বিরোধিতা এই কারণে করে থাকে যে, তাদের ধারনা এতে ভারসাম্য নেই এই শাস্তি খুবই কঠোর। মূল সমস্যা হল এটাই যে, মানুষের মনে বিভিন্ন মানদন্ড রয়েছে, যেটার ভিত্তিতে বিভিন্ন অপরাধের ক্ষতিকে পরিমাপ করে থাকে।

ইসলামে ব্যভিচার মারাত্মক অপরাধের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত, কারণ এটা প্রজন্মের সেই ভিত্তিকে বরবাদ করে দেয় যেটার উপর একটি প্রজন্মের মূল ভিত্তি রাখা হয়। নারী ও পুরুষের নাজায়িয সম্পর্ক পরিবারকে ধ্বংস করে দেয় এবং সমাজের নিয়ম-কানুনকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দেয়। পরিবার ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া, নতুন প্রজন্মের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার উপর খুব বাজেভাবে প্রভাব ফেলে, যেটা প্রভাবিত লোকদের গুনাহভরা মোড়ে এনে দাঁড় করিয়ে দেয়। যেখানে চতুর্দিকে কুপ্রবৃত্তির কামনা, যৌনতা এবং ঝগড়া ফ্যাসাদে ভরপুর থাকে। এই কারণে এটা আবশ্যক যে, প্রত্যেকের ওই পন্থা অবলম্বন করা যেটার মাধ্যমে পরিবারকে বাঁচানো যায়। এই কারণে ইসলাম পরিবারের সুরক্ষার আহবানকারী ও প্রত্যেক অপরাধ যেটার কারণে এই পারিবারিক ভিত্তি ভেঙ্গে পড়াটা দৃষ্টিগোচর হয়, এরই প্রেক্ষিতে কঠোর শাস্তি দেওয়ার ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে, এই শাস্তি নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য সমান।

www.dawateislami.net

প্রশ্ন: ইসলামী আইনানুসারে নারী-পুরুষের বিপরীতে অর্ধাংশ কেন পায়?

উত্তর: ইসলাম উত্তরাধিকারের ওই নিয়মকে ভেঙ্গেছে যেখানে সমস্ত পরিত্যক্ত সম্পত্তি বড় ছেলেই পায়, কুরআনে পাকের হুকুম অনুসারে নারী স্বয়ং তার বাবা, স্বামী, নিজের পুত্র এবং নিজের ওই ভাই থেকে যার কোন সন্তান নেই বা শুধুমাত্র কন্যা রয়েছে, উত্তরাধিকারী থেকে অংশ পায়।

কুরআনে পাকে উত্তরাধিকারীর মধ্যে অংশ পাওয়া হকদারদের অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। সূরা নিসা আয়াত নম্বর ১১-১২ এবং ১৭৮ এ নিকট আত্মীয়দের উত্তরাধিকারের হকসমূহ বর্ণনা করে দিয়েছে। আল্লাহ পাক বাচ্চা, মা-বাবা এবং স্বামী-স্ত্রীর উত্তরাধিকারের হকসমূহ খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন এবং তাদেরকে লোকদের সু-পরামর্শ এবং উৎসাহ উদ্দীপনার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নিরাপদ করে দিয়েছেন। কিছু নিকট আত্মীয়-স্বজন না থাকার কারণে দূরবর্তী আত্মীয়-স্বজনও অংশ পায়। উত্তরাধিকারের বন্টনে আমাদের পালনকর্তার ত্রুটিহীন হওয়ার এবং ইলম ও হিকমতের দর্শন দেখা যাচ্ছে যে, এমন এক ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যেখানে প্রতিটি ব্যক্তি তার দায়িত্বের হিসাবে বিভিন্ন অবস্থায় তার অংশ পায়।

অনেক ক্ষেত্রে মহিলারা পুরুষদের অর্ধেক অংশ পায়, এটি সর্বদা হয় না, কিছু ক্ষেত্রে মহিলারা পুরুষদের সমান অংশ পান। আর কিছু ক্ষেত্রে মহিলারা পুরুষদের তুলনায় বেশি অংশ পায়। আর যখন পুরুষকে বেশি অংশ দেওয়া হয় সেটাও খুব বোধগম্য এবং যৌক্তিকভাবে সঠিক। ইসলামে মহিলাদের উপর অর্থনৈতিকভাবে পরিবারের জন্য কোন দায়িত্ব দেওয়া হয় নাই, যদিও তারা সম্পদশালী হোক না কেন অথবা তাদের কোন

www.dawateislami.net

উপার্জনের মাধ্যম থাকুক না কেন। অর্থনৈতিক দায়িত্বের বোঝা শুধুমাত্র পুরুষদের কাঁধের উপর দেওয়া হয়েছে। যখন মহিলা অবিবাহিত থাকে তখন নিয়ম অনুসারে তার খরচাদি এবং টাকা পয়সার দায়িত্ব বাবা এবং ভাইয়ের উপর হয়ে থাকে। যখন তার বিয়ে হয়ে যায় তখন দায়িত্ব স্বামীর উপর বা প্রাপ্তবয়স্ক ছেলের উপর পড়ে। ইসলাম পুরুষের উপর তার পরিবারের সকল ধরনের অর্থনৈতিক দায়িত্ব অর্পন করেছে।

সুতরাং উত্তরাধিকারী অংশে পার্থক্যের দ্বারা কখনোই এই উদ্দেশ্য নয় যে, এক শ্রেণীর উপর আরেক শ্রেণীকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এই পার্থক্যটা শুধুমাত্র এই বিষয়টিকে সমর্থন করে যেমন ঘরের সদস্যদের মধ্যে শারীরিক, মানসিক, মেধার পার্থক্যের কারণে তাদের দায়িত্ব ভিন্ন ভিন্ন। আর তাদের দায়িত্বের হিসাব অনুসারে সবাইকে সঠিক ও সমান অংশ দেওয়া হয়েছে।

মোটকথা মহিলার ঘরের কাজ হলো সে ঘর সামলাবে এবং ঘরের ভিতর যে প্রয়োজনীয়তা রয়েছে সেগুলো পূরণ করবে, সুতরাং তাকে অর্থনৈতিক দায়িত্বের বোঝা থেকে মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। সে উত্তরাধিকারের মধ্যে অংশ পায়, কিন্তু সেগুলো সব তার, সে চাইলে তা ব্যবহার করতে পারবে, চাইলে যত্ন করে রেখে দিতে পারবে। আর এই সম্পত্তি দিয়ে যা ইচ্ছা করতে পারবে। অন্য কোন ব্যক্তির এর কোন অধিকার নেই যে সে তার অংশ থেকে কোন ধরনের দাবি করবে এবং এর বিপরীতে পুরুষ যা পায় পুরুষের সম্পত্তিতে তার অংশ হয়ে যায়, যেটাতে সে তার সন্তানদের উপর, ঘরের মহিলাদের উপর এবং নিজের প্রয়োজনীয়তার উপর খরচ করতে হয়, সুতরাং তার অংশে যা এসেছে সেটাতো ধারাবাহিকভাবে কমতে থাকে।

www.dawateislami.net

ধরুন কোন এক ব্যক্তি মারা গেল আর সে এক পুত্র ও এক কন্যা রেখে গেল, পুত্র যখন মোহর আদায় করবে এবং নিজের স্ত্রীর খরচাদি দিবে তবে তার উত্তরাধিকারের অংশ ব্যবহার হবে বরং যতক্ষণ পর্যন্ত তার বোনের বিবাহ না হয়ে যায় সে তার বোনের জন্য খরচ করবে। আরও টাকার জন্য তাকে কাজ করতে হবে, যাইহোক তার বোনের অংশ এমনিতেই নিরাপদ থাকবে এবং যদি সে তার টাকা কোন ব্যবসায় লাগায় হয়তো তার অংশটা আরও বেড়ে যাবে। যখন তার বিবাহ হবে তখন স্বামীর কাছ থেকে মোহর গ্রহণ করবে এবং তার খরচও তার স্বামী বহন করবে, এবং তার উপর কোন প্রকারের অর্থনৈতিক দায়িত্ব একেবারেই দেওয়া হয়নি। এসবকিছু দেখে একজন পুরুষ সম্ভবত এই ফলাফলে এসে পৌঁছবে যে, ইসলাম মহিলাকে পুরুষের উপর প্রাধান্য দিয়েছে এবং মহিলাকে পুরুষের চেয়ে অধিক সম্পত্তি দান করেছে।

এছাড়া মুসলমানের এই অধিকারও রয়েছে যে, সে তার সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ নিজের বিচক্ষণতা অনুসারে এমন কোন ব্যক্তির নামে অসিয়ত করবে যার উত্তরাধিকার সূত্রে কোন অংশ নির্ধারিত নেই। সে যদি চায় তবে সে ওই তৃতীয় অংশ কোন গরীব নারী ও পুরুষ বা কোন দূরবর্তী আত্মীয়-স্বজনকে সাহায্য করার জন্য অসিয়ত করতে পারবে। আর মানুষ এটাও করতে পারবে যে, ওই তৃতীয় অংশ কল্যাণমূলক কাজ, নেকীর কাজে অসিয়ত করতে পারবে যাতে মারা যাওয়ার পর সে সাওয়াব পায়।

www.dawateislami.net

ইসলাম ও সন্ত্রাসবাদ

প্রশ্ন: জিহাদ কাকে বলে?

উত্তর: পশ্চিমা সমাজে ব্যাপকভাবে ভুল বুঝাবুঝি রয়েছে, যতটা "জিহাদ" শব্দের প্রতি প্রতিক্রিয়া সামনে আসে সম্ভবত অন্য কোন পরিভাষার উপর ভিত্তি করেই এসে থাকে।

আরবি শব্দ জিহাদের অর্থ সাধারণত পশ্চিমা বিশ্বে পবিত্র যুদ্ধ (Holy war) মনে করা হয়, অথচ এর আভিধানিক অর্থ হল "চেষ্টা করা এবং কঠোর পরিশ্রম করা" এই কথাটি ভুল যে, জিহাদ শব্দ সব সময় লড়াই এবং যুদ্ধের সমার্থক, অথচ জিহাদ শব্দের এক অর্থ হলো যুদ্ধ।

জিহাদ দ্বারা উদ্দেশ্য ভালো কাজ করার চেষ্টা করতে থাকা এবং জুলুমের সমাপ্তির জন্য জিহাদ করা। নিজেকে নিজে এবং সমাজকে মন্দতা থেকে বাঁচানোর জন্য কঠোর পরিশ্রম করা। এই কঠোর পরিশ্রম কখনো রুহানী, কখনো সামাজিক, কখনো অর্থনৈতিক আর কখনো রাজনৈতিক হয়ে থাকে।

প্রকৃতপক্ষে জিহাদ এমন এক আমল যেটা সারা জীবন অব্যাহত থাকে এবং এর পরিসীমা অনেক প্রশস্ত। জিহাদ শুধুমাত্র হাতিয়ার উঠিয়ে যুদ্ধ লড়াই পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয় বরং হকের প্রতি দাওয়াত দেওয়া, হক কথার সাক্ষী এবং মজবুত দলিলের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা। এসব কিছু জিহাদ। যেটার উদ্দেশ্য হল নিজের রুহকে পাক পবিত্র করার চেষ্টা করতে থাকা। নিজের ঈমানকে মজবুত করা, ভালো কাজের দিকে ধাবিত হওয়ার উপর নিজের নফসকে বাধ্য করা এবং গুনাহ ও নাজায়িয কামনা থেকে নিজেকে নিজে থেকে দূরে রাখা।

www.dawateislami.net

অতঃপর জিহাদ সম্পদ দ্বারাও হয়, যেটার উদ্দেশ্য হল যেকোনভাবে ভালো কাজে নিজের সম্পদ ব্যয় করা। এতে সদকা ও খয়রাত এবং অন্যান্য কল্যাণমূলক কাজ অন্তর্ভুক্ত। নিজের ব্যক্তি সত্তার মাধ্যমে জিহাদ করা, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল মুসলমান ভালো কাজ করবে, উদাহরণস্বরুপ নেকীর দাওয়াত দেওয়া, মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকা এবং বৈধ পন্থায় জুলুম ও বর্বরতার বিরুদ্ধে হাতিয়ার উঠানো ইত্যাদি।

বিদেশের চাপ, কোন সরকারের মানুষের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেওয়া, ইনসাফ ও চরিত্রের মূল ও মর্যাদাকে মুছে দেওয়া এবং লোকদেরকে হক বলার এবং হকের রাস্তায় চলা থেকে নিষেধ করা এগুলো সেই অত্যাচার, ইসলাম জিহাদের নামে তাদেরকে হেফাযতের দায়িত্ব দান করেছে।

জিহাদের অর্থ এটাও যে, আল্লাহ পাকের ব্যাপারে আকাইদের প্রচার প্রসার করার চেষ্টা করা। শুধুমাত্র তাঁরই ইবাদতের দিকে দাওয়াত দেওয়া। ভালো মূল্যবোধ অবলম্বন করা, উত্তম চরিত্র এবং নেকীর কাজে ভালোভাবে উৎসাহ ও দাওয়াত দেওয়া, এগুলো সব জিহাদ। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

اُدْعُ اِلٰى سَبِیْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جَادِلْهُمْ بِالَّتِیْ هِیَ اَحْسَنُ ؕ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِیْلِهٖ وَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِیْنَ ﴿۱۲۵﴾

(পারা ১৪, সূরা নাহল, আয়াত: ১২৫)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: (আপনি) আপন প্রতিপালকের পথের দিকে আহবান করুন পরিপক্ক কলা কৌশল ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে ঐ পন্থায় তর্ক করুন, যা সর্বাধিক উত্তম হয়। নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক ভালভাবে জানেন সৎপথ প্রাপ্তদেরকে।

www.dawateislami.net

জিহাদের নামে ইসলাম সমাজের সংশোধন এবং অজ্ঞতা, সংশয়, নিঃস্বতা, অসুস্থতা এবং বংশপরম্পরা মুছে ফেলার দাওয়াত দেয়। জিহাদের একটি বড় টার্গেট হল সমাজের দূর্বল ও অবহেলিত লোকদের ক্ষমতাবান ও প্রভাবশালী লোকদের কাছ থেকে হেফাযত করা। ইসলাম জুলুমের তীব্র নিন্দা করে, যদিও ওই লোকদের উপরই হোক না কেন, যারা ইসলাম ধর্মের বিরোধিতা করে। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰۤى اَلَّا تَعْدِلُوْا

(পারা ৬, সূরা মায়িদা, আয়াত: ৮)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: তোমাদেরকে কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন এর প্রতি প্ররোচিত না করে যে, সুবিচার করবে না।

আল্লাহ পাক ঈমানদারদের ওই সকল লোকদের ব্যাপারে হুকুম দিলেন যারা মুসলমানদেরকে মসজিদের হারামে প্রবেশে বাধা দিয়েছিল।

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا

(পারা ৬, সূরা মায়িদা, আয়াত: ২)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: তোমাদেরকে কোন গোত্রের এ শত্রুতা যে, তোমাদেরকে তারা মসজিদে হারাম এ প্রবেশ করতে বাধা দিয়েছিল, যেন সীমালঙ্ঘনে প্ররোচিত না করে।

কোন ব্যক্তি বা কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতা মুসলমানদেরকে ওই জিনিসের প্রতি প্ররোচিত না করে যে, তারা তাদের উপর অবিচার করবে বা তাদের হক নষ্ট করবে।

জিহাদের প্রকারভেদের মধ্যে বড় জিহাদ হল এটাই যে, যালিম তথা অত্যাচারী শাসকের সামনে সত্য কথা বলা। নিজেকে গুনাহ থেকে বাঁচানোও বড় জিহাদ। আরেকটি জিহাদ হল এটাই যে, ওই সময় তলোওয়ার উঠাবে যখন মুসলমানের উপর বা মুসলিম রাষ্ট্রের উপর হামলা

www.dawateislami.net

হয় অথবা হামলা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং মুসলমান সেটার হেফাযত করবে, কিন্তু শেষ প্রকারের জিহাদ যেটাকে যুদ্ধের সাথে ব্যাখ্যা করা হয়, মুসলমানের উপর ওই সময় ফরজ হয়ে যায় যখন সেটার ঘোষণা একজন সত্যিকার মুসলিম শাসকের পক্ষ থেকে হয়, যাকে শরয়ী শর্ত অনুসারে মুসলমানদের খলিফা মানা হয়।

জিহাদের উদ্দেশ্যটা খুবই ব্যাপক, শুধুমাত্র যুদ্ধ নয়, যেমনিভাবে পশ্চিমাতে মনে করা হয়। যখন অন্যায় করা হয়, স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেওয়া হয়, এবং হক নষ্ট করা হয় তাছাড়া আলোচনা ও মধ্যস্থতার প্রচেষ্টা কাজ করছে না, যুদ্ধই হলো তাদের শেষ সমাধান এবং প্রতিটি বুদ্ধিমান মানুষ তা বুঝতে পারে। জিহাদের উদ্দেশ্য এটা কখনোই নয় যে, মানুষদের উপর শক্তি প্রয়োগ করে তাদেরকে মুসলমান বানানো অথবা তাদের ধন-সম্পদ দখল করে নেওয়া বা নিজের সম্মান মর্যাদা এবং শক্তি দেখানোর জন্য মানুষদের সাথে যুদ্ধ করবে। জিহাদের মূল উদ্দেশ্য হল নিজের এবং অপরের প্রাণ, সম্পদ, সম্মান, স্বাধীনতা এবং প্রতিপত্তি জালেমদের কাছ থেকে হেফাযত করা এবং সত্য কালেমার রাস্তার প্রতিবন্ধকতা থাকলে তা দূর করা।

প্রশ্ন: ইসলাম কি যুদ্ধ বিগ্রহের ধর্ম?

উত্তর: ইসলামে শক্তির ব্যবহার বিশেষ ক্ষেত্রে জায়িয, বিশেষকরে মুসলিম সম্প্রদায় এমন কোন শক্তিকে বিপদজনক মনে করে যেটা মুসলমানদের ক্ষতি করতে উদ্যত হয়, এমন সময় শক্তির ব্যবহার স্বভাবত বটেই। আর মানতিকি অর্থাৎ বিবেকও এটা গ্রহণ করে এবং যে কেউ যুদ্ধের ঘোষণা করতে পারে না, এটা শুধুমাত্র মুসলিম রাষ্ট্রের শরয়ী শর্ত অনুসারে যাকে খলিফা নিয়োগ করা হয়েছে তারই অধিকার রয়েছে। আর এই কাজও খুবই

www.dawateislami.net

নিয়মতান্ত্রিক ও সুশৃংখল পন্থায় হয়ে থাকে, ইসলামে জীবনের গুরুত্ব খুবই বেশি, বিশেষকরে মানুষের জীবন রক্ষার ক্ষেত্রে ইসলাম অনেক জোর দিয়েছে, আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِیْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ؕ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿۱۵۱﴾

(পারা ৮, সূরা আনআম, আয়াত: ১৫১)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং যেই জীবের হত্যা আল্লাহ নিষেধ করেছেন সেটাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করো না। এটা তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন তোমাদের সুবোধোদয় হয়।

আরও ইরশাদ করেন:

مَنْ قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَیْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِی الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیْعًا

(পারা ৬, সূরা মায়িদা, আয়াত: ৩২)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: যে ব্যক্তি প্রাণ হত্যা করল কোন প্রাণ হত্যার বদলা ও পৃথিবী পৃষ্ঠে ফ্যাসাদ করা ছাড়াই, তখন সে যেন সকল মানুষকেই হত্যা করল।

শুধুমাত্র একটি প্রাণেরই এমন মর্যাদা যে, আল্লাহ পাক একটি প্রাণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করাকে পুরো মানবজাতিকে হত্যা করার সমান বলে আখ্যায়িত করেছেন।

এই বিষয়টি বোঝা আবশ্যক যে, ইসলামে যুদ্ধের অনুমতি বিশেষ ক্ষেত্রে এবং কঠিন প্রয়োজনের সময় রয়েছে, এবং এর অনুমতি শুধুমাত্র ওই সময় যখন সকল শান্তিপূর্ণ পন্থা ব্যর্থ হয়।

নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কখনো কখনো শুধুমাত্র নিজের উদ্দেশ্যকে জীবিত রাখার জন্য যুদ্ধ করেছেন। আর প্রতিবন্ধকতা ও বিপদ দূরে হয়ে গেলেই তিনি খুব দ্রুত শান্তি ও মধ্যস্থতার পথ অবলম্বন করতেন।

www.dawateislami.net

যুদ্ধের সময়ও ইসলাম মুসলমান সৈন্যদের উপর আবশ্যক করে দিয়েছে যে, তারা যুদ্ধের ময়দানে শত্রুদের সাথে ইনসাফসূচক আচরণ করবে। ইসলাম লড়াইকারী এবং সাধারণ লোক আরা যারা শত্রু দেশের বাসিন্দা, তাদের মাঝে স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট রেখা টেনে দিয়েছে, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মুসলিম সৈন্যদের হুকুম দিয়েছেন যে "কোন বৃদ্ধ, শিশু এবং মহিলাকে হত্যা করবে না।"(১)

আরও ইরশাদ করেন: "পাদ্রীদেরকে তাদের গীর্জায় হত্যা করো না"।(২)

একবার নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যুদ্ধের ময়দানে এক মহিলার লাশ দেখলেন, তখন অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে বললেন: এই মহিলাকে কেন হত্যা করা হয়েছে এবং নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই কষ্টদায়ক কাজের তিরস্কার করেন। (আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ, বাবু ফি কতলিন নিসা, ৩/৭৩, হাদিস: ২৬৬৮-২৬৬৯)

আর যে সকল শত্রুদের যুদ্ধের ময়দানে বন্দী করা হয়েছে তাদের হকের তালিকা অনেক লম্বা: বন্দীকে প্রহার করা যাবে না, কোন আহত বন্দীকে হত্যা করা যাবে না, কোন লাশকে ক্ষতবিক্ষত করা যাবে না। শত্রুদের লাশ কোন অজুহাত ও দলিল ছাড়াই ফিরিয়ে দেওয়া হবে।(৩)

উপরোক্ত সত্যতা দ্বারা এই বিষয়টি প্রকাশ্য দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ইসলাম অন্যায়, বে-ইনাসাফি এবং বর্বরতার কখনোই অনুমতি দেয় না বরং উত্তম চরিত্র, ইনসাফ, ধৈর্য ও শান্তির দাওয়াত দেয়।

---

১. (আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ, বাবু ফি কতলিন নিসা, ৩/৭৪, হাদিস: ২৬৭২। আল মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া মায়া শরহে যুরকানি, বাবু কতলা আবি রাফি, ৩/১৪১)

২. (মুসনদে ইমাম আহমদ, মুসনদে আব্দিল্লাহ বিন আব্বাস, ১/৬৪৩, হাদিস: ২৭২৮)

৩. (আয যুরকানী আলাল মাওয়াহিব, গযওয়াত বদরুল কুবরা, ২/৩২৪, ও মুসনদে আহমদ, ১/৬৪৩, হাদিস: ২৭২৮)

www.dawateislami.net

যুদ্ধ বিগ্রহের দাগ থেকে অনেক দূরে থেকে ইসলাম এখনো জীবিত। আর এই ইসলাম সম্প্রদায়, বংশ, গোত্রের সীমারেখা থেকে অনেক আগে, আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثٰى وَ جَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبَآىٕلَ لِتَعَارَفُوْا ؕ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِیْمٌ خَبِیْرٌ ﴿۱۳﴾

(পারা ২৬, সূরা হুজুরাত, আয়াত: ১৩)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: হে মানবকুল! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে শাখা প্রশাখা ও গোত্র-গোত্র করেছি, যাতে পরস্পরের মধ্যে পরিচয় রাখতে পারো। নিশ্চয় আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে অধিক সম্মানিত সেই, যে তোমাদের মধ্যে অধিক খোদাভীরু। নিশ্চয় আল্লাহ জানেন, খবর রাখেন।

মানবতা অস্থিরতা ও সন্ত্রাসবাদের ক্যান্সারে ফেঁসে গেছে। কিছু ব্যক্তি ও সরকার এই সন্ত্রাসবাদকে সুদৃঢ় (Promote) করছে। এহেন অবস্থা ও অন্ধকারে ইসলামের আলো কাজে আসবে এবং ইসলামের মধ্যেই ভবিষ্যতের শান্তির আশা করা যায়।

প্রশ্ন: মুসলমান কি সন্ত্রাসী?

উত্তর: দূর্ভাগ্যবশত কিছুলোক ইসলামকে সন্ত্রাসের সমার্থক মনে করে নিয়েছে, সন্ত্রাসবাদ থেকে অনেক দূরে ইসলাম একটি শান্তিপ্রিয় ধর্ম। এর নিয়ম-কানুন মুসলমানদেরকে শান্তিপ্রিয় রাখতে, শান্তির উৎসাহ দিতে এবং পুরো পৃথিবীতে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে শিক্ষা দেয়। ইসলাম সন্ত্রাসবাদকে একেবারে পছন্দ করে না, যেমনিভাবে আজকাল ভুলভাবে বুঝানো হচ্ছে। নিজের রাজনৈতিক বা ধর্মীয় উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য জাহাজ লুণ্ঠন

www.dawateislami.net

করা, লোকদেরকে যিম্মি করে ফেলা, লোকদেরকে মারধর করা এবং নিরীহ লোকদেরকে হত্যা করা এটা ইসলামের আদর্শ নয় যে, নিজের উদ্দেশ্যকে এদের মাধ্যমে হাসিল করবে। না এটা সমস্যার সমাধান আর না এটা ইসলাম প্রচার প্রসারের পদ্ধতি।

প্রশ্ন মূলতঃ এটা হওয়া উচিত ছিল যে, ইসলাম কি সন্ত্রাসবাদের উৎসাহ দেয় কি না? জবাব হল একেবারেই নয়, ইসলাম সম্পূর্ণভাবে সব ধরনের সন্ত্রাসবাদকে নিষেধ করে, এটা মনে রাখবেন যে, প্রত্যেক ধর্মে কিছু পথভ্রষ্ট লোক থাকে, এক পক্ষ না হয়ে এবং ইনসাফের রজ্জু ধরে এটা দেখা উচিত যে, কোন ধর্মের শিক্ষা কি? কারণ শিক্ষাই হলো মানদন্ড, যেটার মাধ্যমে এটা যাচাই করা যায় যে, ওই ধর্মের অনুসারী কিছুলোকের কাজ ভুল না শুদ্ধ।

এটা একেবারে অন্যায় যে, ইসলামকে কিছু অপরাধী পথভ্রষ্ট ও মূর্খ লোকদের কার্যাদির মাধ্যমে যাচাই করা। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম যে বিষয়ের শিক্ষা দেয় সেটা এক জিনিস, আর কিছু মুসলমানের বর্তমানে কিছু ভুল কাজ সেটা আরেক জিনিস। ইসলামের সাথে ইনসাফ এইভাবে করা যেতে পারে যে, আমরা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে মেনে নিবো যেটা স্পষ্টভাবে কুরআন মাজীদ ও হাদিসে মুবারকায় বর্ণনা করা হয়েছে।

ইসলাম শান্তিপ্রিয় ধর্ম, যেখানে মানুষ তার নিজের আকাঙ্ক্ষাকে আল্লাহ পাকের জন্য বিলীন করে দেয়। ইসলাম শান্তির উৎসাহ দেয়, কিন্তু পাশাপাশি অন্যায় ও বর্বরতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার প্রতি আহবান করে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে কখনো হাতিয়ারেরও প্রয়োজন হয়, কখনো শক্তির ব্যবহার শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যও হয়ে থাকে।

www.dawateislami.net

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ইসলাম বিশেষ অবস্থায় যুদ্ধের অনুমতি দেয়, কোন ধর্ম বা সভ্যতা এতটুকুই যদি না করে তবে তার অস্থিত্বও মুছে যায়, কিন্তু ইসলাম এই বিষয়টিকে সমর্থন করে না যে, নিরীহ নারী, পুরুষ, বৃদ্ধ ও শিশুদের উপর হামলা করবে। ইসলাম এই বিষয়টিরও অনুমতি দেয় না যে, যা ইচ্ছা করবে, যাকে ইচ্ছা হত্যা করবে তাকে শাস্তি দিবে, শাস্তি দেয়া এটা আইন, আর আইন অনুসারে মনোনীত করা জজ বা কাযী তথা বিচারকের অধিকার রয়েছে।

প্রশ্ন: ইসলামকে শান্তিপ্রিয় ধর্ম কিভাবে বলা যায় অথচ ইসলাম তরবারির মাধ্যমে প্রসার লাভ করেছে?

উত্তর: অমুসলিমদের মাঝে অনেক বড় ভুল মনোভাব পাওয়া যায় যে, ইসলামের অনুসারী কোটি কোটি মুসলমানদের সংখ্যা এই সময় পৃথিবীতে থাকতো না যদি ইসলাম শক্তি ও তরবারির মাধ্যমে প্রচার-প্রসার করা না হতো। নিম্নে এর প্রমাণ খুবই স্পষ্ট করে দিব যে, ইসলামের প্রচার-প্রসার শক্তি ও তরবারির সাথে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত সম্পর্ক নেই, বরং ইসলাম হকের শক্তি এবং বুদ্ধিভিত্তিক দলিল ও প্রমাণের মাধ্যমে খুব দ্রুত বিশ্বে প্রসার লাভ করেছে, ইসলাম সব সময় মানুষকে ধর্মীয় স্বাধীনতা দিয়েছে, কুরআনে পাকে ধর্মীয় স্বাধীনতাকে খুবই সুস্পষ্টতার সাথে বর্ণনা করা হয়েছে:

لَاۤ اِكْرَاهَ فِی الدِّیْنِ ؕ قَدْ تَّبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ

(পারা ৩, সূরা বাকারা, আয়াত: ২৫৬)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: কোন জোর জবরদস্তি নেই ধর্মের মধ্যে, নিশ্চয় খুবই স্পষ্ট হয়েছে সত্য পথ ভ্রান্তি থেকে।

www.dawateislami.net

যদি ইসলাম তরবারির মাধ্যমে প্রসার লাভ করে তবে নিশ্চয় এটা হক, সত্য ও বুঝে আসার দলিলের তরবারি ছিল, শুধুমাত্র এই ধরনের তরবারি দ্বারা মানুষের মন মস্তিষ্ককে বিজয় করা যায়। কুরআন মাজীদ এই ব্যাপারে ইরশাদ করেন:

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ؕ

(পারা ১৪, সূরা নাহল, আয়াত: ১২৫)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: (আপনি) আপন পালনকর্তার পথের দিকে আহবান করুন পরিপক্ক কলা কৌশল ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে ঐ পন্থায় তর্ক করুন, যা সর্বাধিক উত্তম হয়।

বাস্তবতা স্বয়ং নিজে কথা বলে

ইন্দোনেশিয়া এমন এক দেশ, যেখানে মুসলমানদের একটি বড় সংখ্যকের বসবাস রয়েছে। এবং মালয়েশিয়াতেও অধিকাংশ লোক মুসলমান।

কিন্তু কখনো কোন মুসলমান সৈন্য এই দুই দেশে প্রবেশ করেনি। এটা ইতিহাসের অনেক বড় বাস্তবতা যে, ইন্দোনেশিয়ায় কখনো যুদ্ধের কারণে ইসলাম প্রবেশ করেনি বরং ইসলামের সুন্দর চরিত্র, সত্যের বাণীতেই ওই লোকদের অন্তর ইসলামের দিকে ধাবিত হয়েছে। এতদসত্বেও সেখানে যখন ইসলামী শাসন শেষ হয়ে গেল এরপরও সেখানকার অধিবাসীরা মুসলমানই ছিল, বরং সেই লোকেরা ইসলামের পয়গাম অপরের নিকট পৌঁছাতে থাকে এবং অন্যায় ও বর্বরতা এবং গুনাহের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে থাকে। এখানে এই বিষয়টি খুব স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইসলামের প্রভাব মানুষের উপর তার শিক্ষা ও উত্তম চরিত্রের কারণে হয়েছে। চালচলনের এই চিত্র এর একেবারে বিপরীত যেই

www.dawateislami.net

চালচলনকে পশ্চিমা লোকেরা উপস্থাপন করেছে। তারা মানুষকে গোলাম বানিয়েছে, তাদের ধন-সম্পদ দখল করেছে, তাদের ঘর-বাড়ি ও দেশ ছাড়তে বাধ্য করেছে। আর যখন এই আত্মসাৎকারী পশ্চিমা লোকেরা সেখান থেকে বের হল, তখন মানুষের মধ্যে তাদের অন্যায়, কষ্ট, জুলুম ও বর্বরতার ক্ষতির কথা স্মরণ রইলো, তারা মানুষের মন জয় করতে পারেনি।

মুসলমানরা স্পেইন (আন্দালুস) কে আটশত বছর শাসন করেছে। ওই সময় খ্রিষ্টান ও ইহুদীদের তাদের ধর্ম অনুসারে জীবন অতিবাহিত করার পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ছিল এবং এই কথা ইতিহাসের পাতায় সংরক্ষিত আছে যেটা কেউই অস্বীকার করতে পারবে না।

- খ্রিষ্টান ও ইহুদীরা মিডেলিষ্টে (মধ্যপ্রাচ্য) মুসলিম দেশে বসবাস করছে। মিসর, মরাকুশ, ফিলিস্তিন, লেবানন, সিরিয়া এবং জর্ডানে ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের একটি বিশেষ সংখ্যা বসবাস করে।
- আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে ইসলাম প্রসার লাভ করেছে, কিন্তু ওই এলাকায় কখনো মুসলমানদের কোন সৈন্য প্রবেশ করেনি।
- বর্তমানে আমেরিকা, ইউরোপ এবং আফ্রিকায় সবচেয়ে বেশি প্রসার লাভকারী ধর্ম হলো ইসলাম। বর্তমানে ওই সকল দেশে কোন মুসলমানের হাতে তরবারি আছে? এটা ওই সত্যের তরবারি যেটা সব সময় অন্তরে আঘাত করে অন্তরের পৃথিবীকে পরিবর্তন করে দিয়েছে, আজও সেটার বরকতে ইসলাম প্রসার লাভ করছে। ইসলামী আইন সংখ্যাগরিষ্ঠদের অধিকার নিশ্চিত করে, এই কারণে অমুসলিমদের ইবাদত খানা রয়েছে মুসলিম রাষ্ট্রে আর তাতে খুবই প্রশান্তির সাথে স্বাধীনভাবে নিজেদের কার্যাদি সম্পন্ন করছে।

www.dawateislami.net

ইসলামী আইন এই বিষয়টিরও অনুমতি দেয় যে, অমুসলিম তার ব্যক্তিগত ধর্মীয় বিষয়াদিতে নিজেদের কোর্ট প্রতিষ্ঠা করতে পারবে, উদাহরণস্বরুপ পারিবারিক বিষয়, যেটাকে স্বয়ং তারা নিজেদের ধর্মীয় শিক্ষা অনুসারে সাজিয়ে থাকে। ইসলামী রাষ্ট্রের মধ্যে সকল শহরের প্রাণ ও সম্পদের খুবই গুরুত্ব রয়েছে, চাই সে মুসলিম হোক বা অমুসলিম, সুতরাং এটা প্রকাশ্য দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ইসলাম তরবারি ও শক্তির জোরে প্রসার লাভ করেনি।

যদি ইসলাম তরবারির মাধ্যমে প্রসার লাভ করত তবে ভারতে মুসলমানরা প্রায় এক হাজার বছর পর্যন্ত শাসন করেছে, তবে এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে সেখানে তো কোন অমুসলিম বেঁচে থাকত না, কিন্তু সেখানে এখনো সংখ্যাগরিষ্ঠ অমুসলিম এবং সংখ্যালঘু মুসলিম। আমেরিকা ও ক্যানাডাতে প্রায় নব্বই লক্ষ মুসলমান রয়েছে, তাদের উপর কোন তরবারি চলেছে?

প্রশ্নঃ কুরআন বলে যে, মুসলমান যেখানেই অমুসলিমকে পাবে সেখানেই তাকে হত্যা করবে, তার মানে ইসলাম হত্যা, রাহাজানি, রক্ত প্রবাহিত করা ও বর্বরতার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে?

উত্তরঃ কুরআনে পাকের কিছু আয়াত এমন যে, যেগুলোর রেফারেন্স খুবই ভুলভাবে দেওয়া হয়, অথবা আগের পরের ব্যাখ্যা না করে সেগুলো উপস্থাপন করা হয়, আর এটা বলে দেওয়া হয় যে, ইসলাম হত্যা ও রাহাজানির শিক্ষা দেয় এবং এই বিষয়ের উপর প্ররোচিত করে যে, প্রত্যেক সেই ব্যক্তি যে ইসলামের গন্ডিতে নেই তাকে যেখানেই পাবে হত্যা করে ফেলবে।

www.dawateislami.net

এই আয়াত যেখানে এই বিষয়ের উল্লেখ আছে, মুশরিকদের যেখানেই পাও হত্যা কর, এর সঠিক অর্থ এবং পরিবেশ বোঝা খুবই আবশ্যক এবং পুরো সূরা পড়াটা আবশ্যক।

ঘটনা হল এটাই যে, মুসলমান এবং মুশরিকদের মাঝে শান্তি চুক্তি হয়, মুশরিকরা সেই শান্তিচুক্তিটা ভঙ্গ করে, তাদেরকে চার মাসের সময় দেওয়া হয় যে, তারা যেন এই শান্তি চুক্তির দিকে ফিরে আসে অন্যথায় তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হবে। সম্পূর্ণ আয়াত হল এটাই,

فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَخُذُوْهُمْ وَاحْصُرُوْهُمْ وَاقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝۵

(পারা ১০, সূরা তাওবা, আয়াত: ৫)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: অতঃপর যখন সম্মানিত মাসগুলো অতিবাহিত হয়ে যাবে তখন মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে পাও এবং তাদেরকে ধর পাকড় কর ও বন্দি কর আর প্রতিটি স্থানে তাদের জন্য ওঁত পেতে বস, অতঃপর যদি তারা তাওবা করে এবং নামায কায়েম রাখে ও যাকাত দেয়, তবে তাদেরকে তাদের পথে ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

এই আয়াতে ওই মুসলমানদের হুকুম দেওয়া হয়েছে যারা মুশরিকদের সাথে চুক্তি করেছে এবং মুশরিকরা ওই চুক্তি ভঙ্গ করেছে। যে কেউই উন্মুক্ত মস্তিষ্কে এই ব্যাপারে চিন্তা করে এবং এই আয়াতের ইতিহাসকে সামনে রাখে তবে অবশ্যই এই বিষয়ে একমত হবে যে, এই আয়াত এই বিষয়ের সাক্ষী হিসেবে পেশ করা যাবে না যে, ইসলাম হত্যা রাহাজানি, রক্ত প্রবাহ এবং বর্বরতার উৎসাহ দেয়। আর যেসকল লোকেরা ইসলামের গন্ডিতে নেই তাদেরকে উন্মুক্ত হত্যার হুকুম দেয়।

www.dawateislami.net

এর আগের আয়াত সেই অভিযোগের জবাব দিচ্ছে, আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَاِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ اَبْلِغْهُ مَاْمَنَهٗ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُوْنَ ۝٦

(পারা ১০, সূরা তাওবা, আয়াত: ৬)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর হে মাহবুব! যদি কোন মুশরিক আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে তাকে আশ্রয় দিন, যাতে সে আল্লাহর বাণী শুনতে পায়, অতঃপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছিয়ে দিন, এটা এই জন্য যে, তারা অজ্ঞ লোক।

কুরআনে পাক শুধুমাত্র এই বিষয়ের হেদায়ত দেয় না যে, যেই মুশরিক আশ্রয় চায় তাকে আশ্রয় দাও বরং তার হেফাযতেরও যামিনদার হয়। বর্তমান যুগে এমন কোন মিলিটারি কমান্ডার আছে যে তার সৈন্যদের এই বিষয়ের হুকুম দেয় "না শুধু আশ্রয় প্রার্থনা কারীদের আশ্রয় দাও বরং তাদেরকে নিরাপত্তার সাথে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দাও" অথচ এই বিষয়ের হুকুম আল্লাহ পাক কুরআনুল করীমে দিয়েছেন।

ইসলামের বাণী সর্বজনীন

প্রশ্ন: এটা কি সঠিক যে, ইসলাম শুধুমাত্র আরববাসীদের ধর্ম?

উত্তর: এই ভাবনাটা শুধুমাত্র এই এক বাস্তবতা দ্বারা ভুল প্রমাণিত হয়ে যায় যে, পৃথিবীতে আরব মুসলমানদের সংখ্যা সকল মুসলমানদের পনের থেকে বিশ শতাংশ। ইন্ডিয়ান মুসলমান আরব মুসলমানদের তুলনায় বেশি এবং ইন্দোনেশিয়ায় ইন্ডিয়া থেকে বেশি, এই ভুলটা হয়তো এই কারণেই হয় যে, মুসলমানদের অনেক বংশ অধিকাংশ আরবের ছিল, কুরআন মাজীদ আরবিতে আর হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভাষাও আরবি।

www.dawateislami.net

ইতিহাস এই বিষয়ের সাক্ষী যে, নবী করিম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর সাহাবায়ে কেরাম এবং পূর্বের মুসলমান সম্প্রদায়, ইসলামকে সকল বংশ ও সকল মানুষের কাছে পৌঁছানোর ভরপুর চেষ্টা করেছেন। ইসলামের প্রাথমিক সময়ে হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনেক সাহাবা বিভিন্ন রাষ্ট্র, ভাষা ও সংস্কৃতির সাথে সম্পৃক্ত ছিল, তাঁদের মধ্যে হযরত বেলাল হাবশী একজন আফ্রিকীয় গোলাম ছিলেন, হযরত সুহাইব ছিলেন ইউরোপীয় অর্থাৎ রোমের। হযরত আব্দুল্লাহ বিন সালাম ছিলেন ইহুদী আলিম এবং হযরত সালমান ফারসী رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ ছিলেন ইরানের।

এছাড়া এটা জানাও আবশ্যক যে, না তো সকল মুসলমান আরবের আর না সকল আরব মুসলমান। একজন আরব্য ব্যক্তি মুসলমান, খ্রিষ্টান, ইহুদী বা দহরিয়া যে কোনটাই হতে পারে, কিছু লোক তুর্কী এবং ইরানিদেরকেও আরব্য মনে করে, অথচ তারা একেবারেই আরবি নয়। তাদের ভাষা ভিন্ন, তাদের সংস্কৃতি, স্বভাব, রীতিনীতি আরবদের থেকে একেবারে ভিন্ন।

ইসলামের সত্যতা সকল মানুষের জন্য, সেটার সম্পর্ক যে কোন রং, বংশ, সম্প্রদায়, গোত্র, সংস্কৃতি ও ভাষার সাথে রয়েছে। আপনি নাইজেরিয়া থেকে বসনিয়া পর্যন্ত এবং মালয়েশিয়া থেকে আফগানিস্তান পর্যন্ত দৃষ্টি দিলে এই বিষয়টি যথেষ্ট প্রমাণিত হয়ে যাবে যে, ইসলাম একটি চিরন্তন (Universal) ধর্ম। আর এই হেদায়তের বাণী ও শান্তির বাণী সকল মানুষের জন্য। এর আলোচনা করাও উপকারি হবে যে, মুসলমানদের একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা আমেরিকান এবং ইউরোপিয়ান, যাদের ভাষা এবং সংস্কৃতি ভিন্ন। তারা ইসলামের গন্ডিতে প্রবেশ করছে অথচ আরবদের কোন কিছুই তাদের মধ্যে নেই, কুরআন স্পষ্টভাবে ইরশাদ করেন যে,

www.dawateislami.net

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۲۸﴾

(পারা ২২, সূরা সাবা, আয়াত: ২৮)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর হে মাহবুব! আমি আপনাকে প্রেরণ করিনি, কিন্তু এমন রিসালত সহকারে, যা সমস্ত মানব জাতিকে পরিব্যাপ্ত করে নেয়, সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারী, কিন্তু অনেকে জানে না।

প্রশ্ন: সকল ধর্ম সেটার অনুসারীদের ভালো আমল করার হুকুম দেয়, তবে মানুষ মুসলমান হয়েই কেন ভালো আমল করবে অথবা মুসলমান হওয়াটাই কেন আবশ্যক?

উত্তর: কুরআনুল করীমে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

(পারা ৬, সূরা মায়েদা, আয়াত: ৩)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম, আর তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন (হিসেবে) মনোনীত করলাম।

আরও ইরশাদ করেন:

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ

(পারা ৩, সূরা আ'লে ইমরান, আয়াত: ১৯)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট ইসলামই (একমাত্র) ধর্ম।

এরপর ইরশাদ করেন:

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِي

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর যে ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম চাইবে তা তার পক্ষ থেকে কখনো গ্রহণ করা হবে

www.dawateislami.net

الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿۸۵﴾
(পারা ৩, সূরা আ'লে ইমরান, আয়াত: ৮৫)

না এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

ইসলাম আল্লাহ পাকের শেষ পয়গাম। এর মধ্যে মানবজাতির জন্য পরিপূর্ণ হেদায়ত রয়েছে। ইসলাম ওই সকল ত্রুটি বিচ্যুতির সংশোধন করে যেগুলো পূর্বের যুগের ধর্মে অনুপ্রবেশ ঘটেছে। সেগুলোর সম্পর্ক আকীদার সাথে হোক বা আমলের সাথে, উদাহরণস্বরুপ যে কোন রাষ্ট্রে যখন একটি নতুন আইন হয় তখন সেটা পূর্বের আইনকে রহিত করে দেয় এবং পূর্বের নিয়ম কানুনের উপর প্রাধান্য পায়। ইসলাম এসে সকল ধর্মকে রহিত করে দিয়েছে, এখন শুধুমাত্র ইসলাম। সুতরাং ভালো আমল কবুলের ভিত্তি ইসলাম গ্রহণ করার মাঝেই নিহিত রয়েছে, কারণ এর শিক্ষা না পরিবর্তন হয়েছে আর না রহিত হয়েছে।

নিশ্চয় সকল ধর্ম বিশেষ করে যেগুলো আসমানি ধর্ম (উদাহরণস্বরুপ খ্রিষ্ট, ইহুদিয়ত ও ইসলাম ধর্ম) উত্তম চরিত্র, আমানতদারী, শান্তি ইত্যাদির শিক্ষা দেয় কিন্তু ইসলামের বৈশিষ্ট্য হল ইসলাম এটা থেকে অনেক অগ্রসর যে, সেটা শুধুমাত্র লোকদেরকে আমানতদারীতা ও অকৃত্রিম থাকার শিক্ষা দেয় বরং ইসলাম রোগ সনাক্ত করে এরপর সেটার চিকিৎসাও করে।

ইসলাম মানুষের সমস্যা কার্যকর সমাধান করে, একক ও সমষ্টিগতভাবে অন্যায় পরিসমাপ্তি করে। ইসলাম বিশ্ব জাহানের পালনকর্তার পক্ষ থেকে মানবতার জন্য হেদায়ত এবং পালনকর্তায় ভালো জানেন যে, তার সৃষ্টির জন্য কী উত্তম, এই কারণে ইসলামকে মানবতার ধর্ম বলা হয়েছে।

www.dawateislami.net

শেষ কথা

আমরা আমাদের পাঠকদের কাছে অনুরোধ করছি যে, তারা যেন নিজেরা নিজেদেরকে এই প্রশ্ন করে যে, ইসলামের বিরুদ্ধে নেতিবাচক প্রপোগান্ডা এবং ভুল তথ্য ছড়ানোর পিছনে কোন স্পৃহা এবং এজেন্ডা লুকায়িত আছে। যদি ইসলামও অন্য কোন সাধারণ ধর্মের মত মিথ্যা হতো, জ্ঞান ও বিবেকের বাহিরে হতো তবে কি এত লোকের প্রয়োজন হতো যে, ইসলামের ব্যাপারে মিথ্যা ও ভুল তথ্য বানিয়ে প্রচার করা।

বাস্তব কথা হল ইসলাম ওই সত্য ধর্ম যেটার ভিত্তি খুবই মজবুত, ওই মজবুত ভিত্তির উপর দাঁড়ানো মুসলমান কোন সন্দেহ ছাড়া আল্লাহ পাকের তাওহীদকে মান্য করে এবং আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে শেষ নবী মানে।

পরিশেষে এই আরযও করবো যে, ইসলাম ধর্মের সত্যতা জানার জন্য আমরা এখান থেকে ওখান থেকে তথ্য না নিয়ে কুরআন ও হাদিস অধ্যয়ন করা উচিত এবং একনিষ্ঠ আমল সম্পন্ন নেককার মুসলমানের কাছ থেকে এই দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করা উচিত। মিডিয়া অথবা আমলহীন মূর্খ এবং ফাসিক মুসলমান থেকে নয়।

وما علينا الا البلاغ المبين

www.dawateislami.net

উৎস ও তথ্যসূত্র

কিতাব	লেখক/ সংকলক	প্রকাশনা
কানযুল ঈমান	আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন, ওফাত ১৩৪০ হি:	মাকতাবাতুল মদীনা
আদ্দুরুরুল মানসুর	ইমাম জালাল উদ্দিন বিন আবি বকর সূয়ূতী, ওফাত: ৯১১ হি:	দারুল ফিকির বৈরুত ১৪০৩ হি:
রুহুল বয়ান	মাওলার রোম শায়খ ইসমাইল হাক্কী বারুছী, ওফাত: ১১৩৭হি:	কোয়েটা ১৪১৯ হিজরি
মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক	ইমাম আবু বকর আব্দুর রায্যাক বিন হুমাম বিন নাফেঈ সিনওয়ানী, ওফাত: ২১১ হি:	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া বৈরুত ১৪২১ হি:
আল মুসনদ	ইমাম আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাম্বল, ওফাত: ২৪১ হি:	দারুল ফিকর বৈরুত ১৪১৪ হি:
সহীহুল বুখারী	ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাইল বুখারী, ওফাত: ২৫৬ হি:)	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া বৈরুত ১৪১৯ হি:
সহীহ মুসলিম	ইমাম আবুল হোসাইন মুসলিম বিন হাজ্জাজ কুশাইরি, ওফাত: ২৬১ হি:	দারুল মুগনী আরব শরীফ ১৪১৯ হি:
সুনানে ইবনে মাজাহ	ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াজিদ ইবনে মাজাহ, ওফাত: ২৭৩ হি:	দারুল মা'রিফা বৈরুত ১৪২০ হি:
সুনানে আবু দাউদ	ইমাম আবু দাউদ সোলাইমান বিন আসয়াছ সিজিস্তানি, ওফাত: ২৭৫ হি:	দারুল ইহয়াউত তুরাছুল আরবি বৈরুত ১৪২১ হি:
সুনানে তিরমিযী	ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা তিরমিযি, ওফাত: ২৭৯ হি:	দারুল মারিফা বৈরুত ১৪১৪ হি:
আল মুস্তাদরাক	আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ হাকিম নিশাপুরি, ওফাত: ৪০৫ হি:	দারুল মারিফা বৈরুত ১৪১৮ হি:
কানযুল উম্মাল	আলী মুত্তাকী বিন হুসামুদ্দিন হিন্দি বুরহানপুরী, ওফাত: ৯৭৫ হি:	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া বৈরুত ১৪১৯ হি:
আন নববী আলাল মুসলিম	ইমাম মুহিউদ্দিন আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া বিন শারফ নববী, ওফাত: ৬৭৬ হি:	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া বৈরুত ১৪০১ হি:
ফতহুল বারী	ইমাম হাফিজ আহমদ বিন আলী বিন হাজর আসকালানী, ওফাত: ৮৫২ হি:	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া বৈরূত ১৪২১ হি:
উমদাতুল ক্বারী	ইমাম বদরুদ্দিন আবু মুহাম্মদ মাহমুদ বিন আহমদ আইনী, ওফাত: ৮৫৫ হি:	দারুল ফিকর বৈরুত ১৪১৮ হি:

www.dawateislami.net

কিতাব	লেখক/ সংকলক	প্রকাশনা
ফয়যুল ক্বদীর	আল্লামা আব্দুর রউফ মুনাভী, ওফাত: ১০৩১ হি:	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া বৈরুত ১৪২২ হি:
মানহুর রউযুল আযহার	শায়খ আলী বিন সুলতান আল মারুফ মোল্লা আলী ক্বারী, ওফাত: ১০১৪ হি:	বাবুল মদীনা করাচি
ফতোওয়ায়ে রযবীয়া	আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন, ওফাত: ১৩৪০ হি:	রেযা ফাউন্ডেশন লাহোর
বাহারে শরীয়ত	মুফতী আমজাদ আলী আজমী, ওফাত: ১৩৬৭ হি:	মাকতাবাতুল মদীনা করাচি
আশ শামাইলুল মুহাম্মদীয়া	ইমাম মুহাম্মদ বিন ঈসা আত তিরমিযি, ওফাত: ২৭৯ হি:	দারুল ইহইয়াউত তুরাসি বৈরুত
আল মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া	শিহাবুদ্দিন আহমদ বিন মুহাম্মদ ক্বসত্বালানি, ওফাত: ৯২৩ হি:	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া বৈরুত ১৪১৬ হি:
শরহুল মাওয়াহিব	মুহাম্মদ যুরকানি বিন আব্দুল বাকী বিন ইউসুফ, ওফাত: ১১২২ হি:	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া ১৪১৭ হি:

জান্নাতের দোয়া

হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালেক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বর্ণনা করেন যে, নবী করিম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি তিনবার আল্লাহ পাকের নিকট জান্নাতের প্রার্থনা করে তখন জান্নাত দোয়া করে, হে আল্লাহ! তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দাও। আর যে তিনবার জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চায় তখন জাহান্নাম দোয়া করে, হে আল্লাহ! তাকে জাহান্নাম থেকে নিরাপদ রাখো। (তিরমিযি, কিতাবু সিফাতুল জান্নাত, বাবু মা জাআ ফি সিফাতিল জান্নাতি ওয়া নায়িমুহা, ৪/২৫৭, হাদিস: ২৫৮১)

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

নেক-নামাযী হওয়ার জন্য

প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারা রাত অতিবাহিত করুন। ❊ সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য আশিকানে রাসূলের সাথে প্রতি মাসে তিন দিন মাদানী কাফেলায় সফর এবং ❊ প্রতিদিন 'পরকালিন বিষয়ে চিন্তা ভাবনা' করার মাধ্যমে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করে প্রত্যেক মাসের ১ম তারিখ আপনার এলাকার যিম্মাদারকে জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন।

আমার মাদানী উদ্দেশ্য: 'আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।' ان شاء الله নিজের সংশোধনের জন্য নেক আমলের পুস্তিকার উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য 'মাদানী কাফেলায়' সফর করতে হবে। ان شاء الله

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bangladesh@maktabatulmadinah.com, Web: www.dawateislami.net